বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ভূমি সেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

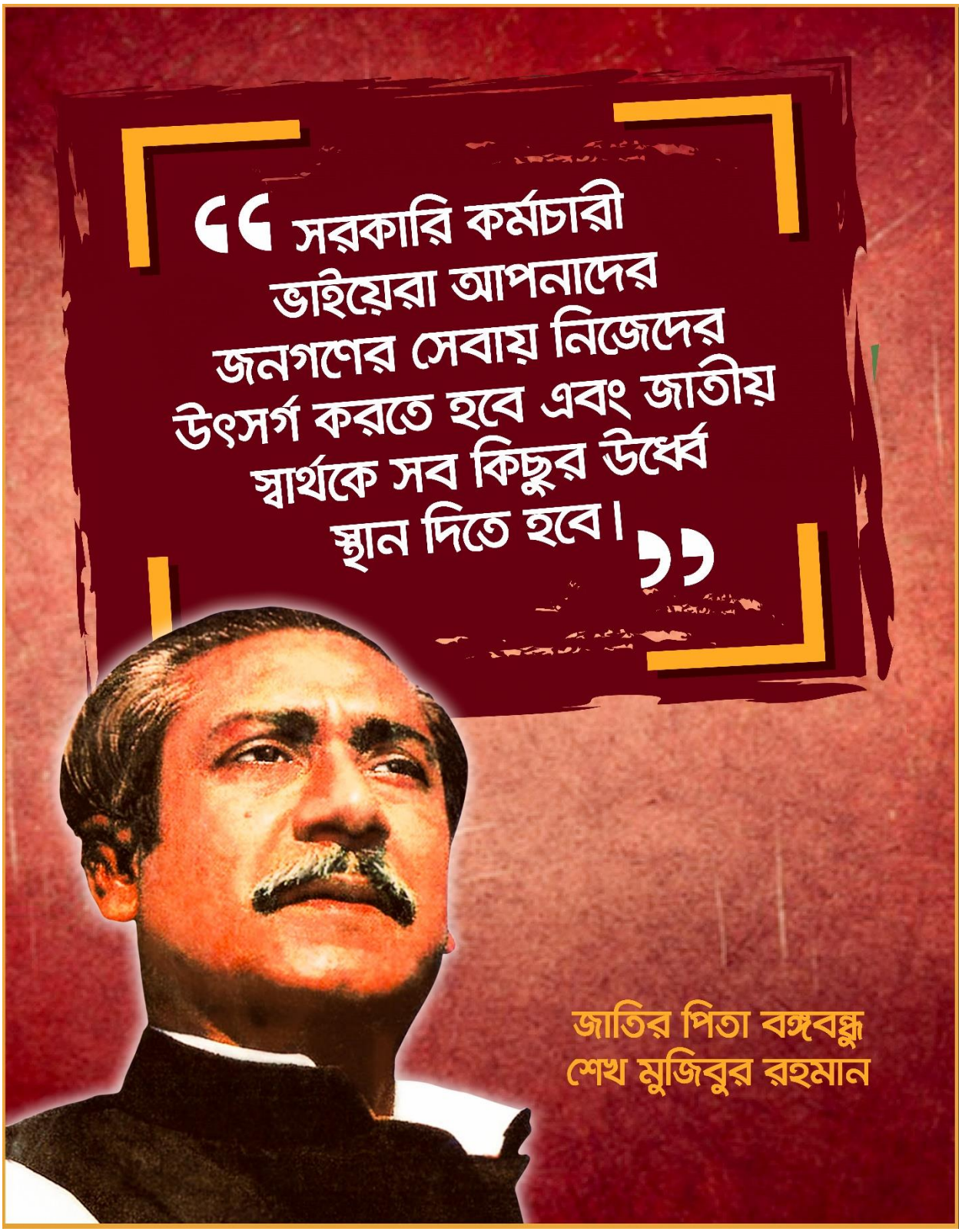
“সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।”
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশনা তথ্য

ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

মোঃ খলিলুর রহমান

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পরিষদ

১। মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	-	সভাপতি
২। প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	-	সদস্য
৩। মোঃ খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব (আইন)	-	সদস্য
৪। এম.এম. আরিফ পাশা, যুগ্মসচিব (জরিপ-১)	-	সদস্য
৫। ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ, যুগ্মসচিব, ডিকেএমপি	-	সদস্য
৬। সাবেরা আক্তার, উপসচিব (বাজেট ও অডিট)	-	সদস্য
৭। ড. মোহাম্মদ শাহানুর আলম, উপসচিব (অধিগ্রহণ-১)	-	সদস্য
৮। জনাব হাসিনা ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-২)	-	সদস্য
৯। মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব, (প্রশাসন-১) (সংস্থাপন)	-	সদস্য
১০। সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

সাচিবিক সহযোগিতায়

প্রশাসন শাখা, ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

১৫ অক্টোবর, ২০২৩

মুদ্রণ

-- ----, ২০২৩

প্রকাশনায়

ভূমি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান I
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা III
..... III
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশনা তথ্য V
সূচিপত্র VI
চার্ট ও টেবিল IX
ছবি XI
প্রথম অধ্যায় ১
এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় ১
১.১ ভূমিকা ১
দ্বিতীয় অধ্যায় ৫
২০২২-২৩ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ৫
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি সেবা উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ৫
২.২ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্জিত উল্লেখযোগ্য সম্মাননা: ২০
২.৩ ২০২১-২২ ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার : ২২
২.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি/সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর: ২৩
২.৫ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আইন ও বিধি-বিধান খসড়া তৈরি কার্যক্রম: ২৪
২.৬ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/পত্র/গণবিজ্ঞপ্তি: ২৫
২.৭ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারি আয় ২৬
২.৮ মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম ২৭
২.৯ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ২৮
২.১০ নাগরিক ভূমি সেবার উপাত্ত ৩০
২.১১ স্মার্ট ভূমিসেবা স্থাপনে কতিপয় সুপারিশমালার সংক্ষিপ্তসার: ৩৫
২.১২ স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনার সরূপ: ৩৬
২.১৩ ভূমি মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিবের যোগদান: ৩৮
তৃতীয় অধ্যায় ৪০
ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ ৪০
৩.১ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৪০
৩.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন ৪০
৩.২.১ রূপকল্প (Vision) ৪০
৩.২.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ৪০
৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) ৪১
৩.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ৪১
৩.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ৪১
৩.৩.৩ কার্যাবলি ৪১
৩.৪ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী: ৪৫
৩.৪.১ প্রশাসন- ৪৫
৩.৪.২ খাসজমি ৪৫

৩.৪.৩ সায়রাত-.....৪৬
৩.৪.৪ আইন-.....৪৬
৩.৪.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা.....৪৭
৩.৪.৬ জরিপ.....৪৮
৩.৪.৭ অধিগ্রহণ-.....৪৮
৩.৪.৮ উন্নয়ন.....৪৮
৩.৪.৯ ডিজিটাইজেশন, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও পারফরমেন্স (ডিকেএমপি).....৫০
৩.৪.১০ অন্যান্য.....৫০
৩.৫ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা.....৫১
চতুর্থ অধ্যায়.....৫৩
ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার নিয়মিত কার্যক্রম.....৫৩
৪.১ প্রশাসন.....৫৩
৪.১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):.....৫৪
৪.১.২ শূন্যপদের বিন্যাস সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):.....৫৪
৪.১.৩ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ:.....৫৪
৪.১.৪ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা.....৫৫
৪.১.৫ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি:.....৫৫
৪.২ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা).....৫৬
৪.৩ খাসজমি.....৫৭
৪.৩.১ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত.....৫৭
৪.৩.২ চা বাগান.....৬০
৪.৪ সায়রাত মহল.....৬২
৪.৪.১ জলমহাল.....৬৩
৪.৪.২ হাট-বাজার.....৬৪
৪.৪.৩ বালুমহাল.....৬৫
৪.৪.৪ চিংড়িমহাল.....৬৬
৪.৪.৫ লবণ মহাল.....৬৭
৪.৫ আইন.....৬৯
৪.৫.১ ভূমি বিষয়ক নতুন আইন সৃজন.....৬৯
৪.৫.২ মামলা.....৭০
৪.৫.৩ 'ভূমি উন্নয়ন কর.....৭১
৪.৫.৪ অর্পিত সম্পত্তি.....৭১
৪.৫.৫ পরিত্যক্ত সম্পত্তি:.....৭৭
৪.৫.৬ বিনিময় সম্পত্তি:.....৭৯
৪.৬ বাজেট ও নিরীক্ষা.....৮০
৪.৭ জরিপ.....৮২
৪.৮ অধিগ্রহণ.....৮৪
৪.৯ উন্নয়ন.....৮৭
৪.৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সার্বিক চিত্র:.....৮৭
৪.৯.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি:.....৯২
৪.৯.২.১ গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প.....৯২
৪.৯.২.২ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প.....৯৯
৪.৯.২.৩ সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প.....১০১
৪.৯.২.৪ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প.....১০৩
৪.৯.২.৫ ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প.....১০৫
৪.৯.২.৬ ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প.....১০৮
৪.৯.২.৭ মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প.....১১০
পঞ্চম অধ্যায়.....১১৩
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি.....১১৩

৫.১ ভূমিকা ১১৩
ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৬
ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর ১১৬
৬.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড ১১৬
৬.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ১১৬
৬.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১১৬
৬.১.৩ ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রধান কর্মদায়িত্ব ১১৬
৬.১.৪ ভূমি সংস্কার ২০২২-২৩ এ প্রধান কর্মকান্ড ১১৭
৬.২ ভূমি আপীল বোর্ড ১১৯
৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি ১১৯
৬.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১২০
৬.২.৩ কার্যাবলী ১২০
৬.২.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম ১২০
৬.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ১২২
৬.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি ১২২
৬.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১২২
৬.৩.৩ কার্যাবলী ১২২
৬.৩.৪ ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন ১২২
৬.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) ১২৫
৬.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি ১২৫
৬.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১২৫
৬.৪.৩ কার্যাবলী ১২৫
৬.৪.৪ ২০২২-২৩ কার্যক্রম ১২৬
৬.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর ১২৭
৬.৫.১ পটভূমি ১২৭
৬.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১২৭
৬.৫.৩ কার্যাবলী ১২৭
৬.৫.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম ১২৭
বিবিধ কার্যক্রমের **ফটোগ্যালারি** ১২৯
পরিশিষ্ট ক Allocation of Business of Ministry of Land ১৩১
পরিশিষ্ট খ Ministry Of Land in SDG Mapping ১৩৩
পরিশিষ্ট গ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ ১৩৫

চার্ট ও টেবিল

টেবিল ২.১: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ২৬
চার্ট ২.১: ভূমি হতে প্রধান খাত-ভিত্তিক সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার (কোটি টাকা; শতাংশে) ২৭
টেবিল ২.২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্ন ৩০
চার্ট ২.২ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্নের হার (হাজারে) ৩০
টেবিল ২.৩: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নাগরিক সেবা কেন্দ্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেবা (সংখ্যা) ৩০
টেবিল ২.৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিবন্ধন ও হোল্ডিং সামারি রিপোর্ট ৩১
টেবিল ২.৫: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দাখিলা ৩১
টেবিল ২.৬: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব ৩২
চার্ট ২.৩ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (লক্ষ) ৩২
টেবিল ২.৭: বিগত পাঁচ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের অর্থবছর ওয়ারী হিসাব ৩৩
চার্ট ২.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (লক্ষ) ৩৩
নোট: ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের অর্থবছর ওয়ারী হিসাব ৩৩
টেবিল ২.৮: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের বিভাগভিত্তিক হিসাব ৩৪
চার্ট ২.৫ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের বিভাগভিত্তিক হিসাব (শতকোটি টাকায়) ৩৪
টেবিল ২.৯: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঘরে বসে খতিয়ান সরবরাহের আবেদন ও সরবরাহের সংখ্যা ৩৫
টেবিল ২.১০: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঘরে বসে ম্যাপ সরবরাহের আবেদন ও সরবরাহের সংখ্যা ৩৫
চার্ট ৩.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম ৪৪
চার্ট ৩.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা ৫১
টেবিল ৪.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) ৫৪
টেবিল ৪.২: শূন্যপদের বিন্যাস ৫৪
টেবিল ৪.৩: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ ৫৪
টেবিল ৪.৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৫৫
টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৫৫
টেবিল ৪.৬: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য ৫৮
চার্ট ৪.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভাগওয়ারী বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমির পরিমাণ ৫৮
টেবিল ৪.৭: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ ৫৯
টেবিল ৪.৮: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ ৫৯
চার্ট ৪.২: কৃষি ও অকৃষি জমির বরাদ্দের হার (শতাংশে) ৬০
টেবিল ৪.৯: সারাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা ৬০
টেবিল ৪.১০: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে রাজস্ব আদায় ৬৩
টেবিল ৪.১১: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট হাটবাজারের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৬৪
টেবিল ৪.১২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট বালু মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৬৫
টেবিল ৪.১৩: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট চিংড়ী মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৬৬
টেবিল ৪.১৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট লবণ মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায় ৬৭
চার্ট ৪.৩: বিভিন্ন ধরণের সায়রাত মহাল থেকে গত পাঁচ বছরে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার ৬৮
টেবিল ৪.১৫: ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ: ৭১
টেবিল ৪.১৬: 'ক' তালিকাভূক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্ত ট্রাইব্যুনল সংক্রান্ত মামলার তথ্য ৭২
চার্ট ৪.৪: জেলাভিত্তিক 'ক' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের হার ৭২
টেবিল ৪.১৭:'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী ৭৩
চার্ট ৪.৫: জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণে ৭৪
টেবিল ৪.১৮:' জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৭৪
টেবিল ৪.১৯: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তি হতে মোট দাবী ও আদায়ের পরিমাণ ৭৫

চার্ট ৪.৬: অর্পিত সম্পত্তি হতে বছরওয়ারী দাবী ও আদায়ের পরিমাণ ৭৭
টেবিল ৪.২০: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৭৮
টেবিল ৪.২১:‘ জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত ‘খ’ তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৭৮
টেবিল ৪.২২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়) ৮০
চার্ট ৪.৭: বছরওয়ারী ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা ৮১
টেবিল ৪.২৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি (২০২২-২৩) ৮১
টেবিল ৪.২৪: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের জন্য চুড়ান্ত অনুমোদনকৃত ৮৪
টেবিল ৪.২৫: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয় ৮৭
চার্ট ৪.৮: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা ৮৮
টেবিল ৪.২৬: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয় ৮৯
চার্ট ৪.৯: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক হার ৮৯
টেবিল ৪.২৭: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০
চার্ট ৪.১০: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়) ৯১
টেবিল ৪.২৮: ২০২২-২৩ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ৯৩
টেবিল ৪.২৯: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২৩ পর্যন্ত) .. ৯৪
টেবিল ৪.৩০: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ ৯৬
টেবিল ৪.৩১: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম ৯৬
টেবিল ৬.১: ‘আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ ১২৩
টেবিল ৬.২: ২০২২-২৩ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ ১২৮

ছবি

ছবি ১.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন ২
ছবি ১.১: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' গ্রহণ করেন..... ৩
ছবি ১.৩: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার ২০২২' গ্রহণ করেন.....৪
ছবি ২.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু সম্মেলনকেন্দ্রে প্রথমবারের মতো আয়োজিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন করেন ৫
ছবি ২.২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু সম্মেলনকেন্দ্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন করেন ৬
ছবি ২.৩: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স ৬
ছবি ২.৪: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৭
ছবি ২.৫: নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র ৭
ছবি ২.৬: ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করছেন ভূমিমন্ত্রী.....৭
ছবি ২.৭: ভূমিসেবা প্রদর্শন স্টল পরিদর্শন করছেন ভূমিমন্ত্রী ৭
ছবি ২.৮: ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করছেন ভূমিমন্ত্রী..... ৮
ছবি ২.৯: ভূমিসেবা প্রদর্শন স্টল পরিদর্শন করছেন ভূমিমন্ত্রী ৮
ছবি ২.১০: ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন..... ৮
ছবি ২.১১: মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমি সেবা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন ৯
ছবি ২.১২: মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন.....১০
ছবি ২.১৩: মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান 'বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন..... ১১
ছবি ২.১৪: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা উদ্বোধন করেন ১২
ছবি ২.১৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া উদ্বোধন করছেন১৩
ছবি ২.১৬: ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিসে নামজারি সহ পাঁচটি সেবা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ১৪
ছবি ২.১৭: ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২৩-উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত জনসচেতনতামূলক সভা ১৫
ছবি ২.১৮: ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করছেন ভূমিমন্ত্রী ১৫
ছবি ২.১৯: ভূমিসেবা প্রদর্শন স্টল পরিদর্শন করছেন ভূমিমন্ত্রী ১৫
ছবি ২.২০: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা.....১৬
ছবি ২.২১: জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩.....১৭
ছবি ২.২২: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি ভূমি সচিব ১৭
ছবি ২.২৩: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত কোর্স সমূহের মডিউল চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সভা.....১৯
ছবি ২.২৪ ভূমি সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' গ্রহণ করেন ২০
ছবি ২.২৫: ভূমি সচিব ও তাঁর দল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' গ্রহণ করেন.....২১
ছবি ২.২৬: ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ২৩
ছবি ২.২৭: আইসিটি বিভাগের আওতাভুক্ত এ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর.....২৪
ছবি ২.২৮: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত 'যৌথ-মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর'-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর.....২৪
ছবি ২.২৯: 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩' সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ২৪
ছবি ২.৩০: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ২৭
ছবি ২.৩১: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স ২৮

ছবি ২.৩২: ডিজিটাল ভূমিসেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা ২৯
ইনফোগ্রাফ ২.১: ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা..... ৩৬
ছবি ২.৩৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এর শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী.. ৩৭
ছবি ২.৩৪: জাতীয় ভূমি সম্মেলন ও ৭টি উদ্যোগ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভূমিমন্ত্রী ৩৭
২.৩৫ নতুন ভূমি সচিবের যোগদান..... ৩৮
ছবি ২.৩৬: ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের বিদায় এবং বরণ অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন ৩৮
ছবি ২.৩৭: ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ বিদায় জানাচ্ছেন ভূমিমন্ত্রী (এপ্রিল ১৮, ২০২৩) ৩৮
ছবি ২.৩৮: নতুন ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমানকে বরণ করছেন ভূমিমন্ত্রী (এপ্রিল ১৮, ২০২৩) ৩৮
ছবি ২.৩৯: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান লক্ষ্মীপুরের চর পোড়াগাছায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন..... ৩৯
ছবি ২.৪০: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৩৯
ছবি ২.৪১: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন..... ৩৯
ছবি ২.৪২: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের মতবিনিময়..... ৩৯
ছবি ২.৪৩: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের মতবিনিময়..... ৩৯
ছবি ৩.১: 'ভূমি ভবন.....৪২
ছবি ৩.২: উপজেলা ভূমি অফিস.....৪২
ছবি ৩.৩: উপজেলা ভূমি অফিস (উপকূল).....৪২
ছবি ৩.৪: ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৪২
ছবি ৩.৫: ইউনিয়ন ভূমি অফিস (উপকূল).....৪২
ছবি ৩.৬: ভূমি ভবনে অবস্থিত নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র ৪৩
ছবি ৩.৭: নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্রে নাগরিকগণ বিনামূল্যে সেবা গ্রহণ করছেন ৪৩
ছবি ৩.৮: ২০২২-২৩ এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ৫০
ছবি ৩.৯: জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৩-এ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন.....৫২
ছবি ৪.১: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (মাসিক) সভা..... ৫৩
ছবি ৪.২: মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালা ৫৫
ছবি ৪.৩: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা সভাপতিত্ব করছেন ভূমি সচিব..... ৫৬
ছবি ৪.৪ হাট ও বাজারের পেরিফেরি বহির্ভূত খাসজমিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ক আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা ৫৭
ছবি ৪.৫: সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমটির ৭০তম সভা ৬২
ছবি ৪.৬: ভূমি রাজস্ব মামলা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত ৬৯
ছবি ৪.৭: সচিব ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব. ৮২
ছবি ৪.৮: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৩৮ তম সভা ৮৪
ছবি ৪.৯: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ভূমিমন্ত্রী ৮৭
ছবি ৪.১০: ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা ৯১
ছবি ৪.৯: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা.....৯২
ছবি ৪.১০: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন.....৯৭
ছবি ৪.১১: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর ৯৭
চিত্র ৪.১২: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়..... ৯৮
চিত্র ৪.১৩ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর..... ৯৮
চিত্র ৪.১৪: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর..... ৯৮
চিত্র ৪.১৫: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা..... ৯৮
ছবি ৪.১৬: সিডিএসপি-বি প্রকল্পে ভূমিহীন পরিবারের খতিয়ান বিতরণী অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব.....৯৯
ছবি ৪.১৭: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস..... ১০১
ইনফোগ্রাফ ৪.১: **ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প** ১০৩
ইনফোগ্রাফ ৪.২: ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প ১০৫
ইনফোগ্রাফ ৪.৩: ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প.....১০৮
ইনফোগ্রাফ ৪.৪: ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প..... ১১০
ছবি ৫.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর.....১১৩

ছবি ৫.২: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন ১১৪
ছবি ৫.৩: শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদযাপনের ১১৪
ছবি ৫.৪: পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন ১১৫
ছবি ৬.১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১১৮
ছবি ৬.২: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর..... ১২১
ছবি ৬.৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১২৪
ছবি ৬.৪: বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সীমানা পরিদর্শনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর ১২৪
ছবি ৬.৫: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর১২৬
ছবি ৬.৬: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)র দপ্তরের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১২৮
ছবি ৭.১: চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ১২৯
ছবি ৭.২: 'ভূমি ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ...' শীর্ষক সংলাপ ১২৯
ছবি ৭.৩: ১৩৩তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কোর্স ১২৯
ছবি ৭.৪: বিএসআরএফ সংলাপ ১২৯
ছবি ৭.৫: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকারের সেমিনার ১২৯
ছবি ৭.৬: সম্পত্তি কর ব্যবস্থার পরিধি... বিষয়ক সংলাপ ১২৯
ছবি ৭.৭: মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে ভূমি সচিবের অভিনন্দন ১৩০
ছবি ৭.৮: ৪র্থ উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স-এর সমাপনী ১৩০
ছবি ৭.৯: নাগরিক ভূমি সেবা বিষয়ক সভা ১৩০
ছবি ৭.১০: প্রশাসনিক সভা ১৩০

প্রথম অধ্যায়

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এ দেশের জাতীয় আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন (২০১৫-১৬ অর্থ বছর অনুযায়ী)। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি দেশের একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

১। নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম;

২। সংস্কারমূলক কার্যক্রম;

৩। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম; এবং

৪। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ২০২০ সালে ই-মিউটেশন কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত

জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ United Nations Public Service Award 2020' (‘জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০) এবং অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা তথা ডিজিটাল ভূমি কর ব্যবস্থার জন্য উইসিস পুরস্কার ২০২২ (World Summit on the Information Society (WSIS) Prize 2022) অর্জন করেছে।

ছবি ১.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী-সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন

২৯ জুন ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত গণকর্মচারী সহ ই-মিউটেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেন,

“ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গত ১ জুলাই ২০১৯ হতে দেশব্যাপী নামজারির প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসেই নামজারি করতে পারছেন। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করেছে। আমি ভূমিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকলকে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি সকল মন্ত্রণালয় এটা অনুসরণ করবে”।

ইউএন পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড: ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ গ্রহণ করেছেন। ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মদিনাত জুমেইরাহ সম্মেলন কেন্দ্রে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এই সময় জাতিসংঘের ম্যানেজমেন্ট, পলিসি, স্ট্র্যাটেজি ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথরিন পোলার্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গবেষক, বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং পুরস্কার বিজয়ী বিভিন্ন উদ্যোগের উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ১.১: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' গ্রহণ করেন

উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন, ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ বিজয়ী উদ্যোগের নাম ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয় 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' (Developing Transparent and Accountable Public Institutions) ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ (United Nations Public Service Award 2020/ জাতিসংঘ জনসেবা পুরস্কার ২০২০) অর্জন করে। ২০২০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস ফোরাম' ও 'পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, যা বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেছিল জাতিসংঘ। এই বছর ২০২১ সালে জাতিসংঘ ২০২০ ও ২০২১ সালের ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান একই সাথে দুবাইয়ে আয়োজন করল।

উইসিস পুরস্কার ২০২২: ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ৩১ মে ২০২২ তারিখ মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ০৬:০০টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১০:০০টায়) আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদর দপ্তরের পোপভ সভাকক্ষে আইটিইউসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার আয়োজনে, উইসিস পুরস্কার ২০২২ (World Summit on the Information Society (WSIS) Prize 2022) প্রদান অনুষ্ঠানে, ডিজিটাল ভূমি (উন্নয়ন) কর ব্যবস্থার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে উইসিস পুরস্কার গ্রহণ করেন। আইটিইউ'র মহাসচিব হাউলিন ঝাও ভূমিমন্ত্রীর হাতে উইসিস পুরস্কারের ট্রফি তুলে দেন। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম তথা 'ডিজিটাল ভূমি কর ব্যবস্থা

’ উদ্বোধন করেন। এরপর ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ১৬১২২ নম্বরে কল করেই ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করার সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন’

ছবি ১.৩: ভূমিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার ২০২২' গ্রহণ করেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি সেবা উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১। **জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু সম্মেলনকেন্দ্রে দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন করেন। ৭টি উদ্যোগ হচ্ছে: জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে স্থাপন করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স। বাকি ৬টি উদ্যোগ হচ্ছে, রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ, স্মার্ট ভূমি নকশা, স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস, স্মার্ট ভূমি পিডিয়া, স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস।

ছবি ২.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু সম্মেলনকেন্দ্রে প্রথমবারের মতো আয়োজিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন করেন

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা তুলে ধরা এবং ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশনের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ খুঁজে বের করে তা মোকাবিলায় করনীয় নির্ধারণ করতে জাতীয় ভূমি সম্মেলনের আয়োজন করে ভূমি মন্ত্রণালয়। জাতীয় ভূমি সম্মেলনের অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে ভূমি মন্ত্রণালযের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে নাগরিক, সরকারি সংস্থা, অংশীজনদের অবহিত করানো, তাঁদের মধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ভূমি সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ:

ছবি ২.২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু সম্মেলনকেন্দ্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন করেন

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলা পরিদর্শন করেছিলেন। সে সময় তিনি নিজ হাতে মাটি কেটে নদী ভাঙ্গা, দুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন পরিবারসমূহকে খাস জমিতে পুনর্বাসন কাজ উদ্বোধন করেন। যার আলোকে পরবর্তীতে গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সম্মান জানাতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত সেই স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

ছবি ২.৩: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স

(খ) ইউনিয়ন ভূমি অফিস: ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং সেবা প্রার্থীদের আসনসহ অন্যান্য সুবিধা অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে সমতল এবং উপকূল, হাওর এলাকা, এমনকি ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপার বিবেচনায় রেখে উড়িরচরের মত বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী দ্বীপসহ সারাদেশে ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত আধুনিক ডিজাইনে ১৪৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।

(গ) স্মার্ট ভূমিসেবাকেন্দ্র: নাগরিকগণকে তাৎক্ষণিক উন্নত ভূমিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রথাগত পদ্ধতির পাশাপাশি তেজগাঁও ভূমি ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে স্মার্ট ভূমিসেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই সেবাটি আরও বিস্তৃত করা হবে। ভূমিসেবা আউটসোর্সিং-এর এই কৌশল ভূমি মন্ত্রণালয় তথা সরকারের ইমেজ বৃদ্ধি করবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

ছবি ২.৪: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ছবি ২.৫: নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র

(ঘ) রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ: জমি ক্রয় পরবর্তী ভূমি নিবন্ধনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে 'রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ' -এর মাধ্যমে। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের ডিজিটাল ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে এই ব্যবস্থায়। স্মার্ট বাংলাদেশের প্রবক্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাহী সিদ্ধান্তের কারণেই আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ের এই ডিজিটাল সংযোগ দ্রুত স্থাপন সম্ভব হয়েছে। যা মানুষের ভোগান্তি কমাবে ।

(ঙ) স্মার্ট ভূমি নকশা: জমির এই নামজারির সাথেসাথে স্বয়ংক্রিয় খতিয়ান ও মৌজাম্যাপও প্রস্তুতের সুবিধার্থে স্মার্ট ভূমি নকশা সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য দেশের প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজ করে ই-নামজারি সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। একইসাথে সকল জমির নকশা অনলাইনে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্মার্ট ভূমি নকশা অ্যাপ।

ছবি ২.৬: ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করছেন ভূমিমন্ত্রী

ছবি ২.৭: ভূমিসেবা প্রদর্শন স্টল পরিদর্শন করছেন ভূমিমন্ত্রী

(চ) স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস: স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস-এর মাধ্যমে জানা যাবে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি কতবার ভাগ হয়েছে, কতজন নতুন মালিক যুক্ত হয়েছেন, বর্তমানে কত অংশ অবশিষ্ট আছে, সর্বশেষ জরিপে কত অংশ নতুনভাবে নামজারি হয়েছে। এই সিস্টেমে এক ক্লিকেই মিলবে খতিয়ানের ইতিহাস। যা জমি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা ঠেকাবে, স্বল্প সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করবে, আর বাড়াবে ভূমি সম্পৃক্ত কাজের গতি।

(ছ) ভূমি-পিডিয়া: নাগরিকদের ভূমি-তথ্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্মার্ট ভূমি-পিডিয়া। এই এআই পোর্টাল হতে কথোপকথনের মাধ্যমে যেকেউ বাংলাদেশের ভূমি সম্পর্কিত সকল ধরনের আইনি তথ্য ও পরামর্শ তাৎক্ষণিকভাবে পেতে সক্ষম হবেন।

স্মার্ট ভূমি রেকর্ড খতিয়ানের ধারাবাহিক ইতিহাস land.gov.bd	স্মার্ট ভূমি পিডিয়া ভূমির সকল তথ্য অনলাইনে land.gov.bd
ছবি ২.৮: ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করছেন ভূমিমন্ত্রী	ছবি ২.৯: ভূমিসেবা প্রদর্শন স্টল পরিদর্শন করছেন ভূমিমন্ত্রী

৩। **জাতীয় ভূমি সম্মেলনের চারটি প্যানেল ডিসকাসন অনুষ্ঠিত:** ২৯-৩১ মার্চ ২০২৩, তিনদিনে মোট চারটি প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়।

ছবি ২.১০: ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন

(ক) স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন): ২৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জাতীয় ভূমি সম্মেলন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ এই সেশন সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবুবকর ছিদ্দীক, ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী এবং অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাজমা মোবারেক। এইদিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভূমি সচিব।

বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাগণ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সেশনে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ২.১১: মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমি সেবা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন

(খ) সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমি সেবা): ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জাতীয় ভূমি সেবা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমি সেবা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ এই সেশন সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব সত্যজিৎ কর্মকার, আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর রুনা নাহিদ আক্তার, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, এবং ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী। ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডোমেইন স্পেশালিষ্ট সাবেক মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সম্মানীয় অতিথি ছিলেন। এইদিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান।

বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ), সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাগণ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সেশনে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ২.১২: মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন

(গ) অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা): ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জাতীয় ভূমি সেবা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডোমেইন স্পেশালিষ্ট সাবেক মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সেশনটি সঞ্চালনা করেন।

ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর মো: হুমায়ুন কবীর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের সচিব মোঃ মইনুল কবির এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট বিশেসজ্ঞ সাবেক সচিব মোঃ ফারুক হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মো: মাহমুদ হাসান এই সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ), সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাগণ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সেশনে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ২.১৩: মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান 'বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন

(ঘ) বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ): ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জাতীয় ভূমি সেবা সম্মেলনের তৃতীয় দিন সকালে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। সেশনটি ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ সঞ্চালনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আমেদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল বারিক এবং জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের কনসাল্টেন্ট সাবেক সিনিয়র সচিব দিলওয়ার বখত। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন ল্যান্ড পলিসি স্পেশালিষ্ট সাবেক গ্রেড-১ কর্মকর্তা মোঃ হান্নান মিয়া। এইদিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ।

বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জোনাল সেটেল্মেন্ট অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চার্জ অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণ সেশনে অংশগ্রহণ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সেশনে উপস্থিত ছিলেন।

৩। **বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপের (বিডিএস)-এর পাইলটিং উদ্বোধন:** মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ০৩ আগস্ট, ২০২২ তারিখ পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন মাঠে বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ (বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে - বিডিএস)-এর পাইলটিং-এর উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভের মূল উদ্দেশ্য অল্প সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে তথা ভূ-সম্পদ জরিপ শেষ করা এবং পরবর্তীতে মাঠে গিয়ে সার্ভের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে নিয়ে আসা। এছাড়া কোনো এলাকায় প্রাকৃতিক কারণে বড় ধরণের ভূমির বিচ্যুতি না ঘটলে রিভিশন্যাল সার্ভের প্রয়োজনীয়তাও থাকবেনা ডিজিটাল ম্যাপ পার্টিশনের সুবিধার জন্য। এ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত জিও-রেফারেন্স-কৃত মৌজা ম্যাপ 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' প্রকল্পে

সরবরাহ করা হবে। জমি বিক্রির পর নামজারি খতিয়ান পরিবর্তনের সাথে সাথে ম্যাপের সীমানা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

ছবি ২.১৪: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী ডাকযোগে ভূমিসেবা, ভূমিসেবায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা উদ্বোধন করেন

উল্লেখ্য, সারাদেশে ডিজিটাল জরিপকরণের সক্ষমতা অর্জনের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুষ্ঠুভাবে বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করার সুবিধার্থে সারা দেশে যে দুইটি প্রকল্পের মাধ্যমে বিডিএস কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

তার একটি হচ্ছে বর্ণিত 'ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরন প্রকল্প' (এসওসি-ডিডিএস) শীর্ষক প্রকল্প। এর জন্য সরকারের অর্থায়নে ১২১২.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় কিছুদিন পর বিডিএস রোলআউট শুরু হবে পুরো বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায়। অপরটি 'ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপন (ইডিএলএমএস)' প্রকল্প। এর জন্য সরকার ও কোরিয়া ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ডের (ইডিসিএফ) অর্থায়নে মোট ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে সরকারি খাত থেকে ৭৮.৪ কোটি টাকা এবং কোরিয়া থেকে ৩০৫.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৪। **বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া উদ্বোধন:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখ তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবন মিলনায়তনে মর্টগেজ ডাটা ব্যাংক এবং মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম-এর উদ্বোধন করার করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান সোলেমান খান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ছবি ২.১৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রী বার্তা, দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ এবং অনলাইনে জলমহালের আবেদন প্রক্রিয়া উদ্বোধন করছেন

বন্ধককৃত (মর্টগেজড) জমি একাধিকার বন্ধক, ক্রয়-বিক্রয় বা নামজারি সংশ্লিষ্ট জালিয়াতি রোধে 'মর্টগেজ ডাটা ব্যাংক' স্থাপনের উদ্যোগ নেয় ভূমি মন্ত্রণালয়। ব্যাংক, ভূমি ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং নাগরিক কর্তৃক জমির বন্ধক সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ থাকবে, বন্ধককৃত জমি নতুন করে বন্ধক, ক্রয়-বিক্রয় এবং নামজারির করা সম্ভব হবেনা, বন্ধককৃত জমি নিয়ে প্রতারণা বন্ধ হবে, অর্থঋণ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে নামাজারি সহজ হবে এবং সকল ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলমান ও ভবিষ্যত বন্ধকি জমির অনলাইন ডাটাবেজ হিসেবে ব্যবহার করা হবে সিস্টেমটি। নাগরিক এবং যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মর্টগেজ সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ থাকবে। এছাড়া, ভূমি ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশে ব্যাংক মর্টগেজ সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের সাথে সাথে প্রতিবেদন প্রণয়নও করতে পারবে। ইন্টারনেটে সরাসরি mortgage.land.gov.bd কিংবা জাতীয় ভূমিসেবা কাঠামো land.gov.bd থেকে মর্টগেজ ডাটা ব্যাংক সিস্টেমে প্রবেশ করা যাবে। এছাড়াও, ভূমি সেবা গ্রহীতারা ১৬১২২ নম্বরে কল করেও পরিষেবাটি নিতে পারেন।

ভূমি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার সহজ, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং অনলাইনে মনিটরিং-এর জন্য 'মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। সকল ভূমি অফিস ও কোর্ট একই প্ল্যাটফর্মে আসবে, দফাওয়ারী জবাব (এস.এফ.) প্রস্তুতকরণ ও দাখিলকরণের পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনে করা হবে, অনলাইনে নথিজাত ও নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকায় মামলা সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং ভূমি রাজস্ব ও দেওয়ানি মামলা অনলাইনে সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং-এর মাধ্যমে ভূমি সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। ভূমি সেবা গ্রহীতা মামলার অবস্থা এবং শুনানির তারিখ, কৌঁসুলি শুনানির তারিখ ও আদেশ পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। ভূমি কর্মকর্তা মামলার তথ্য ও অগ্রগতি দেখতে পারবেন। ইন্টারনেটে সরাসরি case.gov.bd কিংবা জাতীয় ভূমিসেবা কাঠামো land.gov.bd থেকে 'মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে' প্রবেশ করা যাবে। এছাড়াও, ভূমি সেবা গ্রহীতারা ১৬১২২ নম্বরে কল করেও পরিষেবাটি নিতে পারেন।

৫। **শিল্প স্থাপনে ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা দূর করতে নামজারি বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিসে:** ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে নামজারি সহ পাঁচটি সেবা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন বাধা বিশেষত ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা দূর হবে এবং সহজে মৌলিক শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধার জন্য নামজারি সেবাটি বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ছবি ২.১৬: ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিসে নামজারি সহ পাঁচটি সেবা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মো: আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব লোকমান হোসেন মিয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার আওতাভুক্ত বিদ্যমান সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি, রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানি থেকে কোম্পানির নামে নামজারি ৭ দিনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ফাস্ট ট্র্যাকের মাধ্যমে এই সেবা পাওয়া যাবে।

৬। **ভূমি সেবা সপ্তাহ পালন:** 'স্মার্ট ভূমি সেবায় ভূমি মন্ত্রণালয়' প্রতিপাদ্যকের সামনে রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২২ মে থেকে ২৮ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে 'ভূমি সেবা সপ্তাহ-২০২৩' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্মার্ট ভূমিসেবার মূল অংশীজন হিসেবে দেশের জনগণকে সম্পৃক্ত করা, স্মার্ট ভূমিসেবা বিষয়ে সবাইকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত করা এবং ভূমি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজ নাগরিক অধিকারের ব্যাপারের সবার মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এবারের ভূমি সেবা সপ্তাহের মূল লক্ষ্য ছিল। এছাড়াও, ভূমিসেবা সপ্তাহকালীন বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশকিছু ভূমিসেবা প্রদান করা হয়েছে। এই বছর ভূমিসেবা সপ্তাহটি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্মার্ট ভূমিসেবা উদ্যোগ এবং জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এর ধারাবাহিকতায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এজন্য এবারের ভূমিসেবা সপ্তাহটি কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্বোধন করা হয়নি। দেশের অভ্যন্তরে ভূমিসেবা প্রর

ছবি ২.১৭: ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২৩-উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত জনসচেতনতামূলক সভা

ভূমিমন্ত্রী ভূমিসেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত ভূমি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন

২৪ মে ২০২৩ তারিখে ভূমিসেবা সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত এক ভূমি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ভূমিমন্ত্রী প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত জমির খতিয়ান ও ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠান শেষে ভূমিমন্ত্রী অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ভূমিসেবা প্রদর্শন স্টল পরিদর্শন করেন।

ছবি ২.১৮: ক্ষতিপূরণ চেক হস্তান্তর করছেন ভূমিমন্ত্রী

ছবি ২.১৯: ভূমিসেবা প্রদর্শন স্টল পরিদর্শন করছেন ভূমিমন্ত্রী

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ আমিনুর রহমান, এনডিসি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম মহানগর ইউনিট কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর আহমদ এবং চট্টগ্রাম জেলা ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম সরোয়ার কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ভূমি সেবা গ্রহীতা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্তরের ভূমি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন অংশীজনসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৭। বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা: ১৩ নভেম্বর ২০২১ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এসময় ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভূমিসেবা ডিজটালাইজেশন, আন্ত:জেলা/উপজেলা সীমানা বিরোধ, ভূমি অফিস সংস্কার, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, জলমহাল ও বালুমহালের ইজারা কার্যক্রম সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন সভায় উপস্থিত বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ।

ছবি ২.২০: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা

এর আগে, ২১ আগস্ট, ২০২২ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর, ডিজিটাল রেকর্ড রুম, আন্ত জেলা ভূমি বিরোধ, ভূমি অফিস নির্মাণ, জনবল নিয়োগ সহ প্রভৃতি ভূমি বিষয়ক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় সমন্বয় সভায়।

৮। জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩: ২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩'-এ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্য অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্য অধিবেশনে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনে জেলা প্রশাসকগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন ও প্রশ্ন করেন। খাসজমি, নামজারি, হাট ও বাজার, ভূমি অফিস নির্মাণ, জলমহাল, পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনা, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস, ভূমি সংশ্লিষ্ট জনবল ও প্রশিক্ষণ, ডিজিটালাইজেশন, ভূমি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন-সহ ভূমি সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় উঠে আসে কার্য অধিবেশনের আলোচনায়।

ছবি ২.২১: জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩

৯। সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে সরাসরি ভূমি সচিব: ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ভূমি সচিবের মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা (০৬:৩০) থেকে প্রায় সাড়ে সাতটা (০৭:৩০) পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ (www.facebook.com/minland.gov.bd) থেকে 'মিট দ্যা সেক্রেটারি' শীর্ষক এক ফেসবুক লাইভে অংশ নিয়ে নাগরিক ভিউয়ারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। লাইভটির দর্শকরা কমেন্ট/চ্যাটের মাধ্যমে ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই হাজারের বেশি বিভিন্ন ধরণের ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা হয়েছে লাইভে।

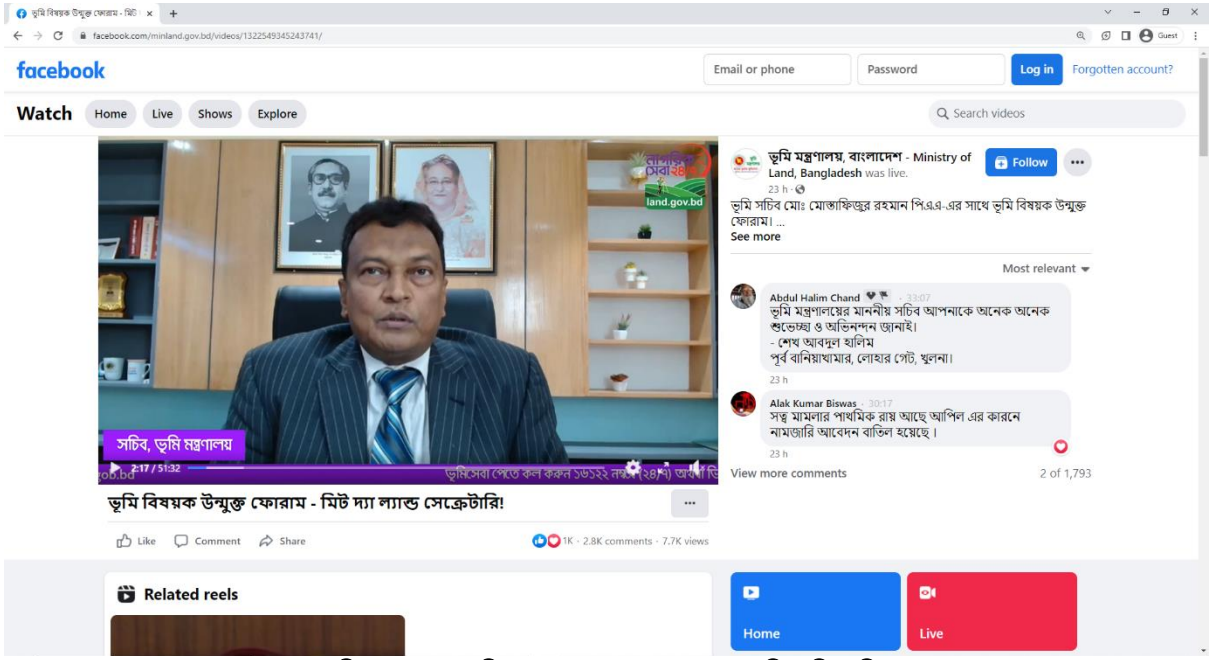

ছবি ২.২২: সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে সরাসরি ভূমি সচিব

১০। **ক্যাশলেস ই-নামজারি বাস্তবায়ন:** ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ক্যাশলেস ই-নামজারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্ট ফি ২০/- (বিশ) টাকা, নোটিশ জারি ফি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা, রেকর্ড সংশোধন ফি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং ও খতিয়ান সরবরাহ ফি ১০০/- (একশত) টাকা - এই চার ধরণের ফি প্রদানে নামজারির জন্য মোট প্রকৃত খরচ ১,১৭০/- (এক হাজার একশত সত্তর) টাকা। এসকল ফি এখন থেকে অনলাইনে মোবাইল ওয়ালেট কিংবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমেই পরিশোধ করতে হবে; কোনোভাবেই ম্যানুয়ালি তথা নগদ অর্থে পরিশোধ করা যাবেনা।

১১। ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন: পহেলা বৈশাখ ১৪৩০, ১৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ থেকে ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। অসাধু ব্যক্তিরা যেন প্রতারণামূলক কাজে লিপ্ত হতে না পারে সেজন্য পহেলা বৈশাখের পর ৭ কার্যদিনের মধ্যে ভূমি অফিসে সংরক্ষিত অব্যবহৃত ও আংশিক ব্যবহৃত সকল দাখিলা বই প্রত্যাহার করা হয়।

১২। প্রবাসীদের জন্য বিদেশ থেকেই ভূমিসেবা: প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন চার ধরণের ভূমিসেবা বিদেশে থেকেই গ্রহণ করছেন। এসব ভূমি সেবার মধ্যে আছে: 'নাগরিক ভূমিসেবা ২৪/৭' (কাস্টমার কেয়ার), খতিয়ান/নামজারি খতিয়ানের সত্যায়িত কপি, মৌজা ম্যাপের সত্যায়িত কপি এবং ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান। বিদেশ থেকে ভূমিসেবা হটলাইন ১৬১২২-এর লং-কোড +৮৮০ ৯৬১২-৩১৬১২২ এ ফোন করে ২৪ ঘণ্টার যেকোনো সময় কিংবা www.facebook.com/land.gov.bd এ মেসেজ কিংবা কমেন্ট করে প্রবাসীরা এখন ভূমি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর জানতে পারছেন এবং বিবিধ অভিযোগ দিতে পারছেন। এছাড়া, একই নম্বরে ফোন করে কিংবা www.land.gov.bd স্মার্ট ভূমিসেবা পোর্টালে গিয়ে খতিয়ান/নামজারি খতিয়ানের সত্যায়িত কপি ও মৌজা ম্যাপের সত্যায়িত কপির জন্য প্রবাসীরা আবেদন করলে বাংলাদেশের ডাকবিভাগ বিদেশে প্রবাসীদের সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় এসব পৌঁছে দিচ্ছে। একইভাবে ফোন করে কিংবা পোর্টালে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে বিদেশ থেকে ভূমি উন্নয়ন করও দিচ্ছেন প্রবাসীরা।

পর্যায়ক্রমে প্রবাসীদের আরও কিছু ভূমিসেবার আওতায় নিয়ে আসা হবে, এর মধ্যে অন্যতম নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং অনলাইনে বিবিধ মামলার শুনানীতে অংশগ্রহণ করার সুবিধা।

১৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সিলেবাস হালনাগাদকরণ: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত কোর্স সমূহের মডিউল আপডেট করা হয়েছে। ভূমি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারায় গ্রাহক সেবা ভিত্তিক (Customer Service Oriented) প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । এজন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপোযোগী করা হচ্ছে।

ছবি ২.২৩: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত কোর্স সমূহের মডিউল চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সভা

১৪। ই-নামজারিতে স্বাক্ষরবিহীন কিউআর কোডযুক্ত ডিসিআর ও খতিয়ান চালু: ই-মিউটেশন প্রক্রিয়ায় প্রণীত খতিয়ান ও ডিসিআর এর নতুন ফরমেটে কিউআর কোড (Quick Response Code/ 2D bar code) সংযুক্ত করা হয়েছে। কিউআর কোডযুক্ত ডিসিআর ও খতিয়ান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রদত্ত ডিসিআর ও খতিয়ান-এর সমতুল্য এবং আইনগতভাবে বৈধ ও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারোপযোগী। কিউআর কোডযুক্ত ডিসিআর ও খতিয়ানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা নাজিরের ম্যানুয়াল স্বাক্ষরের (সরাসরি হাতে প্রদত্ত কিংবা স্ক্যান/ছবি তুলে সংযুক্ত) প্রয়োজন নেই।কিউ আর কোডযুক্ত ডিসিআর ও খতিয়ান প্রাপ্তির পর ভূমি অফিস থেকে ম্যানুয়াল ডিসিআর / খতিয়ান সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিসেবা কাঠামো (https://land.gov.bd) অথবা সরাসরি ই-নামজারি ওয়েবসাইট (https://mutation.land.gov.bd) এ গিয়ে QR কোড স্ক্যান করে কিউআর কোডযুক্ত অনলাইন ডিসিআর এবং কিউআর কোডযুক্ত অনলাইন খতিয়ানের বৈধতা সহজেই যাচাই করা যাবে। এই সংক্রান্ত একটি পরিপত্র ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে।

১৫। ভূমি প্রশাসনে ওপেন ডাটা গভার্নেন্স স্থাপনের উদ্যোগ: ভূমি প্রশাসনে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং ভূমি সেবা অধিকতর গণমূখী করার জন্য ভূমি সেবা সম্পর্কিত প্রযোজ্য সরকারি তথ্য উন্মুক্ত করারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি বিষয়ক প্রযোজ্য সরকারি তথ্য ও ডাটা সকলের কাছে উন্মুক্ত-করণের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং তৈরি হবে মান সৃষ্টির সুযোগ। এই ক্ষেত্রেও ই-নামজারিকেই প্রথমে বাছাই করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আরও ডাটা উন্মুক্ত করা হবে। তবে জাতীয় এবং ব্যক্তি নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয় এমন তথ্য কিংবা ডাটা কখনো উন্মুক্ত করা হবেনা।

১৬। মনিটরিং জোরদার: যথাযথ ভূমিসেবা নিশ্চিতে মনিটরিং জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন লেয়ারে ড্যাশবোর্ড মনিটরিং করা হচ্ছে নিয়মিত। কোনো অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হলে সাথেসাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৭। পিএসসি'র মাধ্যমে ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ: ১৩৪২টি পদে ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল ভূমি মন্ত্রণালয়। ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ সরকারী কর্ম কমিশন ৪০তম বিসিএস পরীক্ষা ২০১৮ এর লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হলেও ক্যাডার পদে সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি এমন প্রার্থীদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে ৯ম থেকে ১২ তম গ্রেডে নন-ক্যাডার পদে চাকরি পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে অনলাইনে আবেদন করেছেন তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী যোগ্যতা রয়েছে এমন প্রার্থীদের মেধার ভিত্তিতে বাছাইপূর্বক সুপারিশের জন্য পিএসসি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত অধিদপ্তরর/দপ্তরের পদসমূহের পছন্দক্রম প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে। এর মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত 'ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা' পদে ১৩৪২টি ১২তম গ্রেডের বিপরীতে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

১৮। সার্ভেয়ার নিয়োগ: ভূমি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগে ২৮১ জন সার্ভেয়ার (গ্রেড ১৪) পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে ৮৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৮ জুন ২০২৩ তারিখে সার্ভেয়ার নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

২.২ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্জিত উল্লেখযোগ্য সম্মাননা:

১। **বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২ অর্জন:** স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ভূমি তথ্য ব্যাংক'-এর জন্য সংস্কার ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয় ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২ অর্জন করেছে। ২৩ জুলাই ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ-কে 'ভূমি তথ্য ব্যাংক'-এর জন্য মন্ত্রণালয়প্রাপ্ত “বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ভূমি তথ্য ব্যাংক (ল্যান্ড ডাটা ব্যাংক) উদ্বোধন করেন।

ছবি ২.২৪ ভূমি সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক-২০২২' গ্রহণ করেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' -এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'ভূমি তথ্য ব্যাংক' স্থাপন করা হয়েছে, যা সরকারি ভূ-সম্পদের সুষ্ঠু এবং কার্যকর ব্যবহারে সহায়তা করছে। জলমহাল, বালু মহাল, লবণ মহাল, চা বাগান, চিংড়ি মহাল, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, হাট বাজার, অধিগ্রহণ, খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তিসহ সকল সরকারি ভূসম্পত্তির তথ্য হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভূমি তথ্য ব্যাংকে।

এই তথ্য সারা দেশের এসি ল্যান্ড, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার সহ গুরুত্বপূর্ণ অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ব্যবহার করতে পারছেন। ২৪ ঘণ্টার আপডেট, পুরো সপ্তাহের তথ্য, এমনকি মাসভিত্তিক হিসেব করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের বিস্তারিত ভূমির তথ্য এক ক্লিকে জানা যাচ্ছে।

এছাড়া, অবৈধ দখল থেকে সরকারি সম্পদ উদ্ধারের হার বৃদ্ধি এবং ভূমি সংক্রান্ত দালাল ও জালিয়াত চক্রের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাওয়া সহ এ উদ্যোগের ফলে দেশে বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'ভূমি তথ্য ব্যাংক' স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, সরকারি ও খাসজমি রক্ষা, অর্পিত সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ভূমিসেবার নিশ্চয়তা দান করে সরকারের জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে।

২। **'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২:** 'অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ' সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ ও তাঁর দল সরকারি সাধারণ ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' অর্জন করেছে। দলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার দাস, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাজমা মোবারেক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ। ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক থেকে তাঁরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২২' ও সনদ গ্রহণ করেন।

ছবি ২.২৫: ভূমি সচিব ও তাঁর দল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' গ্রহণ করেন

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও হয়রানি হ্রাস সহ ভূমি অফিসের দুর্নীতি কমাতে এবং ভূমি অফিসের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থাপিত অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সিস্টেমটি উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সিস্টেম এই বছর আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদাপূর্ণ উইসিস পুরস্কার ২০২২ ও অর্জন করে।

বর্তমানে অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণ ভূমি অফিসে না এসেই পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের হটলাইন ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে অথবা ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd এ অথবা 'ভূমি উন্নয়ন কর' মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই এনআইডি নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে তাদের ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করছেন।

ভূমি মালিকগণ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের সাথে-সাথে তাৎক্ষণিক-ভাবে অনলাইনে কিউআর কোড-সমৃদ্ধ যে দাখিলা পাচ্ছেন তা ম্যানুয়াল পদ্ধতির দাখিলার সমমানের এবং সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। এছাড়া, এ সিস্টেমের ফলে একদিকে একজন জমির মালিক রেজিস্ট্রেশন না করেও তার এনআইডি দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারছেন কিংবা অটো-জেনারেটেড করের দাবীর পরিমাণের বিষয়ে আপত্তি তারা জানাতে পারছেন । এনআইডি নাম্বার দিয়ে একজন জমির মালিকের সকল তথ্য এই সিস্টেম থেকে জানা সম্ভব। অন্যদিকে, ভূমি অফিসের রেজিস্টারসমূহও ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে এবং ভূমি অফিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে আস্থার।

২.৩ ২০২১-২২ ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার :

১। **শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান:** কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতি সরূপ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ছয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন। ২২ মে ২০২৩ তারিখে সচিবালয়ে ভূমিমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁদের হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের সম্মাননা সনদটি তুলে দেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান এই সময় উপস্থিত ছিলেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর পরিচালক মো: আরিফ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মো. জাহিদ হোসেন পনির পিএএ, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মো: খলিলুর রহমান ভূঞাঁ, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক মো: মনজুর রহমান, অফিস সহায়ক মো: আব্দুর রহমান এবং অফিস সহায়ক মো: সাদ্দাম হোসেন নিজ নিজ ক্যাটাগরিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন।

ছবি ২.২৬: ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

২.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি/সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর:

১। **কলসেন্টার ৩৩৩ এবং ভূমিসেবা কলসেন্টার ১৬১২২এর মধ্যে আন্তঃসংযোগ:** ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আইসিটি বিভাগের আওতাভুক্ত এ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)-এর মধ্যে কলসেন্টার ৩৩৩ এবং ভূমিসেবা কলসেন্টার ১৬১২২এর মধ্যে আন্তঃসংযোগের উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ এবং এটুআই প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এই সময় ভূমি সচিব মুস্তাফিজুর রহমান পিএএস উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারক সাক্ষরের ফলে জাতীয় কলসেন্টার ৩৩৩ এবং ভূমিসেবা কলসেন্টার ১৬১২২এর মধ্যে আন্তঃসংযোগ হবে। এ আন্তঃসংযোগের ফলে ৩৩৩ কলসেন্টার থেকে প্রাপ্ত ভূমিসেবা সংক্রান্ত কলসমূহ ১৬১২২ হেল্পলাইনে রেফার করা হবে এবং ১৬১২২ হেল্পলাইনে রেফারকৃত কলের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন ৩৩৩ হেল্পলাইনের সাথে সমন্বয় করা হবে। এই দুটি সিস্টেমের মধ্যে উপাত্ত তথ্য বিশ্লেষণ বিনিময়ের হবার সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে ভূমি সেবা আরও দক্ষ হবে।

ছবি ২.২৭: আইসিটি বিভাগের আওতাভুক্ত এ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ছবি ২.২৮: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত 'যৌথ-মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর'-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামে জমি ক্রয়বিক্রয় এবং ভূমি উন্নয়ন কর ফাঁকি রোধে চুক্তি স্বাক্ষর: ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ভুয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামে জমি ক্রয়বিক্রয় এবং ভূমি উন্নয়ন কর ফাঁকি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত 'যৌথ-মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর' (আরজেএসসি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। আরজেএসসি নিবন্ধক শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এই সময় ভূমি সচিব মুস্তাফিজুর রহমান পিএএস উপস্থিত ছিলেন। এই সমঝোতা স্মারক সাক্ষরের ফলে ভূমিসেবা সিস্টেম এবং আরজেএসসি সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃসংযোগ এবং সমলয় স্থাপন হবে। কাগুজে কিংবা ভুয়া যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম দেখিয়ে নামে জমি ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে বেআইনি কাজ বন্ধ হবে এবং বিভিন্ন ভূমিসেবা যেমন ই-নামজারি কিংবা ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনায় আরজেএসসি এখতিয়ারভক্ত কোম্পানি কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রযোজ্য তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ হবে, ফলে ভুয়া ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে জমি ক্রয়বিক্রয় এবং ভূমি উন্নয়ন কর ফাঁকি রোধ করা সম্ভব হবে। ফলে সরকারের কোষাগারে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ অতিরিক্ত বিপুল পরিমাণ রাজস্ব জমা হবে!

২.৫ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আইন ও বিধি-বিধান খসড়া তৈরি কার্যক্রম:

ছবি ২.২৯: 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩' সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল সেবা প্রবর্তনের পাশাপাশি আইন ও বিধি-বিধান সংশোধন করে, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন আইনের খসড়া করে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপনে জোর দিচ্ছে।

১। আইন:

<u>প্রনীত নতুন আইন:</u>

- হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৩

হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৩: হাট ও বাজার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাসহ গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করতে ১৯৫৯ সালে প্রণীত অধ্যাদেশ রহিত করে বাংলায় এবং প্রযোজ্য সংশোধন করে জাতীয় সংসদে 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিল ২০২৩' আইন প্রনীত হয়েছে। হাট ও বাজারের সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল বা কোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করলে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদ- বা অনধিক পাঁচ লাখ টাকা অর্থদ- অথবা উভয় দন্ডের করার বিধান রেখে সংসদে বিলটি পাস হয়েছে। এই আইনে অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২ অনুচ্ছেদের বাইরে গিয়ে তিনি অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবেন। আর বিলের বিধান লঙ্ঘন করে কোনো ব্যক্তি হাট ও বাজারের সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখলে রাখলে বা খাস জমির ওপর কোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করলে অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

উল্লেখযোগ্য নতুন যে সব আইন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সে সব হচ্ছে -

- ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন
- ভূমি সংস্কার আইন
- ভূমি উন্নয়ন কর আইন
- হাট ও বাজার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা আইন
- ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইন
- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন
- ভূমি ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ আইন

২। বিধি-বিধান ও নীতিমালা:

- অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের আওতায় প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা
- অর্পিত সম্পত্তি তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

২.৬ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/পত্র/গণবিজ্ঞপ্তি:

১। পরিপত্র:

- আইবাস সিস্টেম ব্যবহার করে সরকারি আবাসন (Housing) প্রকল্পসহ অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিপূরক নির্দেশনা।
- সকল জরিপে প্রকাশিত মৌজা ভিত্তিক দাগ-সূচি এক্সেল শীটে অন্তর্ভুক্তিকরণের মূল্য নির্ধারণ প্রসংগে।
- অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় বিষয়ক নির্দেশাবলি

- অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে সিস্টেম প্রয়োগ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল নির্দেশনা
- স্মার্ট ভূমি রেকর্ড ও ম্যাপ সিস্টেমে নতুন সেবা সংযোজনসহ খতিয়ান ও ম্যাপ সেবাসমূহের ফি পুনঃনির্ধারণ
- অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে সংশয় নিরসন সংক্রান্ত।
- বিবিধ মামলা সংক্রান্ত
- ই-নামজারি সিস্টেমে নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করার বিষয়ে কতিপয় নির্দেশনা।
- ই-নামজারি সিস্টেমে ডিসিআর ফি অনলাইনে জমা প্রদান সংক্রান্ত
- ই-মিউটেশন প্রক্রিয়ায় প্রণীত খতিয়ান ও ডিসিআর এর নতুন ফরমেটে কিউআর কোড সংযুক্তকরণ
- ই-নামজারি সিস্টেমে নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করার বিষয়ে নির্দেশনা

১। প্রজ্ঞাপন:

- ১৪৩০ বঙ্গাব্দের জন্য জলমহালের ইজারা ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত বর্ষপঞ্জিকার (Calendar Year) মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে সিডিউল অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সংক্রান্ত
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০২১" এর ২। (ঙ) বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ঠ জেলা প্রশাসককে গাড়ীচালক পদের "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" হিসেবে ক্ষমতা অর্পণ

২.৭ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারি আয়

ভূমি মন্ত্রণালয় প্রতিবছর সাড়ে দুই হাজার কোটি টাকারও অধিক বিপুল পরিমাণ রেভিনিউ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি দাবীকৃত অর্থ আদায়ের অন্যতম মাধ্যমগুলো হচ্ছে

টেবিল ২.১: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব

		২০২১-২২	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
		৩	৪
১।	ভূমি উন্নয়ন কর		১০১৭৭৯১৩৪৩৪
২।	ষ্ট্যাম্প বিক্রয় থেকে		২১২০০০০০০০
৩।	প্রধান পাঁচ সায়রাত মহাল ইজারা বাবদ অর্থ	-	১৪৭০৯৪০৯৯৬৪
৪।	চা-বাগান ইজারা বাবদ অর্থ	-	-
৫।	‘ক’ তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তি ইজারা বাবদ অর্থ		৪৮,৯৪,২২,১৮৭
৬।	বিভিন্ন ভূমি ধরণের ফি		-
		-	২৭৪৯৬৭৪৫৫৮৫

চার্ট ২.১: ভূমি হতে প্রধান খাত-ভিত্তিক সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার (কোটি টাকা; শতাংশে)

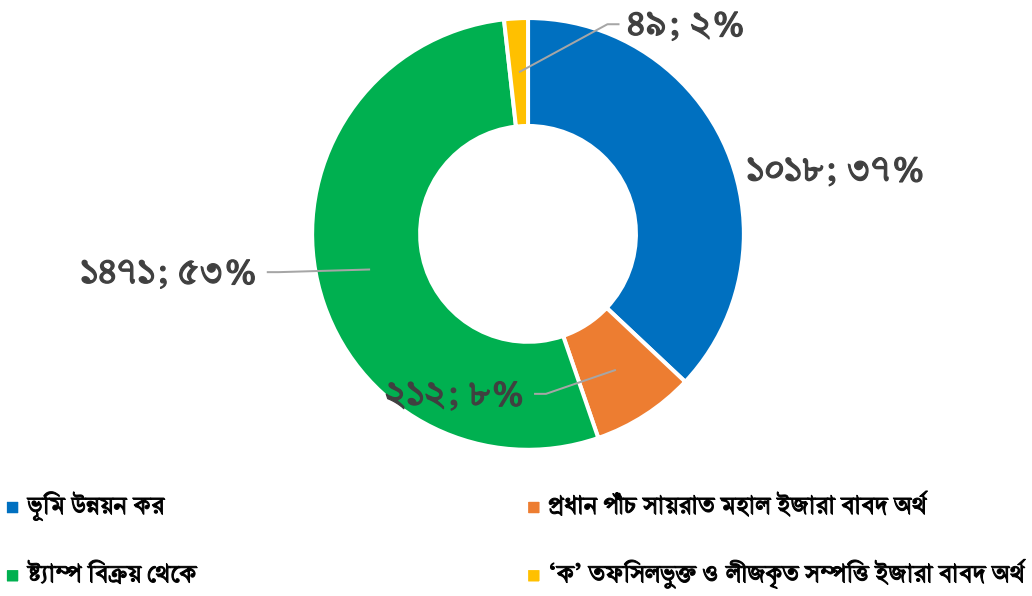

২.৮ মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম

ছবি ২.৩০: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ

১। বাংলাদেশ প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন এ দেশের নিত্যসঙ্গী। প্রতি বছরই আমাদেরকে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) জেলা সফরকালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন নিঃস্ব অসহায় পরিবারগুলোকে খাসজমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসন “পোড়াগাছায়” ৪ (চার) টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ১,৪৭০ টি অসহায় ঠিকানাবিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা নামক স্থানে একটি আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৬

ছবি ২.৩১: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন নিঃস্ব অসহায় পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাসজমিতে কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বসতভিটা উঁচুকরণ, গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তর, বৃক্ষরোপণ, পুনর্বাসিতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, উন্নত চুলা প্রদান, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের নিমিত্ত ‘মুজিববর্ষ’ ও ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষে ভূমি সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ডের অধীনে সকল মহানগর/উপজেলায় ১০০% ই-নামজারি সেবা চালু করা হয়েছে এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির সমন্বয়সাধন কার্যক্রম, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, ভূমি সংক্রান্ত মামলার অনলাইন শুনানি, ই-পর্চা, ভূমি সেবা সংক্রান্ত হট লাইন চালু, সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহকে একই স্থানে আনয়নের জন্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন উক্ত ভূমি ভবন কমপ্লেক্সের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় ম্যুরাল বা ভাস্কর্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

৩। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুঃস্থ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যানার্থে ভূমি আইনের সংস্কারপূর্বক যুগান্তকারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পুরাতন আইনের সংস্কার/সংশোধন, আইনের বঙ্গানুবাদ এবং নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতির পিতার আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

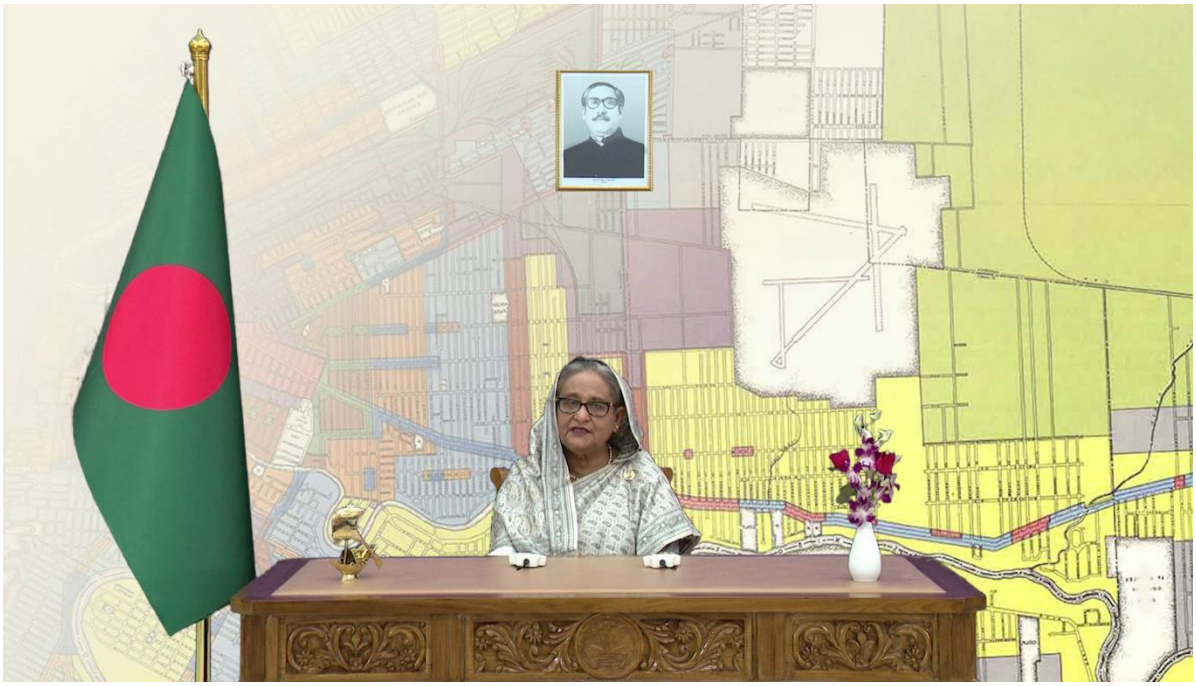

ছবি ২.৩২: ডিজিটাল ভূমিসেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা

ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২২কে সামনে রেখে মাননীয় শেখ হাসিনা ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে কিংবা land.gov.bd তে ব্রাউজ ডিজিটাল ভূমি সেবা ব্যবহার করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন।

২.১০ নাগরিক ভূমি সেবার উপাত্ত

টেবিল ২.২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্ন

		মোট কল	নিষ্পন্ন কল	মোট অনিষ্পন্ন
১	ঢাকা	৪০৮১৭৮	৩৬০৬৭৫	৪৭৫০৩
২	চট্টগ্রাম	২৪০১২৭	২২১৯৮১	১৮১৪৬
৩	খুলনা	১২২৩৫৯	১০৭৯১৬	১৪৪৪৩
৪	রাজশাহী	৪৮৭১০	৪৬২১৯	২৪৯১
৫	রংপুর	৫৪৪৮০	৪৬৭৫৬	৭৭২৪
৬	বরিশাল	১৬৮৭১৪	১৫৪৪৮০	১৪২৩৪
৭	সিলেট	১৪০৪৩	১২২২১	১৮২২
৮	ময়মনসিংহ	৯৪৪৬১	৮৬৮৭৮	৭৫৮৩
	সর্বমোট	**১১৫১০৭৩**	**১০৩৭১২৬**	**১১৩৯৪৭**

চার্ট ২.২ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্নের হার (হাজারে)

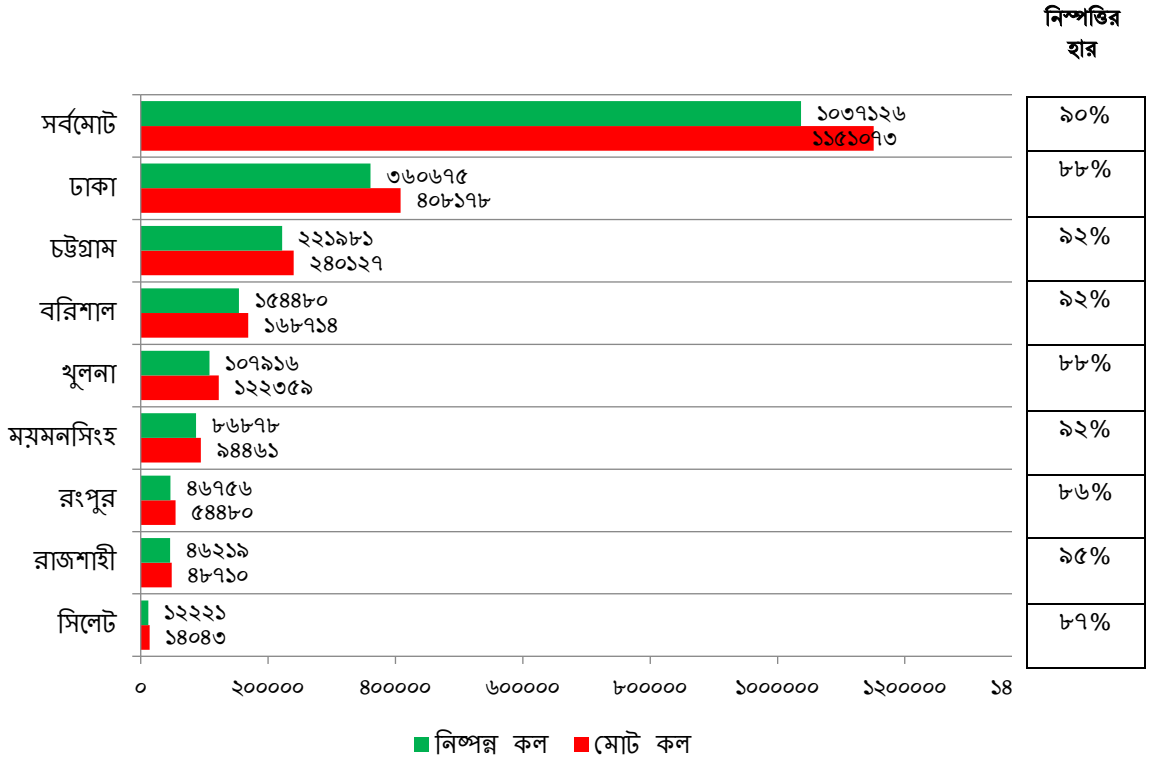

নোট: বিভাগ-ভিত্তিক প্রতি শতাংশে নিষ্পত্তির হারের উপর

টেবিল ২.৩: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নাগরিক সেবা কেন্দ্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেবা (সংখ্যা)

নাগরিক সেবা কেন্দ্র	মেসেজের ও কমেন্টের জবাব
৫,৮৪৩ টি	২৬,৬২৮ টি

টেবিল ২.৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিবন্ধন ও হোল্ডিং সামারি রিপোর্ট

	ডিভিশন	নিবন্ধনকৃত মোট খতিয়ান	খতিয়ান থেকে এন্ট্রিকৃত হোল্ডিং	অপেক্ষমান নিবন্ধনকৃত হোল্ডিং	নিবন্ধিত বাতিল খতিয়ান
১	ঢাকা	১,০৫৫,৭৫৮	১৬২,৯৩২	৪০,৯২৪	১৩৩,০৭৫
২	চট্টগ্রাম	৪২৪,২২১	৭৫,৮৩৬	৬৮,৩৭৫	৬৭,০৯৯
৩	খুলনা	৪৮৫,৩৫২	১১১,৮৬৭	৫১,১৭৮	৯৭,১৪৬
৪	রাজশাহী	৩৪৩,৭৭০	৬১,৬২৪	২৪,৭৬১	৫২,২১৬
৫	রংপূর	২০২,৭৭২	৪১,১০৬	২৭,৮০৪	৪৭,২২২
৬	বরিশাল	৯৭,৩৭৪	২১,৭৮১	১২,১৭৪	১৬,৫০১
৭	সিলেট	১০৮,৪০৫	১৪,৫৬৫	১০,৩৪৭	২৬,৬৮৭
৮	ময়মনসিংহ	১৪৬,১৮৩	২০,১৬৪	৯,০৩০	২৯,৮৩৬
	সর্বমোট	**২,৮৬৩,৮৩৫**	**৫০৯,৮৭৫**	**২৪৪,৫৯৩**	**৪৬৯,৭৮২**

টেবিল ২.৫: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দাখিলা

	ডিভিশন	অফলাইন দাখিলা	অনলাইন দাখিলা	মোট দাখিলা
১	ঢাকা	৩০৪৬৫৫	১৬৪৯০৭৯	১৯৫৩৭৩৪
২	চট্টগ্রাম	৪৫৪৭৬৫	৬০৩২৪৭	১০৫৮০১২
৩	খুলনা	৫০১৮৯০	৫৯৪৫৫৫	১০৯৬৪৪৫
৪	রাজশাহী	৮২৩১৫৯	৪৩৫০৩০	১২৫৮১৮৯
৫	রংপূর	৪৯১৯৯৯	২৭৬৩১৮	৭৬৮৩১৭
৬	বরিশাল	১০৯২৩৩	১১৩৩৫৪	২২২৫৮৭
৭	সিলেট	৩৬১৩১	১৯২১৬৫	২২৮২৯৬
৮	ময়মনসিংহ	৭৫০৯৪	৩৩২৭১৯	৪০৭৮১৩
	সর্বমোট	**২৭৯৬৯২৬**	**৪১৯৬৪৬৭**	**৬৯৯৩৩৯৩**

টেবিল ২.৬: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব

	ডিভিশন	মোট আবেদন	নিষ্পন্ন	পেন্ডিং
১	ঢাকা	১,০২৬,৬০০	১,১৫৯,২২৩	
২	চট্টগ্রাম	৭০৩,৫৫৬	৮৩৯,১৭৭	
৩	খুলনা	৫৩০,৪০১	৫৪৭,৮০৩	
৪	রাজশাহী	৫০৪,৩৪৩	৫৩২,২৪২	
৫	রংপুর	২৯৪,৭৬৪	২৯০,৩৭৪	
৬	বরিশাল	১৮৩,২৬৪	১৯৭,৭৫৯	
৭	সিলেট	১৮১,৭৮১	১৮৭,৫৩১	
৮	ময়মনসিংহ	২৬০,৪০৭	২৭১,১৬৪	
	মোট	৩,৬৮৫,১১৬	৪,০২৫,২৭৩	

চার্ট ২.৩ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (লক্ষ)

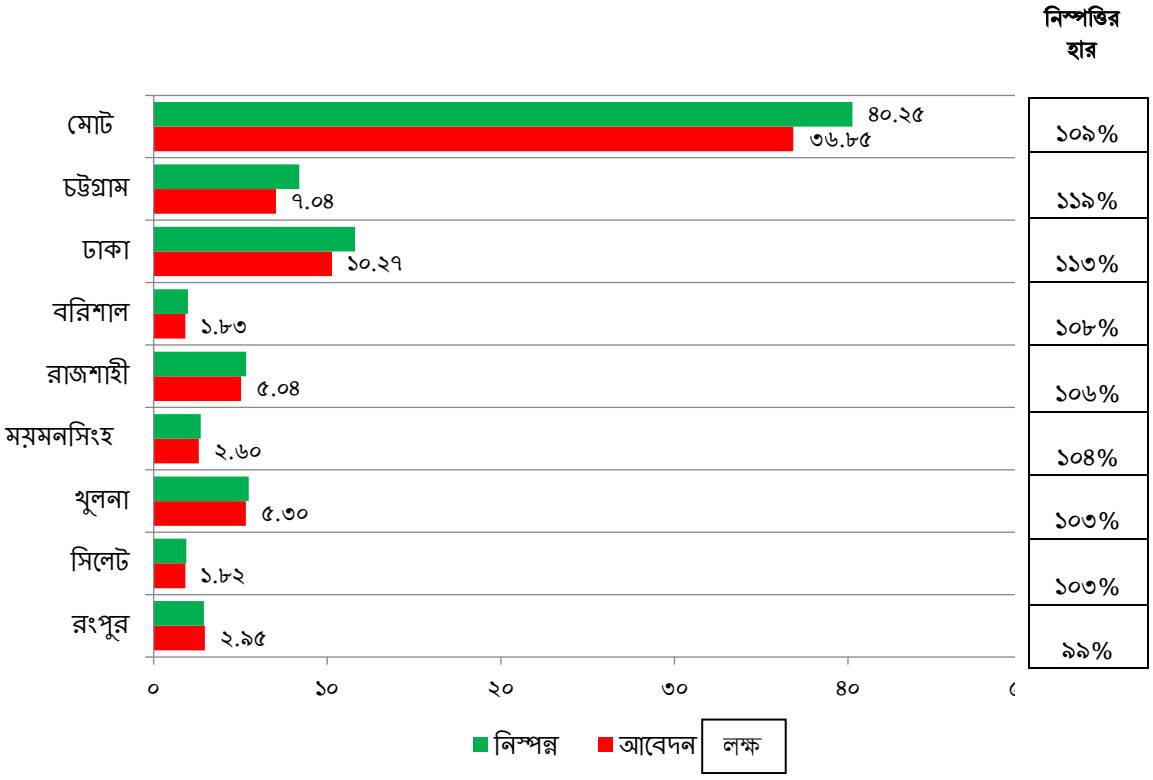

নোট: বিভাগ-ভিত্তিক প্রতি শতাংশে নিষ্পত্তির হারের উপর

টেবিল ২.৭: বিগত পাঁচ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের অর্থবছর ওয়ারী হিসাব

	ডিভিশন	মোট আবেদন	নিষ্পন্ন
১	২০১৮-১৯	১৭৮৪১৪	১৫৯৭৭৬
২	২০১৯-২০	১৭৩৭১৪৮	১৬১১৯৭৬
৩	২০২০-২১	২২০৫৫৬৪	১৯০০৯৯৩
৪	২০২১-২২	২৬৬৫৮৭৬	২৬০২১৪৬
৫	২০২২-২৩	৩,৬৮৫,১১৬	৪,০২৫,২৭৩

চার্ট ২.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (লক্ষ)

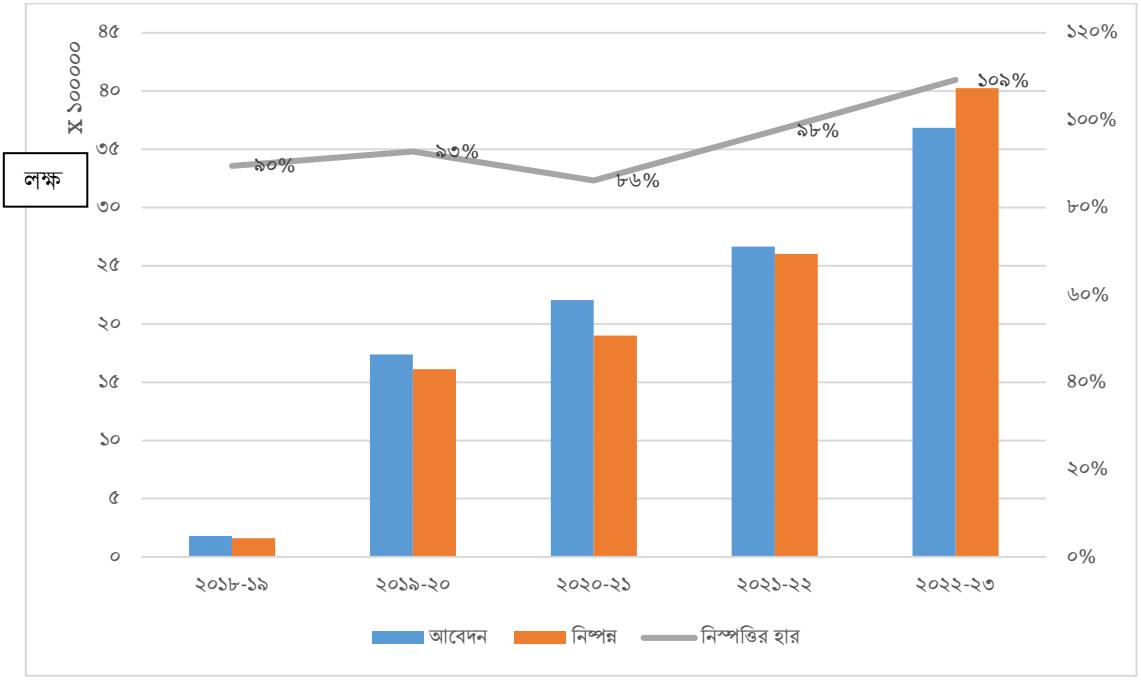

লক্ষ

নোট: ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের অর্থবছর ওয়ারী হিসাব

টেবিল ২.৮: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের বিভাগভিত্তিক হিসাব

ক্র: নং	বিভাগ	অফলাইন আদায়	অনলাইন আদায়	মোট আদায়
১	ঢাকা	৩৪৬,৩৯৭,০৯১	২,২০০,৮৬৩,৮৩২	২,৫৪৭,২৬০,৯২৩
২	চট্টগ্রাম	৫৩৩,৮৩১,৫১৬	৬৬৬,২৬৬,৩৩৮	১,২০০,০৯৭,৮৫৪
৩	খুলনা	৩৮৫,৪৫১,০১৯	৪৬০,৩১১,৮৬১	৮৪৫,৭৬২,৮৮০
৪	রাজশাহী	৪২৫,০৩৯,৮৭২	২২৪,৮০৩,২০১	৬৪৯,৮৪৩,০৭৩
৫	রংপূর	৩৪১,৩৩৩,১০২	২০৪,৭৫২,০০৯	৫৪৬,০৮৫,১১১
৬	বরিশাল	৫৩,৪৮০,৪২৫	৭৮,৫৩৪,৮৪৮	১৩২,০১৫,২৭৩
৭	সিলেট	৬২,৮৪০,৫৮৩	৩৭৭,৪৬৫,৬৭২	৪৪০,৩০৬,২৫৫
৮	ময়মনসিংহ	৪৩,১৯৮,৯৫৬	২৪২,১৫৯,৫০৬	২৮৫,৩৫৮,৪৬২
		২,১৯১,৫৭২,৫৬৪	৪,৪৫৫,১৫৭,২৬৭	৬,৬৪৬,৭২৯,৮৩১

চার্ট ২.৫ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের বিভাগভিত্তিক হিসাব (শতকোটি টাকায়)

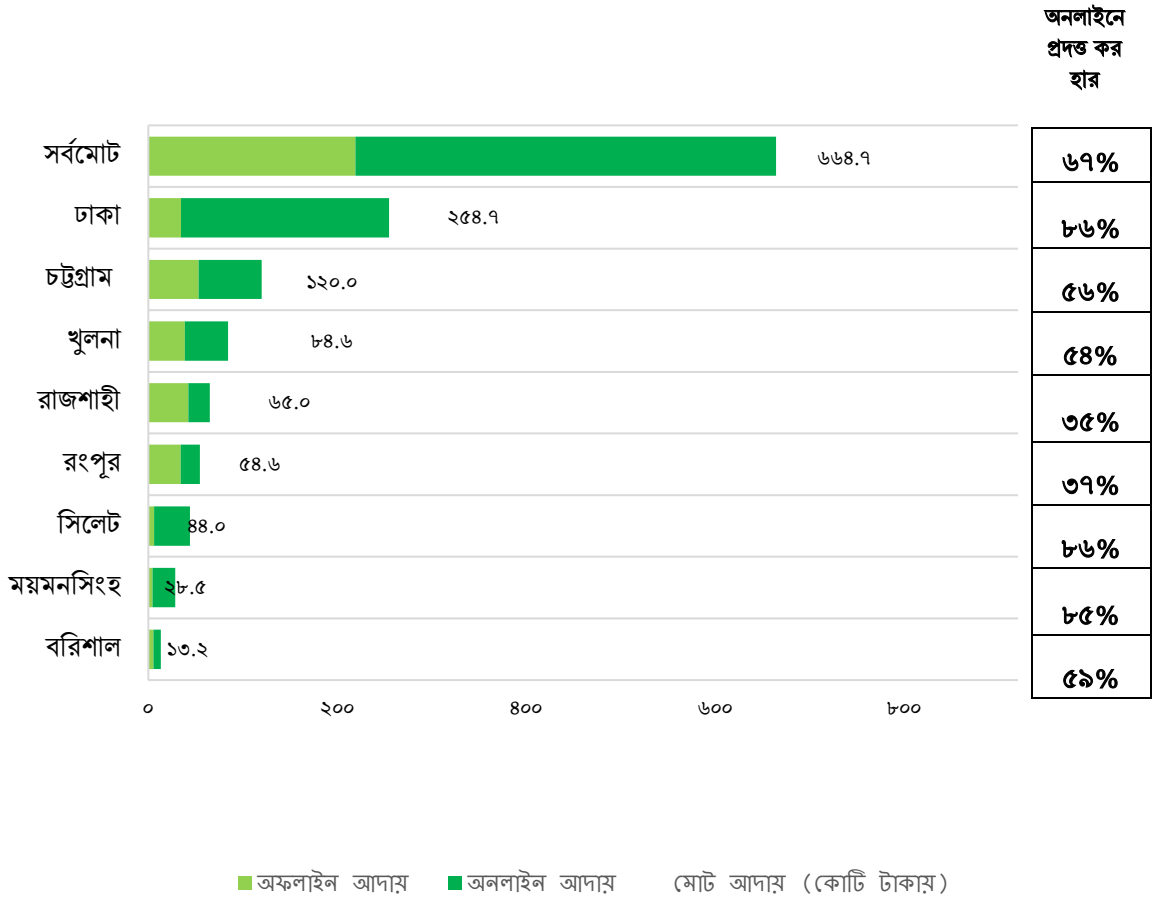

নোট: কেবল অনলাইনে হোল্ডিংকৃত ভূমির করের বিভাগ-ভিত্তিক প্রতি শতাংশে নিষ্পত্তির হারের উপর। ২০২৩ সাল থেকে শতভাগ অনলাইনে হোল্ডিং আপডেট হবে বলে আশা করা যাচ্ছে

টেবিল ২.৯: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঘরে বসে খতিয়ান সরবরাহের আবেদন ও সরবরাহের সংখ্যা

সর্বমোট খতিয়ান কাউন্টার আবেদন	সর্বমোট খতিয়ান কাউন্টার ডেলিভারি	পোস্টাল এর মাধ্যমে আবেদন সংখ্যা	পোস্টাল এর মাধ্যমে সরবারহ সংখ্যা	অনলাইনে এর মাধ্যমে আবেদন সংখ্যা
২২৫২৪২২	১৯০৭৫০৩	৩৬২৫৩৪	২৩১০৬৬	২২৩৬৩৮

*প্রায় ১১ শতাংশ খতিয়ান ডাকযোগে সরবরাহ করা হয়েছে

টেবিল ২.১০: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঘরে বসে ম্যাপ সরবরাহের আবেদন ও সরবরাহের সংখ্যা

পোস্টাল এর মাধ্যমে আবেদন সংখ্যা	পোস্টাল এর মাধ্যমে সরবারহ সংখ্যা
৩৭৩৮	৩৭০৭

*প্রায় ৯৯ শতাংশ ম্যাপ ডাকযোগে সরবরাহ করা হয়েছে

২.১১ স্মার্ট ভূমিসেবা স্থাপনে কতিপয় সুপারিশমালার সংক্ষিপ্তসার:

(১) সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

- খাস ও সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
- সকল ধরণের সায়রাত মহলের কার্যকর উৎপাদনমুখী ব্যবস্থাপনা।
- প্রতিপাল্য আদালতের এখতিয়ারাধীন সম্পদের যৌক্তিক ব্যবস্থাপনা।
- অর্পিত, বিনিময় এবং পরিত্যক্ত সম্পদের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি।

(২) আইন: আইন প্রণয়নের জন্য কার্যকর খসড়া প্রস্তুতের কাজ করা।

(৩) পরিচালন:

- ভূমি ব্যবস্থাপনা বোর্ড বাস্তবায়ন করে মাঠ প্রশাসনের সাথে কার্যকর সমন্বয়।
- ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উপর সবার নিবির প্রশিক্ষণ।
- দুর্নীতি রোধে কঠোর ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা।
- ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের কার্যকর ব্যবস্থাপনা।
- স্মার্ট বাংলাদেশ স্থাপনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল গণকর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা

২.১২ স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনার সরূপ:

- •কোন খতিয়ানের দাগ শেয়ার হবে না এবং মালিকভিত্তিক খতিয়ান হবে। ফলে ভূমি নিয়ে মামলা-মোকাদ্দমা ও সীমানা বিরোধ কমে যাবে।
- •নাগরিকগণকে খুব প্রয়োজন ছাড়া ভূমি অফিসে যেতে হবে না।
- •এনআইডি দিয়েই পাওয়া যাবে জমির সকল তথ্য।
- •যে-সব জায়গায় একবার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হবে, সেখানে ভবিষ্যতে আর জরিপ করার প্রয়োজন পড়বে না।

ইনফোগ্রাফ ২.১: ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা

ছবি ২.৩৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এর শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী

ছবি ২.৩৪: জাতীয় ভূমি সম্মেলন ও ৭টি উদ্যোগ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভূমিমন্ত্রী

২.১৩ ভূমি মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিবের যোগদান:

২.৩৫ নতুন ভূমি সচিবের যোগদান

ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমানকে স্বাগত জানান এবং দ্বায়িত্বভার হস্তান্তর করেন (এপ্রিল ০২, ২০২৩)

ছবি ২.৩৬: ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের বিদায় এবং বরণ অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ (বর্তমানে জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব)-এর ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বদলিজনিত আনুষ্ঠানিক বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। একই অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী বর্তমান ভূমি সচিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেন। (এপ্রিল ১৮, ২০২৩)

ছবি ২.৩৭: ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ বিদায় জানাচ্ছেন ভূমিমন্ত্রী (এপ্রিল ১৮, ২০২৩)

ছবি ২.৩৮: নতুন ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমানকে বরণ করছেন ভূমিমন্ত্রী (এপ্রিল ১৮, ২০২৩)

ছবি ২.৩৯: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান লক্ষ্মীপুরের চর পোড়াগাছায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

ছবি ২.৪০: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

ছবি ২.৪১: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিব গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

ছবি ২.৪২: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের মতবিনিময়

ছবি ২.৪৩: নবনিয়োগপ্রাপ্ত ভূমি সচিবের মতবিনিময়

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ

৩.১ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীন রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার" মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথা:

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুন নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়"। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় "ভূমি মন্ত্রণালয়" যা এখনো বলবৎ আছে।

৩.২ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

৩.২.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

৩.২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

(১) স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।
(২) বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।

কৃষি জমি সুরক্ষা,পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
(৩) অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং ভূমি বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

৩.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা;
২. দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা;
৩. ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন;
৪. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

৩.৩.৩ কার্যাবলি

১. ভূমিস্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ;
২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
৩. সায়রাত মহাল, খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
৪. সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা;
৫. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ;
৬. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল;
৭. আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ;
৮. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

ছবি ৩.১: 'ভূমি ভবন

২২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২২'-এ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জেলা প্রশাসকদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন

ছবি ৩.২: উপজেলা ভূমি অফিস

ছবি ৩.৩: উপজেলা ভূমি অফিস (উপকূল)

ছবি ৩.৪: ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ছবি ৩.৫: ইউনিয়ন ভূমি অফিস (উপকূল)

ছবি ৩.৬: ভূমি ভবনে অবস্থিত নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র

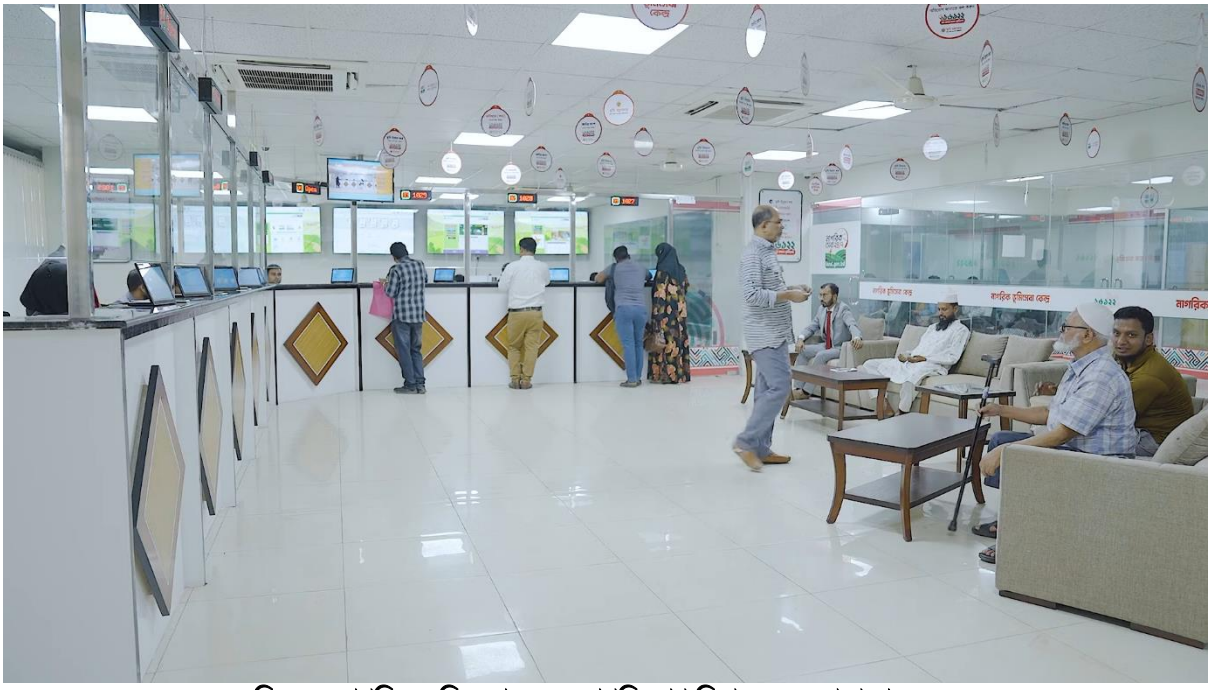

ছবি ৩.৭: নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্রে নাগরিকগণ বিনামূল্যে সেবা গ্রহণ করছেন

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

(১) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ।
(২) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
(৩) খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।
(৪) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ।
(৫) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
(৬) সায়রাত মহাল (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা।
(৭) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(৮) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন।
(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অর্গানোগ্রাম

মন্ত্রী
- একান্ত সচিব-১
- সহকারী একান্ত সচিব-১
- জনসংযোগ কর্মকর্তা-১
- ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২
- এম,এল,এস,এস-২
- কম্পিউটার-৪টি
- ফটোকপিয়ার-১টি
- ফ্যাক্স-১টি
- রেফ্রিজারেটর-১টি

প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী
- একান্ত সচিব-১
- সহকারী একান্ত সচিব-১
- ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-২
- এম,এল,এস,এস-২
- কম্পিউটার-৩টি
- ফটোকপিয়ার-১টি
- ফ্যাক্স-১টি
- রেফ্রিজারেটর-১টি

সচিব
- একান্ত সচিব-১
- ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১
- অফিস সহঃকাম-মুদ্রাক্ষরিক-১
- এম,এল,এস,এস-২
- কম্পিউটার-৩টি
- ফটোকপিয়ার-১টি
- ফ্যাক্স-১টি
- রেফ্রিজারেটর-১টি

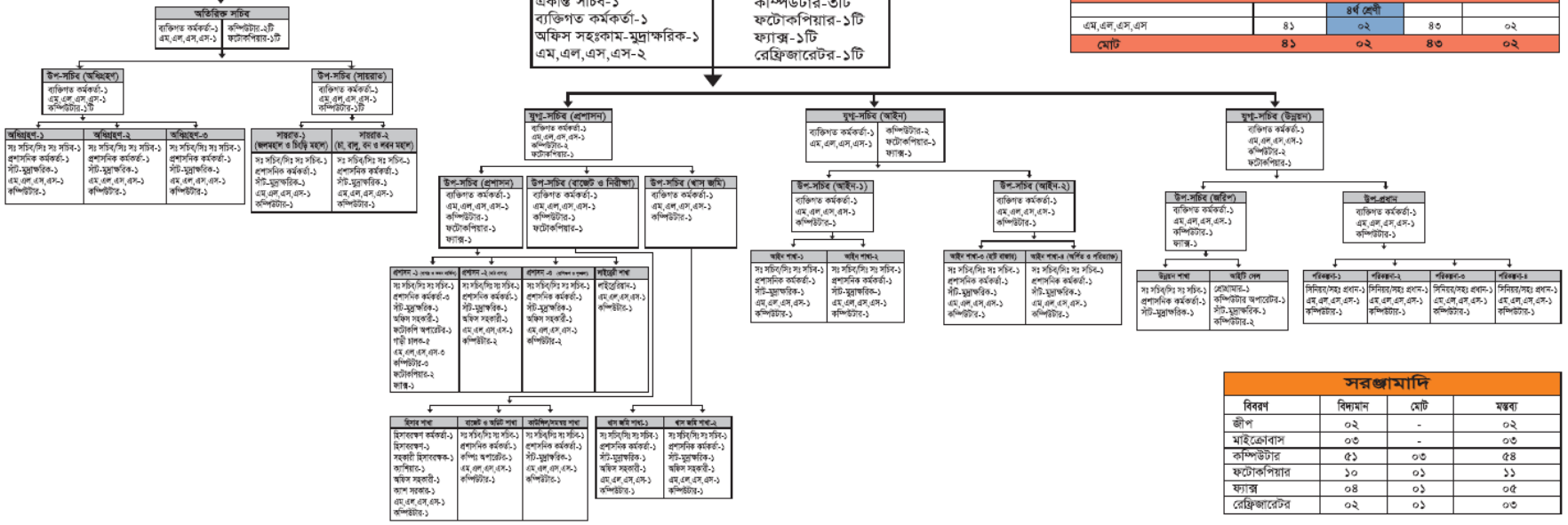

জনবল সংখ্যা

পদের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট	অতিরিক্ত জনবল
মন্ত্রী	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	**০৪**	-	**০৪**	-
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
মোট	-	**০৩**	**০৩**	**০৩**
		১ম শ্রেণী		
সচিব	০১	-	০১	-
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	-	০১	-
যুগ্ম-সচিব	০৩	-	০৩	-
উপ-সচিব	০৮	-	০৮	-
উপ-প্রধান	০১	-	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	-	১৭	-
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৪	-	০৪	-
প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
লাইব্রেরীয়ান	০১	-	০১	-
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	**৩৯**	-	**৩৯**	-
		২য় শ্রেণী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২	১৬	০২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৬	০২	১৬	-
অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৭	৩য় শ্রেণী	০৭	-
সাট মুদ্রাক্ষরিক	১৭	-	১৭	-
হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
সহকারী হিসাবরক্ষক	০১	-	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০২	-	০২	-
ক্যাশ সরকার	০১	-	০১	-
গাড়ী চালক	০৩	-	০৩	-
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১	-	০১	-
বার্তা বাহক	-	-	-	-
মোট	**৬৬**	**০২**	**৩৯**	**০২**
		৪র্থ শ্রেণী		
এম,এল,এস,এস	৪১	০২	৪৩	০২
মোট	**৪১**	**০২**	**৪৩**	**০২**

সরঞ্জামাদি

বিবরণ	বিদ্যমান	মোট	মন্তব্য
জীপ	০২	-	০২
মাইক্রোবাস	০৩	-	০৩
কম্পিউটার	৫১	০৩	৫৪
ফটোকপিয়ার	১০	০১	১১
ফ্যাক্স	০৪	০১	০৫
রেফ্রিজারেটর	০২	০১	০৩

৩.৪ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী:

৩.৪.১ প্রশাসন-

(ক) প্রশাসন-১

- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এবং পদায়নকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি, ছুটি, বেতন ভাতাদি, এসিআর সংরক্ষণ;
- সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সেবামূলক কার্যাবলী;
- চিঠিপত্র ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অফিস ষ্টেশনারী, প্রটোকল এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তাদের পদায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের স্টোর ও রেকর্ড-রুম ব্যবস্থাপনা।

(খ) প্রশাসন-২ (মাঠ প্রশাসন)

- মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট সাইডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ প্রশাসনে সকল দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো / নিয়োগবিধি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস, দেবোত্তর সম্পত্তি, ওয়াকফ ও ট্রাস্টি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;
- মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(গ) প্রশাসন-৩ (প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও ভূমি সংস্কার বোর্ড):

- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার) ও ২য় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৩.৪.২ খাসজমি

(ক) খাসজমি-১

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতি/আইন সংক্রান্ত কাজ;
- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- পি ও ৯৮ এবং পি ও ১৩৫/৭৩ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- পাহাড়ি খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

- আন্তঃমন্ত্রণালয় খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- চা বাগানের জমি বন্দোবস্ত ও চা বাগান সংক্রান্ত নীতিমালা;
- অকৃষি খাসজমি ও চা বাগান বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) খাসজমি-২

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন ও সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূসম্পত্তি জবর দখল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাসজমি বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;
- লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩.৪.৩ সায়রাত-

(ক) সায়রাত-১

- জলমহাল নীতি ও এর আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
- জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক;

(খ) সায়রাত-২

- লবণমহাল/পাথরমহাল ও বোটমহাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- লবণ চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- হাটবাজার ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- চিংড়ী মহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- বালুমহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি ও নীতিমালা সংশোধন।

৩.৪.৪ আইন-

(ক) আইন-১

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ)।

(খ) আইন-২

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;

- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন।

(গ) আইন-৩

- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি ব্যবহার নীতি / আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য ফরম সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি আপীল বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইন/বিধি/নীতির প্রণয়নের বিষয়ে মতামত।

(ঘ) আইন-৪

- অর্পিত সম্পত্তি/পরিত্যক্ত সম্পত্তি/ বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- অর্পিত সম্পত্তির বাজেট থেকে অর্থ ছাড়করণ ও অর্থব্যয়;
- অর্পিত সম্পত্তি সেল এবং যাবতীয় কার্যাবলী;
- ভি, পি কৌসুলী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন।

৩.৪.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা

(ক) বাজেট ও অডিট শাখা

- ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সমূহের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত;
- গৃহ নির্মাণ/ মটর সাইকেল / মটর কার / কম্পিউটার অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রণালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত;
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ-করণ;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি।

(খ) কাউন্সিল ও সমন্বয় শাখা

- জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসারের যাবতীয় দায়িত্ব;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, বিভাগীয় কমিশনারদের সমন্বয় সভা;

(গ) হিসাব শাখা

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সকল প্রকার বিল প্রস্তুতকরণ;
- ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডিডিও, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, সার্ভিস বুক হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিজিএ অফিসের সাথে হিসাব মিল করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৩.৪.৬ জরিপ

(ক) জরিপ - ১

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি;
- জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলী;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(খ) জরিপ - ২

- জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী (জরিপ কর্মসূচি অনুমোদন, পূর্বের জরিপের সাথে বর্তমান জরিপের তুলনা, জরিপ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ চলমান জরিপের মনিটরিং ইত্যাদি;
- আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।

৩.৪.৭ অধিগ্রহণ-

(ক) অধিগ্রহণ-১

- ভূমি হুকুম দখল/বাড়ি রিকুইজিশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং রংপুর বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) অধিগ্রহণ-২

- ভূমি হুকুম দখল/ বাড়ি রিকুইজিশন (চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।
-

৩.৪.৮ উন্নয়ন

পরিকল্পনা - ১ ও ২

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি-জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ-প্রকল্প (১ম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian Project);
- গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প;
- চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প (সিডিএসপি)-৪;
- ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প;

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
- উপজেলা পর্যায়ে পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প;
- ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- বাজেট প্রণয়ন ও আইবাস ডাটা এন্ট্রি;
- এডিপি, আরএডিপি প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা (এডিপি) সভা;
- সংসদের প্রশ্নোত্তর;
- জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের তথ্য প্রদান;
- এসডিজি (Sustainable Developments Goals);
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- ভূমিহীন ও গৃহহীন লোকদের তথ্যাদি ও বিবিধ বিষয়াদি;
- বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যাদি প্রেরণ;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণ;
- জাইকা-এর অধীন যাবতীয় প্রকল্পের কাজ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত বিষয়াদির উপর মতামত প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

পরিকল্পনা - ৩ ও ৪

- সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প;
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব);
- Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System(CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প;
- মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প;
- ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প;
- বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;
- মাস্টার প্ল্যান;
- ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (খসড়া);
- ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন;
- Ease of Doing Business;
- ডিজিটাল মেলা;

- উন্নয়ন মেলা;
- ই-মিউটেশন সফটওয়্যার;
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

৩.৪.৯ ডিজিটাইজেশন, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও পারফরমেন্স (ডিকেএমপি)

- মাঠ প্রশাসন শাখার আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওয়াভুক্ত ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের সমন্বয়।
- আইটি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম
- লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা ও সকল ধরণের প্রকাশনা
- ভূমিসেবা গবেষণা ও উদ্ভাবন

৩.৪.১০ অন্যান্য

১। এপিএ

- উন্নয়ন শাখার আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম।

২। জনসংযোগ

- মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরের আওতায় মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

ছবি ৩.৮: ২০২২-২৩ এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী

৩.৫ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

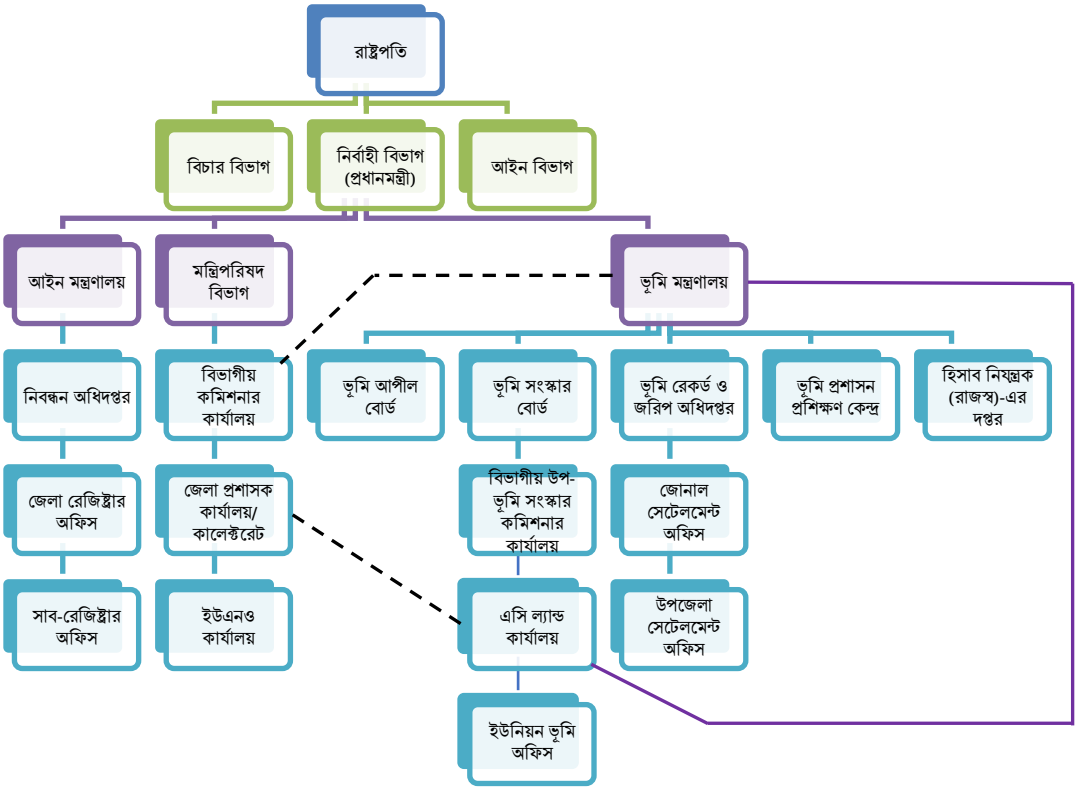

চার্ট ৩.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

- নিবন্ধন অধিদপ্তর সম্পূর্ণভাবে আইন ও বিচার বিভাগ, 'আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়'-এর আওতায় কাজ করে।
- বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর হিসেবে)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। প্রশাসনিক ভাবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভুক্ত এবং ভূমি বিষয়ক ব্যাপারে তাঁরা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।
- জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ হলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) এবং রেকর্ড রুম কর্মকর্তা।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সরাসরি ভূমি বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত নন। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কর্মকান্ড তিনি তদারকি করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- ল্যান্ড কমিশন - ৩টি পার্বত্য জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ও সহ অবস্থানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির ৪ ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়। ল্যান্ড কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমাজমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, সার্কেল চিফ, একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। এই কমিশনকে

যাবতীয় সহায়তা দেয়া ভূমি মন্ত্রণালয় দায়িত্ব। ২০০১ সালে ল্যান্ড কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটগুলো কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয় (চার্টে দেখানো হয়নি)।
- 'বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর', প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল, জিওডেটিক্যাল কন্ট্রোল সার্ভে ও টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে পরিচালনা করে থাকে এবং ম্যাপ প্রস্তুত করে থাকে (চার্টে দেখানো হয়নি)। উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর মূলত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে পরিচালনা করে।
-

ছবি ৩.৯: জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৩-এ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার নিয়মিত কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী অধিশাখা ও শাখার কর্মকান্ড পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা দায়িত্ব ও কার্যাবলী সার্বিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত আরও কিছু কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ প্রশাসন

ছবি ৪.১: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (মাসিক) সভা

২৪ আগস্ট, ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (মাসিক) সভায় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী পর্যায়ক্রমে ম্যানুয়াল দাখিলা প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং জমির খতিয়ানের সাথে পার্সেল ম্যাপ সংযুক্ত করার পরিকল্পনা

৪.১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

টেবিল ৪.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত	শূন্যপদ
১	২	৩	৪	৫	
ভূমি মন্ত্রণালয় (অভ্যন্তরীণ)	১৬১	৯৮	৬৩	-	
ভূমি মন্ত্রণালয় (মাঠ প্রশাসন)	১০৭৪৮	**৫৯১৩**	**৪৮৩৮**		৪৮৩৮ টি পদ ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন কর্তৃক পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য।
মোট	**১৯,৬১৯**	**৯,৭১০**	**৯,৯০৯**	**২৫**	**-**

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতভুক্ত দপ্তর সংস্থায় মোট অনুমোদিত পদ প্রায় ১৯ হাজার ৬০০, পূরণকৃত পদ ৯ হাজার ৭০০ এবং শূন্য পদ প্রায় ৯ হাজার ৯০০ ।

৪.১.২ শূন্যপদের বিন্যাস সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

টেবিল ৪.২: শূন্যপদের বিন্যাস

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্বপদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫			
ভূমি মন্ত্রণালয় (অভ্যন্তরীণ)	-	-	২০৬	৩৬৩	৩,৩১২	৫৫৬	৪,৪৩৭

৪.১.৩ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ:

টেবিল ৪.৩: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	শূন্যপদ
	১	২
	ভূমি মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসন	কানুনগো পদে এবং চেইনম্যান পদে সরাসরি নিয়োগে আদালতে একাধিক মামলা চলমান রয়েছে বিধায় এসব পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান সম্ভব হচ্ছে না।

ছবি ৪.২: মাঠ পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালা

২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিপিএএ ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে 'ভূমি সেবা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকায়নে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা' বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৪.১.৪ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা

টেবিল ৪.৪: ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/কর্মশালার মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩
ভূমি মন্ত্রণালয় (প্রশিক্ষণ শাখা) - অভ্যন্তরীণ	৭ টি	১৮৪ জন
ভূমি মন্ত্রণালয় (ডিকেএমপি) - অভ্যন্তরীণ	৬৫টি	১,৪৭২ জন
ভূমি মন্ত্রণালয় (ডিকেএমপি) - মাঠ পর্যায়	৩০টি	১,৭৯২ জন

৪.১.৫ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২২-২৩) মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			জুন:- ২০২৩ অন্তে অনিষ্পত্তিকৃত/চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	
১	২	৩	৪	৫	৬
ভূমি মন্ত্রণালয়	৮৩ টি	০৩ টি	১৯ টি	২২ টি	৩৯ টি

৪.২ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা)

ছবি ৪.৩: বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা সভাপতিত্ব করছেন ভূমি সচিব

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিয়োগ বিধিমালাসমূহ বাতিল হওয়ায় পরবর্তীতে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২১ নামে দুটি নিয়োগ বিধিমালার গত ১৭/০৮/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত নিয়োগ বিধির আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০২৩ তারিখের ২৭৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ৪০তম বিসিএস হতে ১১৬৪ জন ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ পাওয়া গেছে। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া এ অধিশাখার ১২/১০/২০২৩ তারিখের ৪৭৯ নম্বর স্মারকে ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা এর ১১০টি শূন্য পদে ৪১তম বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নিয়োগের নিমিত্ত অধিযানপত্র বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল কাগজপত্রসহ অধিযানপত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

০২। নিয়োগবিধি প্রণয়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের শূন্য পদ পূরণ করে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জনগণের হয়রানি লাঘব হয়েছে।

০৩। এছাড়াও প্রণীত নিয়োগ বিধির আলোকে জেলা প্রশাসকগণের অধিযাচনের ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

০৪। তাছাড়া The Land Reforms Ordinance, 1984 (Ordinance No.X of 1984)কে ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩ নামে আইনে পরিণত করা হয়েছে।

০৫। গত ২০/০৯/২০২৩ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.২৫.০৩২.২০.৩৬৬ নম্বর স্মারকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের ৯ম-২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পূববর্তী সকল আদেশ বাতিলপূর্বক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের আদেশ জারি করা হয়েছে। তাছাড়া গত ০১/১০/২০২৩ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.৪৫১ নম্বর স্মারকে কানুনগোদের প্রধান প্রধান দায়িত্ব নির্ধারণ করে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসনের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিভাগীয় কমিশনাগণের কাজের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৩ খাসজমি

ছবি ৪.৪ হাট ও বাজারের পেরিফেরি বহির্ভূত খাসজমিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ক আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা

৭ জুন, ২০২২ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'হাট ও বাজারের পেরিফেরি বহির্ভূত সরকারি খাসজমিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ' নির্দেশাবলী/নীতিমালা প্রস্তুত বিষয়ক এক আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৩.১ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশ কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু'প্রকারের খাসজমি আছে। কৃষি খাসজমি এবং অকৃষি খাসজমি। সারাদেশে মোট কৃষি

খাসজমির পরিমাণ ১৭,৫৫,৪১৪.১৬ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমাণ ৫,২৮,২৮৮.৭৩ একর। সারাদেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ২২,২৩,৬৭২.৪৯ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ১,১২,৫৬৩.৯৯ একর।

টেবিল ৪.৬: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য

বিভাগের নাম	মোট খাসজমি (একরে)			বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি (একরে)		
	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঢাকা	১৫১২৫৪.৪৩	২৯১৬১০.৯৩	৪৪২৮৬৫.৩৬	৬৮৯৬৪.৯৬	১২৮৭১.৭২	৮১৮৩৬.৬৮
চট্টগ্রাম	৮১৯৬২০.৭০	১২৭২৭০৫.৮৪	২০৯২৩২৬.৫৪	১৬১৩৩৯.৫৯	৭৬৫৭২.৯৩	২৩৭৯১২.৫২
রাজশাহী	১২২০৬৯.৬৮	১৬২২৪৩.৬৬	২৮৪৩১৩.৩৪	৪৩৩৯৯.৭৫	৩১২৬.১৪	৪৬৫২৫.৮৯
খুলনা	৯৪৫০১.৩৬	১৩২৭৫৭.০৯	২২৭২৫৮.৪৫	৪৬০৯.৪৪	৮৬৬.৯৯	৫৪৭৬.৪৩
ময়মনসিংহ	১৩২৫৬৩.৩৪	৭৫৬৯৭.৭৪	২০৮২৬১.০৮	৬৫৩৭৭.২৩	২১৯০.০৭	৬৭৫৬৭.৩০
রংপুর	১৫৭০০৩.৫০	১১২৩০৪.৭৮	২৬৯৩০৮.২৮	৬৪৪৯৫.৬৮	২৩৩০.৮৩	৬৬৮২৬.৫১
সিলেট	১৩২৬৯৭.৭৯	১৭৪৮২১.২৩	৩০৭৫১৯.০২	৬৮৬৪০.২১	১৩৪৯৪.৫২	৮২১৩৪.৭৩
বরিশাল	১৪৫৭০৩.৩৬	১৫৩১.২২	১৪৭২৩৪.৫৮	৫১৪৬১.৮৭	১১১০.৭৯	৫২৫৭২.৬৬
সর্বমোট	১৭৫৫৪১৪.১৬	২২২৩৬৭২.৪৯	৩৯৭৯০৮৬.৬৫	৫২৮২৮৮.৭৩	১১২৫৬৩.৯৯	৬৪০৮৫২.৭২

চার্ট ৪.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভাগওয়ারী বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমির পরিমাণ

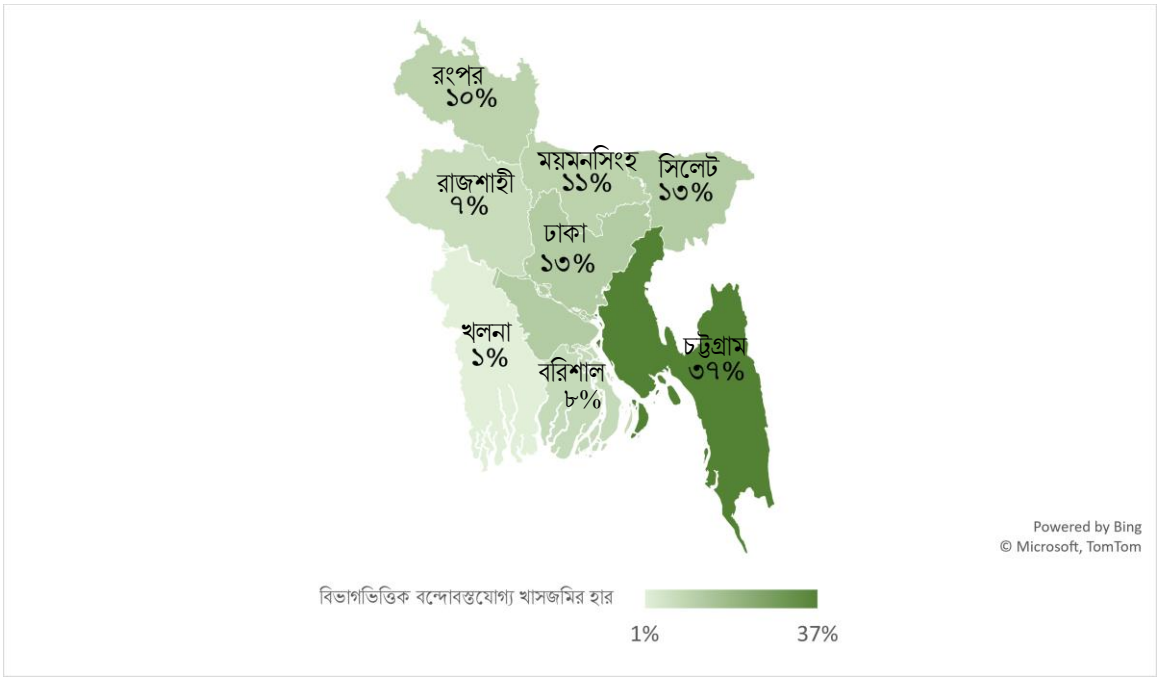

নোট: বিভাগওয়ারী বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমির পরিমাণ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা,১৯৯৭-এর আলোকে সারাদেশে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত (২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত) ৫,৩৯,৯৩৬ টি ভুমিহীন পরিবারকে মোট

১,৫৪,৫৭৮.৪৬ (এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত আটাত্তর দশমিক চার ছয়) একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৫৮,৮১৬টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৪,১৭৪.৪১ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখছে।

টেবিল ৪.৭: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

বিভাগের নাম	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি (একর)	ভূমিহীন পরিবার
ঢাকা	১৪০.১৮	৫৫৫৮
চট্টগ্রাম	২৯৭৭.৫১	১১৬৩৫
রাজশাহী	২০৭.৪৯	১০২০৫
খুলনা	১২৭.০৪	৪৪৯১
ময়মনসিংহ	১১৮.৮৪	৩৪৩৩
রংপুর	২৬৪.১৭	১২০৭১
সিলেট	১১২.৭৯	৫৩৪৬
বরিশাল	২২৬.০২	৬০৭৭
সর্বমোট	**৪,১৭৪.৪১**	**৫৮,৮১৬**

অপরদিকে, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর আওতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ৭৬৩.৮৩৪ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৪.৮: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

সরকারি দপ্তর (একর)	অর্থনৈতিক অঞ্চল (একর)	হাইটেক পার্ক (একর)	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স (একর)	বিভিন্ন বাহিনী (একর)	ব্যক্তি,শিক্ষা,ধর্মীয়,ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (একর)	মোট (একর)
১৬.৪৮৭	**৬৮৬.০০**	**১০.১৭**	**-**	**০.০৯**	**৫১.০৮৭**	**৭৬৩.৮৩৪**

বি.দ্র.: দেশে দ্রুত শিল্পায়নে সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ খাতে সবচেয়ে বেশি খাস জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

চার্ট ৪.২: কৃষি ও অকৃষি জমির বরাদ্দের হার (শতাংশে)

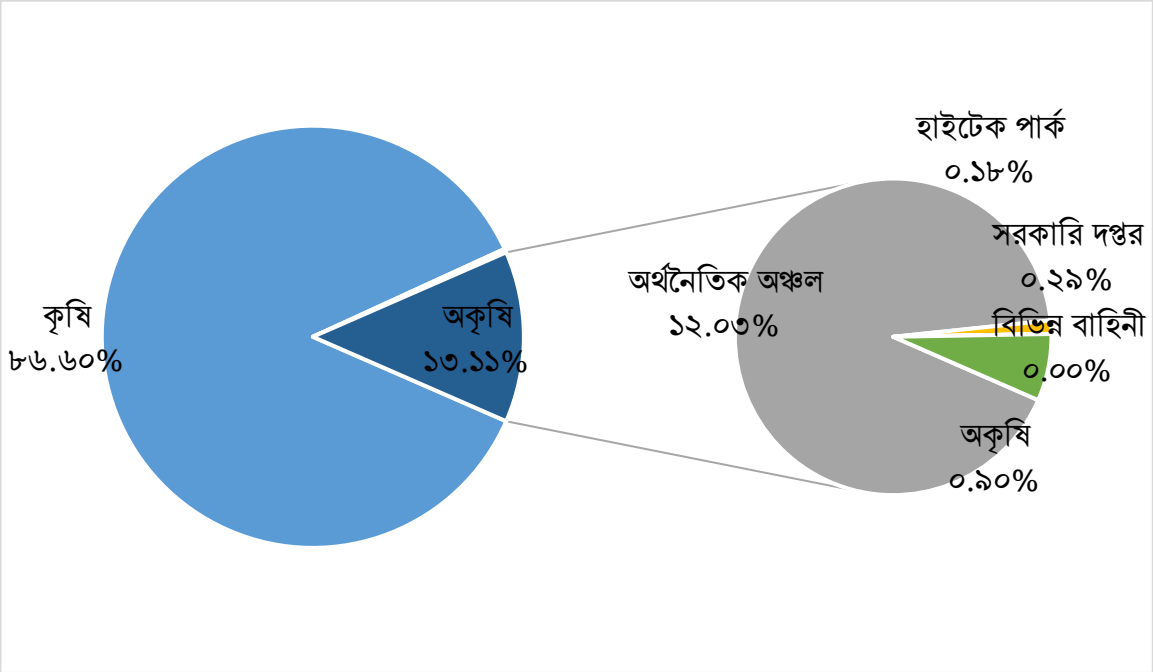

বি.দ্র.: দেশে দ্রুত শিল্পায়নে সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ খাতে সবচেয়ে বেশি খাস জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৪.৩.২ চা বাগান

সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লিজ প্রদান, লিজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০ টি। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি এবং ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি। চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ইজারা বহির্ভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা দেশে জেলাভিত্তিক মোট চা বাগানের তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের তালিকা এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের তালিকা নিম্নে “ছক” আকারে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ৪.৯: সারাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা

	জেলার নাম	মোট চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা
০১।	সিলেট	১৯	১৫	০৪
০২।	হবিগঞ্জ	২৪	২৩	০১
০৩।	মৌলভীবাজার	৯২	৮৪	০৮
০৪।	চট্টগ্রাম	২৩	১৭	০৬
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১	-	০১

	জেলার নাম	মোট চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১	-	০১
	মোট	**১৬০**	**১৩৯**	**২১**

বাংলাদেশ চা বোর্ডের তালিকা অনুযায়ী মোট চা বাগানের সংখ্যা উল্লিখিত ৬ জেলায় সর্বমোট ১৬০টি। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপর্যুক্ত ১৬০ টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬ টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৬০টি।
- ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা - ১৩৯টি।
- ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা - ২১টি।
- ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলী আধুনিকীকরণ করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৭ জারি করা হয়েছে।

৪.৪ সায়রাত মহল

ছবি ৪.৫: সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমটির ৭০তম সভা

৭ জুলাই ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন-কক্ষে অনুষ্ঠিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমটির ৭০তম সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত মহাল শাখা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভুক্ত হিলিপ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। ইজারার জন্য প্রস্তাবকৃত জলমহাল সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয়। দেশের জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারের মেয়াদ শুরুর প্রাক্কালে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ,২০০৯ প্রণীত হয়েছে ।

৪.৪.১ জলমহাল

(ক) জলমহালের সংখ্যা:

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত-১ অধিশাখার ২৬/৬/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৫২৩ নম্বর স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক প্রেরিত তথ্যানুযায়ী ২০ একরের উর্ধ্বে ও ২০ একর পর্যন্ত সায়রাতভুক্ত সর্বমোট জলমহালের সংখ্যা ৩৯,১৩৪ (উনচল্লিশ হাজার একশত চৌত্রিশ)টি।

টেবিল ৪.১০: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে রাজস্ব আদায়

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	(২০ (বিশ) একরের উপরে ও নীচে জলমহাল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	২০১৮-২০১৯	৯৭,৬৩,৬৬,২৮৪.০০ (সাতানব্বই কোটি তেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত চুরাশি টাকা মাত্র)
২.	২০১৯-২০২০	১০১,১১,০৪,৮১১.০০ (একশত এক কোটি এগার লক্ষ চার হাজার আটশত এগার টাকা মাত্র)
৩.	২০২০-২০২১	৮২,০০,৮৭,৮২৯.০০ (বিরাশি কোটি সাতাশি হাজার আটশত উনত্রিশ) টাকা।
৪.	২০২১-২০২২	১৭২,৭৩,৫৯,৫১৭/- (একশত বাহাত্তর কোটি তিয়াত্তর লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশত সতের)
৫.	২০২২-২০২৩	১১৭,৩৪,৭১,২২৩ একশত সতের কোটি চৌত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশত তেইশ দশমিক শূণ্য শূন্য টাকা মাত্র)

(খ) প্রাকৃতিকভাবে দেশে মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং মা মাছের নিরাপদ আবাসের জন্য বিভিন্ন জেলায় মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রাখা হবে;

(গ) জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অধীনে জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে;

(ঘ) অনলাইনে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিলের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যার ফলে ইজারা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে এবং জলমহাল ইজারা প্রার্থীদের ভোগান্তি হ্রাসের পাশাপাশি স্বল্পসময়ে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে; এবং

(ঙ) অনলাইন ভূমি তথ্য ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি সারাদেশের জলমহালের নাম, আয়তন ইত্যাদি তথ্যাদি রয়েছে। উক্ত ভূমি তথ্য ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৪.৪.২ হাট-বাজার

প্রতিবছর বিভিন্ন জেলায় নতুন হাটবাজার সৃষ্টি এবং বিলুপ্তির কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মধ্যে মামলাজনিত কারণে কোন কোন হাটের খাস আদায় করা হয়। হাটবাজারের মোট ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

টেবিল ৪.১১: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট হাটবাজারের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাকৃত হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাবিহীন হাটবাজারের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৮-১৯	৮,৫৮৭ টি	৬,৫৪৯ টি	২,০৩৮ টি	৪১১,২৬,৪০,৯৩০/- (চারশত এগারো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা)
০২	২০১৯-২০	১০,০৯৮ টি	৭,৫০৪ টি	২,৫৯৪ টি	৪৮১,২৬,০০,৫০৬/- (চারশত একাশি কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচশত ছয় টাকা)
০৩	২০২০-২১	৯,৯৯৩ টি	৭,৩৪৮ টি	২,৬৪৫ টি	৫৬৮,৫৬,৭০,৮৮৩/- (পাঁচশত আটষট্টি কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ সত্তর হাজার আটশত তিরাশি টাকা)
০৪	২০২১-২২	১০,২৭৩ টি	৭,৯৭২ টি	২,৩০১ টি	৭৪৩,৮৩,৮৪,৮৪৫/- (সাতশত তেতাল্লিশ কোটি তিরাশি লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত পয়তাল্লিশ টাকা)।
০৫	২০২১-২২	১০,২৬৫ টি	৭,৯৫৫ টি	২,৩১০ টি	৯৯০,৫১,১৭,৮১০/- (নয়শত নব্বই কোটি একান্ন লক্ষ সতেরো হাজার আটশত দশ টাকা)।

৪.৪.৩ বালুমহাল

প্রতিবছর বিভিন্ন জেলায় নতুন বালুমহাল সৃষ্টি এবং বালু না থাকার কারণে বালুমহাল বিলুপ্তির কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মধ্যে মামলাজনিত কারণে এবং কোন কোন স্থানে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের নানাবিধ জটিলতায় বালুমহাল ইজারাবিহীন থাকে।

টেবিল ৪.১২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট বালু মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত বালু মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন বালু মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান
০১	২০১৮-১৯	৫৫০ টি	৩০৮ টি	২৪২ টি	৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬/- (তেষট্টি কোটি সাতান্ন লক্ষ তিন হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন টাকা)
০২	২০১৯-২০	৬২৯ টি	৩৪৩ টি	২৮৬ টি	৯১,০১,২৪,১০৮/- (একানব্বই কোটি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত আট টাকা)
০৩	২০২০-২১	৫৭৬ টি	২৯৫ টি	২৮১ টি	১২৯,০০,৯৬,২৬২/- (একশত উনত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা)
০৪	২০২১-২২	৫৪১ টি	২৪৮ টি	২৯৩ টি	২৭৩,৯৩,৬৯,৩০২/- (দুইশত তিয়াত্তর কোটি তিরানব্বই লক্ষ উনসত্তর হাজার তিনশত দুই টাকা)।
০৫	২০২২-২৩	৫১৬ টি	২১৫ টি	৩০১ টি	৩৬২,৫৪,০৪,৩৭১/- (তিনশত বাষট্টি কোটি চুয়ান্ন লক্ষ চার হাজার তিনশত একাত্তর টাকা)।

৪.৪.৪ চিংড়িমহাল

সমগ্র দেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের কিছু জেলায় চিংড়ীমহাল হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়।

টেবিল ৪.১৩: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট চিংড়ী মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত চিংড়ীমহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চিংড়ীমহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৮-১৯	১,৫৮৬ টি	১,৩৭৩ টি	২১৩ টি	১,৩৭,৩৫,৩৭২/- (এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা)
০২	২০১৯-২০	১,৩৮৩ টি	১,৩৭৮ টি	০৫ টি	২,৯৬,০০,৬১৯/- (দুই কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছয়শত উনিশ টাকা)
০৩	২০২০-২১	১,৫৯৬ টি	১,৫৮৪ টি	১২ টি	২৬,৮৬,০৫৮/- (ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটান্ন টাকা)
০৪	২০২১-২২	১,৫৬৬ টি	-	-	কক্সবাজার জেলার চিংড়িমহাল ইজারা নবায়ন কার্যক্রমের উপর মহামান্য হাইকোর্ট এর রিট পিটিশন নম্বর ৭৪৮৩/২০১২ মামলায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইজারা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে বিধায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে চিংড়িমহাল হতে সরকারি কোন রাজস্ব আদায় হয়নি।
০৫	২০২২-২৩	১,৪৬৬ টি	-	-	৪৯,৫১,৫৯২/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ একান্ন হাজার পাঁচশত বিরানব্বই টাকা)

৪.৪.৫ লবণ মহাল

দেশের শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলায় লবণমহালের ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত কয়েক বছর যাবত সকল মহাল ইজারার আওতায় রয়েছে।

টেবিল ৪.১৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে মোট লবণ মহালের সংখ্যা এবং রাজস্ব আদায়

ক্র: নং	অর্থ-বছর	মোট লবণ মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত লবণ মহালের সংখ্যা	ইজারাবিহীন লবণ মহালের সংখ্যা	রাজস্ব আদায়ের পরিমান (টাকায়)
০১	২০১৮-১৯	১৫৫ টি	১৫৩ টি	০২ টি	১,৪৫,৬২০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা)
০২	২০১৯-২০	১৫৪ টি	১৫৪ টি	-	২২,৬৮১/- (বাইশ হাজার ছয়শত একাশি টাকা)
০৩	২০২০-২১	১৬৫ টি	১৬৫ টি	-	১,৪৭,৪৫৫/- (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চান্ন)
০৪	২০২১-২২	১৬৫ টি	১৬৫ টি	-	১০,২৪,২৭৩/- (দশ লক্ষ চব্বিশ হাজার দুইশত তিয়াত্তর টাকা)
০৫	২০২২-২৩	১৬৬ টি	১৬৬ টি	-	৪,৬৪,৯৬৮/- (চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার নয়শত আটষট্টি টাকা)

চার্ট ৪.৩: বিভিন্ন ধরণের সাযরাত মহাল থেকে গত পাঁচ বছরে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার

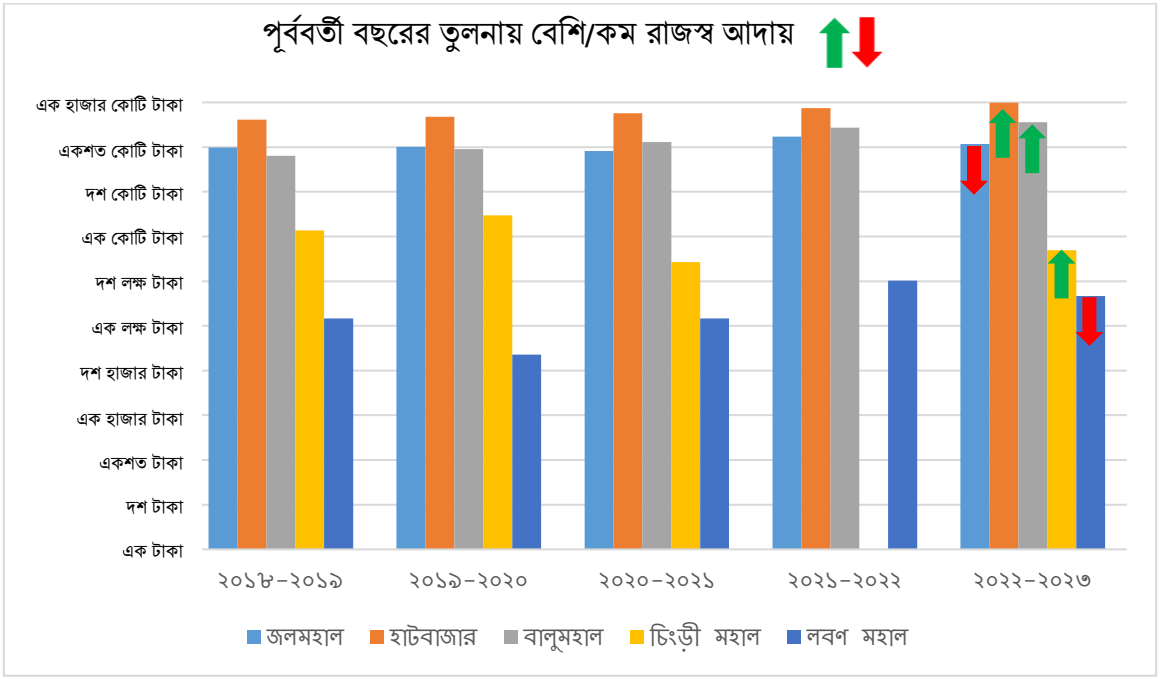

নোট: চিংড়িমহাল ও লবণ মহাল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব অনুপাতহীনভাবে কম, এজন্য ১০ ভিত্তিক লগ স্কেলে দেখানো হয়েছে

৪.৫ আইন

ছবি ৪.৬: ভূমি রাজস্ব মামলা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে ভূমিমন্ত্রী ভূমি ভবনের কেন্দ্রীয় সেমিনার হলে ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ‘ভূমি রাজস্ব মামলা ব্যবস্থাপনা: সমস্যা ও প্রতিকার’ শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত চারটি অধিশাখা/ শাখায় বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন অধিশাখা-১, আইন অধিশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন অধিশাখা-৪। এই চারটি অধিশাখা/শাখার কার্যক্রমের মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তরের আইন ও মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

৪.৫.১ ভূমি বিষয়ক নতুন আইন সৃজন

র্তমান সরকারের অন্যতম অংগীকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ম্যধ্যমে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ে ভূমি সেবা সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং আইনের যুগপোযুগী বাস্তবায়ন। বর্তমানে প্রচলিত আইনসমূহ অনেক পুরাতন। বর্তমান সময়ে মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য প্রচলিত আইনসমূহের যুগপোযুগী আধুনিকায়ন করা ও সময়ের চাহিদা পূরণে নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বর্তমান সচিব মহোদয় বিভিন্ন আইনের সংশোধন সংযোজন, বিয়োজন এবং নতুন আইন প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। উলেখযোগ্য আইনসমূহের মধ্যে রয়েছে -

(১) ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ আইন ও প্রতিকার আইন: অবৈধভাবে ভূমির দখলগ্রহণ বা দখল গ্রহণের চেষ্টা বা এর ক্ষতিসাধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পেশীশক্তি, দেশীয় অস্ত্র অথবা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে যে

অপরাধগুলো হয় তা প্রতিরোধ ও দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত করা। ব্যক্তি মালিকানাধীন বা সরকারি খাসভূমিসহ সরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ভূমিতে প্রকৃত মালিকের স্বত্ব ও দখল নিশ্চিত করা। ভূমি-লিপ্সু কোনও ব্যক্তির জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক ও অন্যের যোগসাজশে সৃষ্ট দলিল বা কোনও দলিল ছাড়া উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে ভূমির দখল গ্রহণ, বা দখল গ্রহণের চেষ্টা বা এর ক্ষতিসাধন রোধ করা।

(২) ভূমি সংস্কার আইন: ভূমির সর্বোত্তম উৎপাদনমুখী ব্যবহার এবং ভূম্যধিকারী বা জমির স্বত্বাধিকারী ও বর্গাদারদের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্য ভূমির মধ্যস্বত্ব, ভূমির জোতস্বত্ব ও ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত ভূমি সংস্কার আইন। যেহেতু ভূমির উৎপাদন সর্বোচ্চকরণের এবং ভূম্যধিকারী বা জমির স্বত্বাধিকারী ও বর্গাদারগণের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে ভূমির মধ্যস্বত্ব, ভূমির জোতস্বত্ব, ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকরণ ও ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়ে সংস্কার করা সমীচীন;

(৩) ভূমি উন্নয়ন কর আইন: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহকে আবশ্যক বিবেচনায় সংশোধন ও পরিবর্তনক্রমে আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গত ১৫/০১/২০১৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে বাংলা বছরের পরিবর্তে জুলাই-জুন সময়কাল অর্থাৎ অর্থবছরকে আদায়কাল হিসেবে গণ্য করার নির্দেশনা দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে এই আইন প্রণয়ন করা হয়।

(৪) হাট ও বাজার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা আইন: হাটওবাজার (স্থাপনও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ সংশোধন ও পরিমার্জন করে এই নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালের হাট-বাজার অধ্যাদেশে কোনও শাস্তির বিধান ছিলনা। হাট-বাজারের জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের দায়ে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা এবং এক বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে আইনটি পাশ করানো হয়েছে।

(৫) ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইন: ভূমি ব্যবহার ও মালিকানা স্বত্ব আইনের আওতায় নাগরিকদের 'সার্টিফিকেট অফ ল্যান্ড ওনারশিপ' তথা সিএলও নামক একটি ডকুমেন্ট দেওয়া হবে যেখানে ভূমি মালিকানার সব তথ্য থাকবে- জমির মালিকানা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ধরণের দলিলাদির প্রয়োজন হবে না। এছাড়া একই সাথে স্মার্ট কার্ডও দেওয়া হবে।

(৬) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন: সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা পূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায় বিধায় Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) রহিতক্রমে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

(৭) ভূমি ব্যবহার স্বত্ব গ্রহণ আইন: বিদ্যমান দখল স্বত্ব আইন অনুযায়ী কোনো সম্পদ ১২ বছর নিজের দখলে রাখতে পারলেই তার মালিকানা দাবি করা যেত। আইনটি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী জমির মালিকানা নির্ধারণ হবে দলিলের ভিত্তিতে অর্থাৎ যার নামে দলিল থাকবে তিনিই হবেন ঐ ভূমির মালিক।

৪.৫.২ মামলা

০১/০১/২০২২ তারিখ হতে ৩১/০৯/২২ তারিখ পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে ৮৩৭ টি রিট পিটিশন দায়ের হয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ২০২২ সালে ২০টি এটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৪.৫.৩ 'ভূমি উন্নয়ন কর

টেবিল ৪.১৫: ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	সাধারণ দাবি	সাধারণ আদায়	সাধারণ আদায়ের হার	সংস্থার দাবি	সংস্থার আদায়	সংস্থার আদায়ের হার	সর্বমোট দাবি (সাধারণ+সংস্থা)	সর্বমোট আদায় (সাধারণ+সংস্থা)	সাধারণ আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ঢাকা	২৯০৪৪৪০৫৭২	২৬৮৯৯৩৬৯৯৬	৯৩%	২২৬৫৯৬৩৭২৭	৫২৮৫০৩৩০০	২৩%	৫১৭০৪০৪২৯৯	৩২১৮৪৪০২৯৬	৬২%
ময়মনসিংহ	৩৭৩২৯২৮২৯	৩৭০৩০৬৮১৪	৯৯%	১২০৮৬৩২২০৪	১৩৭২৩৬৬৩৯	১১%	১৫৮১৯২৫০৩৩	৫০৭৫৪৩৪৫৩	৩২%
চট্টগ্রাম	১৪১৬৭১৫০৮৬	১৬০৯৯১৮৯৮৫	১১৩%	৩৮৮৩২৯১৯৮৯	৯৯৩১৩৮২৯৮	২৬%	৫৩০০০০৭০৭৫	২৬০৩০৫৭২৮৩	৪৯%
সিলেট	৪১০৪৯১০৩৬	৫৭২৯৩৭৩২২	১৪০%	৩৩১২৪৭৪১৬	৭৪৪০৬১৭৬	২২%	৭৪১৭৩৮৪৫২	৬৪৭৩৪৩৪৯৮	৮৭%
রাজশাহী	৮০১৭৪৪৩২৬	৯১৯৭৫৮৭৫০	১১৫%	৪৭২৮৯৪৯৩২	৯৭৫৮৫৩০৪	২১%	১২৭৪৬৩৯২৫৮	১০১৭৩৪৪০৫৪	৮০%
রংপুর	৪৭৫৮০১৮৪০	৫৮৪০২৫৩৫৩	১২৩%	৭৩৪২০৪৯২৯	৯৭৫৬৯১১৭	১৩%	১২১০০০৬৭৬৯	৬৮১৫৯৪৪৭০	৫৬%
খুলনা	১০০৬৮৫০৩৯৪	১০৯৫৫৩৭০৩০	১০৮%	১১২৩৩৭০৭০৭	৯০২৪৫২৫২	৮%	২১৩০২২১১০১	১১৮৫৭৮২২৮২	৫৬%
বরিশাল	২৭২৮০০৭৯৪	২৭৭০২৯৭৭১	১০২%	১৭৪৮৮৭৫২১	৩৯৭৭৮৩২৭	২৩%	৪৪৭৬৮৮৩১৫	৩১৬৮০৮০৯৮	৭১%
মোট	৭৬৬২১৩৬৮৭৭	৮১১৯৪৫১০২১	১০৬%	১০১৯৪৪৯৩৪২৫	২০৫৮৪৬২৪১৩	২০%	১৭৮৫৬৬৩০৩০২	**১০১৭৭৯১৩৪৩৪**	**৫৭%**

৪.৫.৪ অর্পিত সম্পত্তি

(ক) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা:

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা:

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর ধারা ৩০ অনুযায়ী ধারা ২৬ ও ২৭-এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনস্বার্থ বিবেচনায় রেখে সুচিন্তিতভাবে উক্ত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি উক্ত বিধিমালার খসড়ার উপর পর্যবেক্ষণ, মতামত, সুপারিশ প্রকাশ করার জন্য উহার কপি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট, ফেসবুক পেইজে, দেশের সকল সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক বরাবর ই-মেইল ও ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্তরুপে পর্যবেক্ষণ, মতামত, সুপারিশ প্রাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) ‘ক’ তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্ত ট্রাইব্যুনল সংক্রান্ত মামলার তথ্য:

টেবিল ৪.১৬: ‘ক’ তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্ত ট্রাইব্যুনল সংক্রান্ত মামলার তথ্য

	ক’ তালিকাভুক্ত মোট জমি (একরে)	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ (একরে)		পুঞ্জিভূত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ও জড়িত জমির পরিমাণ			
		মালার সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একরে)	মামলার সংখ্যা		জমির পরিমাণ (একরে)	
				সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে
০১।	২৪০,০৪৮.৩৪৮	১১৪,৩১০	১২৭,১৫৪.৪২	১৯,১৭৮	১৪,৭১৪	১৬,২৬০.৬৪৪	১২,১১৫.৯১

চার্ট ৪.৪: জেলাভিত্তিক 'ক' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের হার

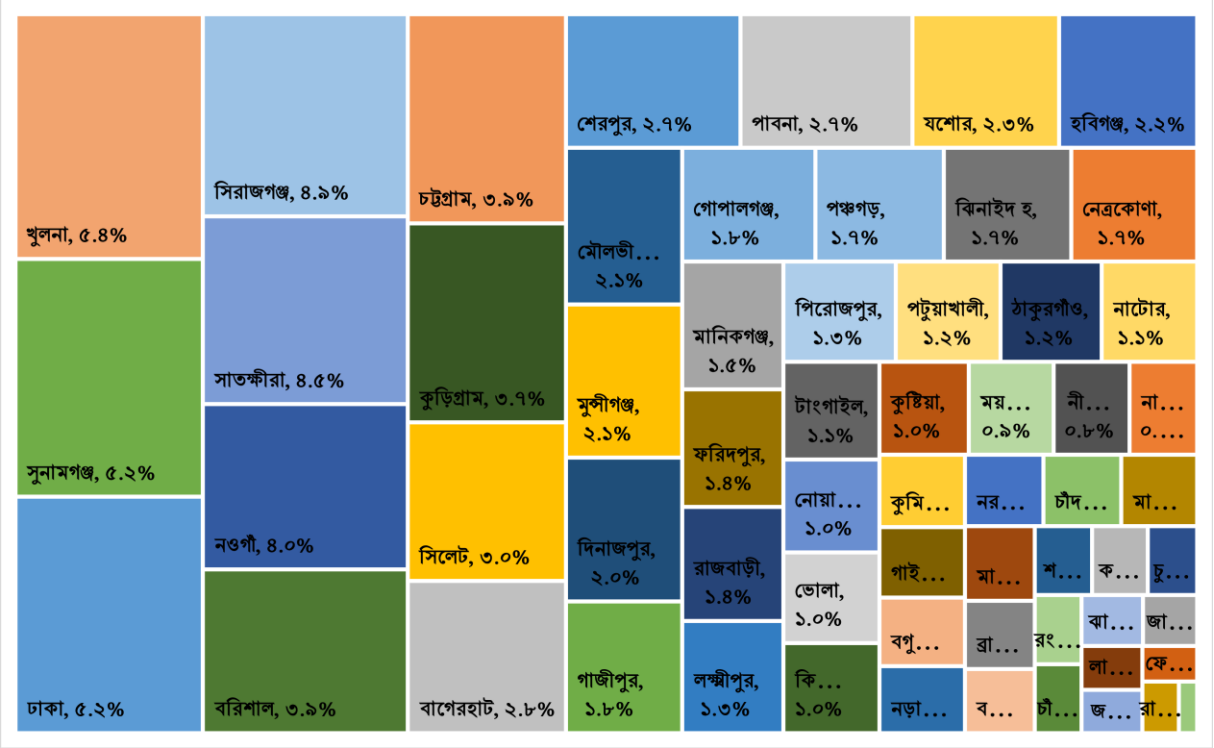

চার্টে দেখা যাচ্ছে জেলাভিত্তিক ‘ক’ তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণ খুলনা, সুনামগঞ্জ, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও নওগাঁয় সর্বোচ্চ

টেবিল ৪.১৭:'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী

ক্রম	জেলার নাম	'ক' তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)	ক্রম	জেলার নাম	'ক' তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা	১২৩৩৩.১৯২	৩২।	লালমনিরহাট	৭৪৫.৪৫
২।	নারায়নগঞ্জ	১৭৫০.৮০৩	৩৩।	নীলফামারী	১৯৬৫.৭৮৩৫
৩।	মানিকগঞ্জ	৩৫৯৮.৯৪৫৮	৩৪।	গাইবান্ধা	১৬৭৬.৭৫
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৪৯৪৬.৫২১৩	৩৫।	ঠাকুরগাঁও	২৮১৩.৬০২৫
৫।	নরসিংগী	১৫৫৩.৭২৫	৩৬।	কুড়িগ্রাম	৮৭৬৮
৬।	গাজীপুর	৪২৫৮.১৮	৩৭।	পঞ্চগড়	৪০৬৭.৯৫৭৬
৭।	শরীয়তপুর	১০৯৮.৭৫০৯	৩৮।	খুলনা	১২৭৬৭.২০
৮।	মাদারীপুর	১৪৫৬.৩২৬৮	৩৯।	বাগেরহাট	৬৭০০.৩৯৩৭
৯।	টাংগাইল	২৬০৮.৫৫	৪০।	যশোর	৫৪৬২.২৯
১০।	ফরিদপুর	৩৩১৯.৪৫৭	৪১।	সাতক্ষীরা	১০৭০৪.৯২
১১।	রাজবাড়ী	৩২০৭.৬১২৫	৪২।	মেহেরপুর	২৬২.৭৬
১২।	কিশোরগঞ্জ	২৪০৪.৪৫৭৭	৪৩।	নড়াইল	১৫৯৩.৬৫
১৩।	গোপালগঞ্জ	৪২২৪.৯৩	৪৪।	কুষ্টিয়া	২৩১৪.১০০৩
১৪।	চট্টগ্রাম	৯২২০.০৩	৪৫।	ঝিনাইদহ	৪০৩০.৫১
১৫।	কক্সবাজার	১০৬৮.৮৯২৯	৪৬।	মাগুরা	১৫০৫.৪৯
১৬।	কুমিল্লা	১৭২৩.৯৮৮৫	৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	৯৫০.৫০৮৬
১৭।	নোয়াখালী	২৪৮৩.২৬১৫	৪৮।	বরিশাল	৯৩৪০.৯৩
১৮।	চাঁদপুর	১৫৪৩.১৯২৪	৪৯।	পিরোজপুর	৩১৩৬.৬৮২৮
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৩১৬২.০৯৪৮	৫০।	বরগুনা	১২৪৮.৭৭৭৫
২০।	ফেনী	৫৪২.৪৬	৫১।	ভোলা	২৪২৫.৬৯৭৮
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩২৪.৪৯	৫২।	পটুয়াখালী	২৯১৫.৯৮
২২।	রাজশাহী	৫২০.২৩৭	৫৩।	ঝালকাঠি	৮৭৫.৪৪০৯
২৩।	নওগাঁ	৯৪১৭.১৯	৫৪।	ময়মনসিংহ	২২০৪.৫৬২
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৮৯.১৫৪৯	৫৫।	শেরপুর	৬৫০০.১৯৭
২৫।	সিরাজগঞ্জ	১১৫৪২.৫৯	৫৬।	নেত্রকোণা	৩৯৯৬.০৭
২৬।	বগুড়া	১৬৩০.২২	৫৭।	জামালপুর	৭৭১.৮৯২৬
২৭।	পাবনা	৬৩৯৭.০৬	৫৮।	সিলেট	৬৯৮৯.৮১
২৮।	নাটোর	২৬৬৭.১১৪৫	৫৯।	হবিগঞ্জ	৫১৪৫.৪১৩৪
২৯।	জয়পুরহাট	৭৩৪.৩৮৫	৬০।	সুনামগঞ্জ	১২৪০৪.৯৫৯
৩০।	রংপুর	৮৯৮.২৩৮	৬১।	মৌলভীবাজার	৫০৬১.৮২৮
৩১।	দিনাজপুর	৪৬৪৫.১৬২১		মোট=	২,৩৬,৫১৮.৮০ একর

চার্ট ৪.৫: জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণে

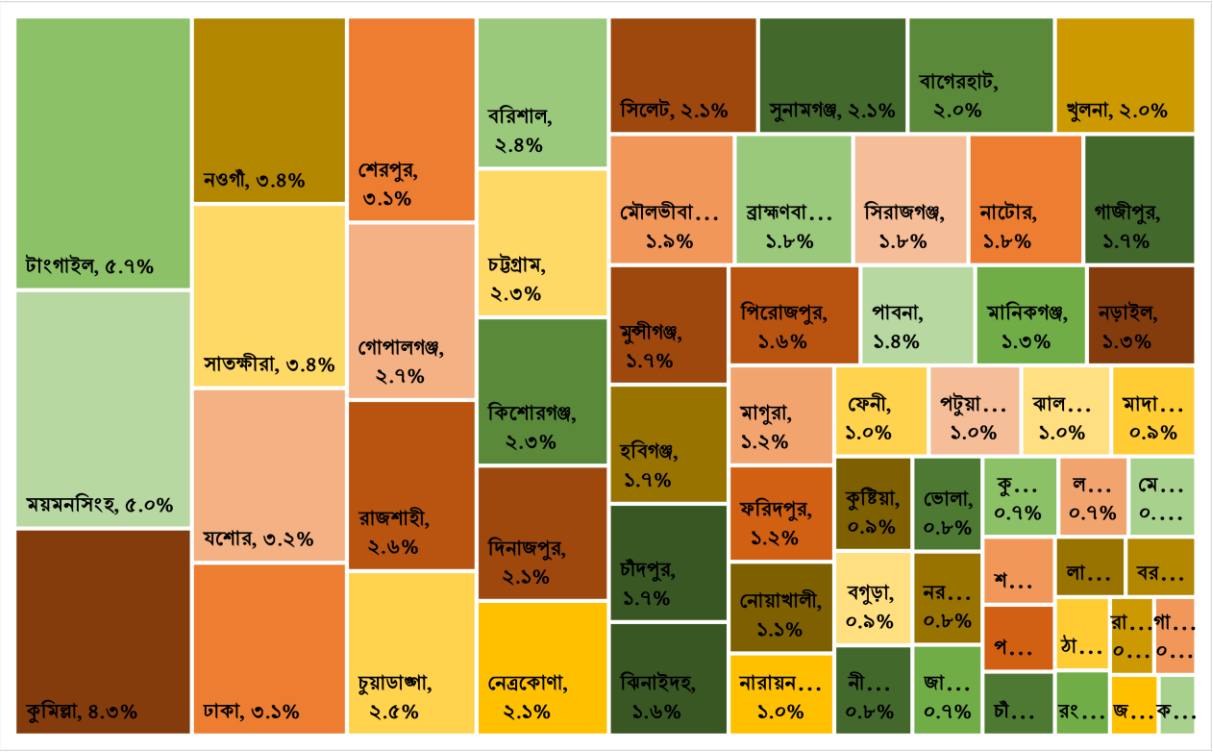

নোট: চার্টে দেখা যাচ্ছে জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণ টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় সর্বোচ্চ

টেবিল ৪.১৮:' জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)	ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা	২৩৪৯৯.৬৫৭	৩২।	লালমনিরহাট	৩৭৩৯.৯৩৫
২।	নারায়নগঞ্জ	৭৬২১.১২৯	৩৩।	নীলফামারী	৬১৬৫.১৯৫৬
৩।	মানিকগঞ্জ	৯৮৪৫.৭০৫	৩৪।	গাইবান্ধা	২৮৮১.৫৫০
৪।	মুন্সীগঞ্জ	১২৬২০.৮৪৬	৩৫।	ঠাকুরগাঁও	৩৫৩৮.০৬
৫।	নরসিংগী	৫৭৫২.১৭০	৩৬।	কুড়িগ্রাম	৫৩৫৮.৩১৫
৬।	গাজীপুর	১২৯৯৯.১৮৪	৩৭।	পঞ্চগড়	৪২৫৮.০০
৭।	শরীয়তপুর	৪৩১২.৪২৯	৩৮।	খুলনা	১৪৬১০.৪২৮৫
৮।	মাদারীপুর	৬৮১১.৪৪৩	৩৯।	বাগেরহাট	১৫২৪৮.৮১৯
৯।	টাংগাইল	৪২৭০৭.০২	৪০।	যশোর	২৩৭২০.১০
১০।	ফরিদপুর	৮৯৩৭.৭৬৫৫	৪১।	সাতক্ষীরা	২৫০৯১.১১৩
১১।	রাজবাড়ী	৩০০৭.২৭৬	৪২।	মেহেরপুর	৪৭৮৯.৭২০
১২।	কিশোরগঞ্জ	১৭২০২.০৬৭	৪৩।	নড়াইল	৯৬৩৬.৬৫
১৩।	গোপালগঞ্জ	২০২৪০.৫০	৪৪।	কুষ্টিয়া	৬৪৬৩.৬০৭
১৪।	চট্টগ্রাম	১৭২২২.৫৮৫৯	৪৫।	ঝিনাইদহ	১১৯৩৮.৭১
১৫।	কক্সবাজার	১৯৯৪.৭০৭	৪৬।	মাগুরা	৯২৯২.৫৩
১৬।	কুমিল্লা	৩২২৬৮.৫১৮	৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	১৮৭৪৯.৫৫৬৫

ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)	ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)
১৭।	নোয়াখালী	৮৫০০.৩৭৭	৪৮।	বরিশাল	১৭৬৭২.৭০৭
১৮।	চাঁদপুর	১২৪৬৭.৪০৮	৪৯।	পিরোজপুর	১১৬১০.৫১৮
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৪৯৩৮.৯৯৩৩	৫০।	বরগুনা	৩৭২৪.৮৮২৯
২০।	ফেনী	৭৫৪৪.৭৭২	৫১।	ভোলা	৫৮৬১.৩৩০
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৬২৩.৬০৩	৫২।	পটুয়াখালী	৭৪০৫.৬৩৫
২২।	রাজশাহী	১৯৪৯১.৪৫৭৪	৫৩।	ঝালকাঠি	৭২১৩.৯৮৮
২৩।	নওগাঁ	২৫৪৯৩.২৬৯	৫৪।	ময়মনসিংহ	৩৭২৩২.০৫২৩
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪০৫২.৫০১	৫৫।	শেরপুর	২৩৪৯৪.১৪৪
২৫।	সিরাজগঞ্জ	১৩,২৪১.৩৬৯৪	৫৬।	নেত্রকোণা	১৫৬০১.৫৩
২৬।	বগুড়া	৬৪৫৬.৮২	৫৭।	জামালপুর	৫৫৮৯.৫৭২
২৭।	পাবনা	১০০৯৭.০৮১	৫৮।	সিলেট	১৫৪৪৮.৩৫৬
২৮।	নাটোর	১৩২২২.৪২৪৮	৫৯।	হবিগঞ্জ	১২৫৬০.৫০৭
২৯।	জয়পুরহাট	২৫৯৭.৪৩	৬০।	সুনামগঞ্জ	১৫৪৪৮.৩৫৫
৩০।	রংপুর	৩১৪৬.০১৩	৬১।	মৌলভীবাজার	১৪৪৯৬.১৩৬
৩১।	দিনাজপুর	১৫৬৫৬.৯১৫		মোট=	৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একর

'ক' তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে লীজমানির মোট দাবী ও আদায়ের তথ্যাবলী:

টেবিল ৪.১৯: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তি হতে মোট দাবী ও আদায়ের পরিমাণ

ক্রমিক নং	জেলার নাম নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে দাবী (টাকা)	২০২৩-২৩ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় (টাকা)	পিএল খাতে মোট স্থিতি	আদায় (শতাংশে) সবুজ সর্বোচ্চ আদায়/লাল সর্বনিম্ন আদায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	ঢাকা	১৬,৯২,৫৪,৭৭৫	২,৪৯,৯১,২১২	-	১৫%
২।	নারায়নগঞ্জ	৬০,৮৬,২৭৯	৩৮,৫৬,০৮৭	-	৬৩%
৩।	মানিকগঞ্জ	৬,৮৫,২১,৬৮৭	১,৮৭,৪৭,৬১৯	-	২৭%
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৮,৯১,৪৮,৩০৯	১,৮৪,৪৩,৮২৩	-	২১%
৫।	নরসিংদী	৭২,৫১,৪৬৬	৮৬,৯৬,৯৩৮	-	১২০%
৬।	গাজীপুর	১,৫৯,১৩,০৮৬	৯৫,৬৯,৩৩১	-	৬০%
৭।	শরীয়তপুর	২০,৩০,৩৬৪	১৬,৫৭,৯০২	-	৮২%
৮।	মাদারীপুর	৭২,৫১,২৭৮	৫২,৫৪,৫২৫	-	৭২%
৯।	টাংগাইল	২,১১,৮২,২৮৩	৮৫,৯৫,৩৭৯	-	৪১%
১০।	ফরিদপুর	১,১০,০৬,৫৯০	৯৪,৬০,৯১৪	-	৮৬%
১১।	রাজবাড়ী	৪৫,৪৩,৮০৫	২৩,৯৭,২৬৩	-	৫৩%
১২।	কিশোরগঞ্জ	১,৪৬,৫৩,৮২৮	৯২,৪৫,৯৫৪	-	৬৩%
১৩।	গোপালগঞ্জ	১,৫০,১৫,৯২৩	২০,৩৬,৬৩১	-	১৪%
১৪।	ময়মনসিংহ	৯,২২,০৫,৪২৩	২,৮৬,০৪,১২৯	-	৩১%
১৫।	শেরপুর	৪৬,৭৯,৬১০	৩৯,৩৩,২০৯	-	৮৪%

ক্রমিক নং	জেলার নাম নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে দাবী (টাকা)	২০২৩-২৩ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় (টাকা)	পিএল খাতে মোট স্থিতি	আদায় (শতাংশে) সবুজ সর্বোচ্চ আদায়/লাল সর্বনিম্ন আদায়
১৬।	নেত্রকোণা	৫২,৪৩,৪৭৯	৩৮,৮৫,২৭৩	-	৭৪%
১৭।	জামালপুর	৩,৬৮,৮২,২৪৯	৩৪,৩৪,৬৭১	-	৯%
১৮।	চট্টগ্রাম	৩,২১,৭৫,৬১১	৩,৮১,০৯,৫৪০	-	১১৮%
১৯।	কক্সবাজার	১৫,৭৬,০৩৫	২২,৫৪,৪৫৫	-	১৪৩%
২০।	কুমিল্লা	১,৪৭,২০,৫২৯	১২১৫৯৩২৯	-	৮৩%
২১।	নোয়াখালী	১,০৫,৪০,৪৩৬	৩১,৬৪,৮৩৬	-	৩০%
২২।	চাঁদপুর	৫৮,৮৩,৮৬২	৬১,০৪,১৫৬	-	১০৪%
২৩।	লক্ষ্মীপুর	৮০,৯২,০৩০	৪৭,৫২,০০০	-	৫৯%
২৪।	ফেনী	৭১,৯৭,১৬৭	১১,৮৫,০৬৮	-	১৬%
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৩,৭৮,১০০	৪৩,৯৬,৮৯৬	-	১০০%
২৬।	রাজশাহী	১,৫০,৮৩,৩১৭	১,৬৩,৭১,১৩২	-	১০৯%
২৭।	নওগাঁ	১,০৯,৭০,৫০৫	১,৩৪,৬০,৩০৬	-	১২৩%
২৮।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৯,১৮,১৬২	৪১,২৪,৭৬৫	-	১৪১%
২৯।	সিরাজগঞ্জ	৩২,৮৩,০৩০	৭১,০২,০১৫	-	২১৬%
৩০।	বগুড়া	১,১২,৮১,৩৭২	১,১৩,২৮,৪৮৮	-	১০০%
৩১।	পাবনা	৯০,১৬,১১২	১,০৫,৫৭,৭৮১	-	১১৭%
৩২।	নাটোর	৬৪,১৮,০১৬	৮৫,৩৮,৪২৬	-	১৩৩%
৩৩।	জয়পুরহাট	৩১,১৮,০৫২	৩১,৫০,২০৯	-	১০১%
৩৪।	রংপুর	২,৬১,১১,৫৩১	১,৬৬,৮২,৪৪৯	-	৬৪%
৩৫।	দিনাজপুর	২,৪২,৮৯,০৬৯	১,৮০,১১,১৪২	-	৭৪%
৩৬।	লালমনিরহাট	৬৭,০৯,১৮০	৩৩,৪৩,৬৭১	-	৫০%
৩৭।	নীলফামারী	৮৩,২২,৯৯৬	২১,৫২,৭১৮	-	২৬%
৩৮।	গাইবান্ধা	৪২,৪৩,৩২৯	২৯,১৫,৯৯২	-	৬৯%
৩৯।	ঠাকুরগাঁও	৬৬,৩৪,৯১৭	২৫,৪২,৩৫৫	-	৩৮%
৪০।	কুড়িগ্রাম	৩৩,৮৯,৭৯৪	৯,৪৯,৭৩৭	-	২৮%
৪১।	পঞ্চগড়	১৩,০০,৭৪০	৯,৬০,৮০১	-	৭৪%
৪২।	খুলনা	২,৮৬,৯৩,৪৮৩	১,৫৫,৯৫,৪৫৭	-	৫৪%
৪৩।	বাগেরহাট	১,২০,৫৭,১৮৬	১,৬০,৯১,০৩৬	-	১৩৩%
৪৪।	যশোর	৬৩,১১,৩০৩	৯২,১৬,০৭৩	-	১৪৬%
৪৫।	সাতক্ষীরা	১,১৭,৬৩,৭২২	৭৫,৯৬,০৬৪	-	৬৫%
৪৬।	মেহেরপুর	৩,২৭,০৪৮	২,১০,৯৬৮	-	৬৫%
৪৭।	নড়াইল	৪২,৭৭,৬০৫	৩৬,৮৩,৫৮৬	-	৮৬%
৪৮।	কুষ্টিয়া	১,২২,৪৪,৫৮৮	১,০১,৫২,৫১৫	-	৮৩%
৪৯।	ঝিনাইদহ	৩৮,৫৯,৬৩৬	৩৮,০১,৭৮৫	-	৯৯%
৫০।	মাগুরা	১৮,৬৭,৪১৪	৫২৫৯,৬৬,	-	৩০%
৫১।	চুয়াডাঙ্গা	৩৫,৭৩,০৫৭	৩৩,৪৫,৪৫৮	-	৯৪%
৫২।	বরিশাল	১,৯৪,৬৮,৫৮০	১,৮৪,২৮,৮৪৬	-	৯৫%
৫৩।	পিরোজপুর	১,০১,৩৫,৭৭৪	৩৩,৩৩,১৪৩	-	৩৩%
৫৪।	বরগুনা	১১৪৫,৮১,৯৩৮	২২,০৩,৫০১	-	২%

ক্রমিক নং	জেলার নাম নাম	২০২২-২৩ অর্থ বছরে দাবী (টাকা)	২০২৩-২৩ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় (টাকা)	পিএল খাতে মোট স্থিতি	আদায় (শতাংশে) সবুজ সর্বোচ্চ আদায়/লাল সর্বনিম্ন আদায়
৫৫।	ভোলা	৫২,৮৬,৯৫৪	২৯,৪৪,৩১৮	-	৫৬%
৫৬।	পটুয়াখালী	১,০১,৭৬,৭৭০	৩৮,৭৬,৯১২	-	৩৮%
৫৭।	ঝালকাঠি	৩১,৪৫,৩৯২	১১,০১,১২৪	-	৩৫%
৫৮।	সিলেট	২,৯৮,৭৬,২৩৪	১,০৭,৯২,১৩৬	-	৩৬%
৫৯।	হবিগঞ্জ	২,৬৬,৮৭,১৮২	৬৫,২৩,২০৬	-	২৪%
৬০।	সুনামগঞ্জ	৮,৩৯,৩৬,৩৫৩	৬৫,২৪,০০৭	-	৮%
৬১।	মৌলভীবাজার	৩,৩৯,৫৩,৮৪০	৬৩,০৬,৬৬৬	-	১৯%
	মোট=	১১১,০৭,৪৮,৩৮৫ /-	৪৮,৯৪,২২,১৮৭/-	-	৪০%

চার্ট ৪.৬: অর্পিত সম্পত্তি হতে বছরওয়ারী দাবী ও আদায়ের পরিমাণ

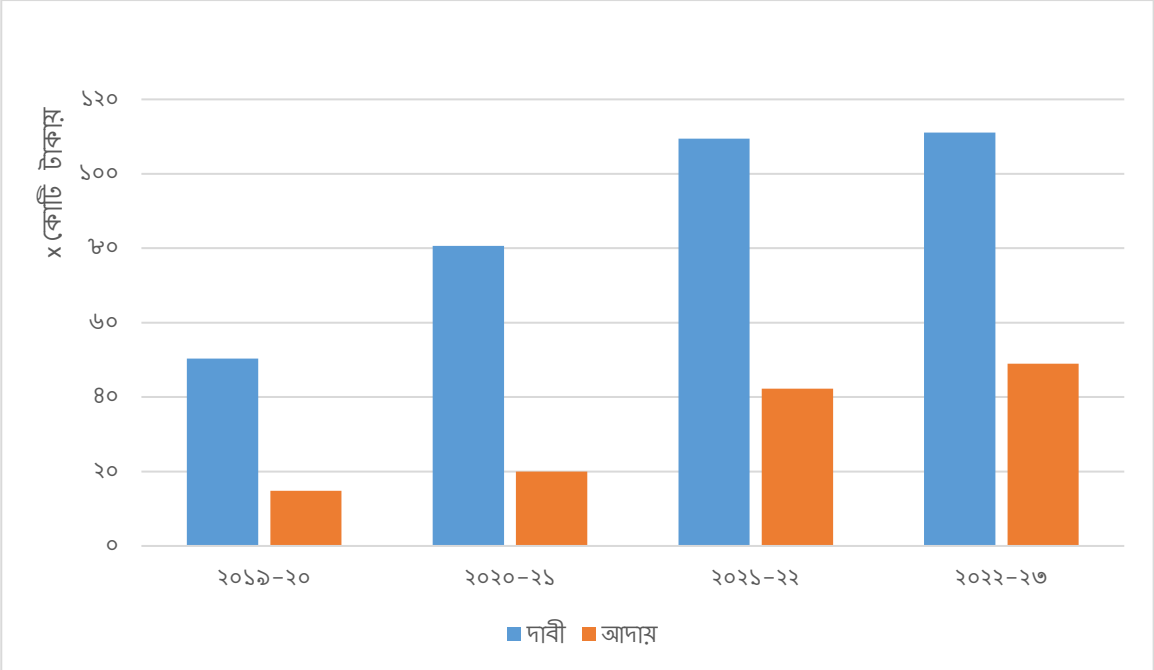

৪.৫.৫ পরিত্যক্ত সম্পত্তি:

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। অতঃপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned

Properties 1982, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকাসমূহের বাড়ী ঘর) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২ এবং The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance 1985 প্রভৃতি আইন ও বিধি বিধান জারি করা হয়। The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। উল্লিখিত বিধি-বিধান দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে। মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি ১ নম্বর খাস খতিয়ানে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নামে আনয়নের নিমিত্ত একটি পরিপত্র প্রণয়নপূর্বক জারি করা হয়েছে। যার স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৪৫.০৩৬.১৪-৪৩৬;তারিখ: ২০/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।

টেবিল ৪.২০: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম	মন্ত্রণালয়ের নাম	জমির পরিমাণ (একর)
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৪৬৫.৩৮০৮
২।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪৯৩.৩৩৫৪
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩.৮৬০০
৪।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২.৯৪৩২
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৫৫৩৫
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০.২৪২০
৭।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০.২৫০০
৮।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৮.৯০৪৪
৯।	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.০০০০
	সর্বমোট=	**৬,০৬৮.৪৬৯৩**

টেবিল ৪.২১:' জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)	ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা	১৫২.৬৮০৮	১৭।	পাবনা	৫১.৮৩১৪
২।	জামালপুর	৪.৫৮৫০	১৮।	বগুড়া	৪৬.১৯৬৬
৩।	কিশোরগঞ্জ	৪৪৪.২৬৮০	১৯।	রংপুর	১১১.০১০৬
৪।	নরসিংদী	২১৮.৪৩৩৭	২০।	ঠাকুরগাঁও	১৬৯৫.৩৫০০
৫।	রাজবাড়ী	২২৯.০০১১	২১।	গাইবান্ধা	১৯.০২৭৫
৬।	নারায়নগঞ্জ	৭৬.০১২৪	২২।	লালমনিরহাট	১০৭.৮৫০০
৭।	গাজীপুর	৩৪.৪২২৫	২৩।	কুড়িগ্রাম	২.৯৯২৫
৮।	চট্টগ্রাম	১০৮৬.৮২১৮	২৪।	দিনাজপুর	৪১৯.৯৯৩৪
৯।	বি.বাড়িয়া	৪.৩৭৫০	২৫।	নীলফামারী	৬৪.১৬০০
১০।	চাঁদপুর	৬.৬৮৫০	২৬।	খুলনা	৩১.৫৫৮২
১১।	কুমিল্লা	১.৫২৮১	২৭।	বাগেরহাট	০.০৭৫৪
১২।	কক্সবাজার	০.৪৩০০	২৮।	চুয়াডাঙ্গা	১৫৪.৩৫৮৪
১৩।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১০.১৩০০	২৯।	যশোর	৫০.১৪৯০

ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)	ক্রম	জেলার নাম	বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ (একর)
১৪।	নাটোর	৯.৩৭১২	৩০।	ঝিনাইদহ	৫৩.২০০০
১৫।	নওগাঁ	৩৬৫.৭৭৪৯	৩১।	ভোলা	০.১৪০০
১৬।	সিরাজগঞ্জ	১২.৯৬৮৩		মোট=	৫,৪৬৫.৩৮০৮

৪.৫.৬ বিনিময় সম্পত্তি:

বাংলাদেশ হতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হতে বাস্তুত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে আসা মুসলমানদের মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ এর পূর্বে সম্পাদিত দলিলমূলে বিনিময়কৃত সম্পত্তিসমূহ বিনিময় সম্পত্তি নামে পরিচিত। এ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরে সত্যতা যাচাইক্রমে প্রকৃত বিনিময়কারীগণের অনুকূলে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে জেলা প্রশাসক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে থাকেন। গঠিত কমিটি নিম্নরূপ:

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন সমাজ সেবক - সদস্য

(৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান - সদস্য

(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য সচিব

৪.৬ বাজেট ও নিরীক্ষা

ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

টেবিল ৪.২২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	দপ্তরের নাম	২০২২-২৩ বাজেট	২০২২-২৩ সংশোধিত বাজেট
০১	সচিবালয়	৯৬,৬০,০০	৮৯,৭৫,৫০
০২	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	৩,৭৫,০৪	৫,১৯,০৪
০৩	বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক রাজস্ব এ কার্যালয়সমূহ	৩,১১,৫৮	৩,২৪,৫৮
০৪	রাজস্ব হিসাব কার্যালয়সমূহ	১৭,০৬,৩৮	১৬,৩৯,৩৮
০৫	প্রধান কার্যালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড	১৭,১৪,৪৪	১৬,১৬,৯৪
০৬	উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়সমূহ	৫,৪৪,৫৬	৫,৪৪,৫৬
০৭	জেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	১৩০,০০,০০	১৩১,২০,৮০
০৮	উপজেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	৩২৭,২৭,২৬	৩১৮,৪৬,৬০
০৯	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ	৪৯৫,৩১,৪৩	৪৯১,৯১,৪৩
১০	মেট্রো থানা ভূমি অফিসসমূহ	১৫,৯২,৭৩	১৬,৫৪,৪১
১১	সার্কেল ভূমি অফিসসমূহ	৬,২৫,৯০	৬,৪০,৯০
১২	ভূমি আপীল বোর্ড	৬,৪২,০০	৬,৪২,০০
১৩	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৩,৪৬,০০	১৩,৪৬,০০
১৪	প্রধান কার্যালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৫৯,৫১,৯৩	৫৭,২২,৮৫
১৫	দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৫,৬৫,৬০	৫,৪১,৭৮
১৬	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২৪,৩২,২৮	২৪,৪৬,২৮
১৭	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১২২,৪৮,১৯	১২৩,৭২,৩৯
১৮	ভূমি কমিশন	১,০৫,০০	১,০৫,০০
	উপমোট	১৩৫১,৪২,০০	১৩৩১,৮৮,৭৬
	উপমোট উন্নয়ন ব্যয়	১০৩২,৫৩,৬৫	৬১৮,২৭,৫৮
	সর্বমোট পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয়	২৩৮৩,৯৫,৬৫	১৯৫০,১৬,৩৪

চার্ট ৪.৭: বছরওয়ারী ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা

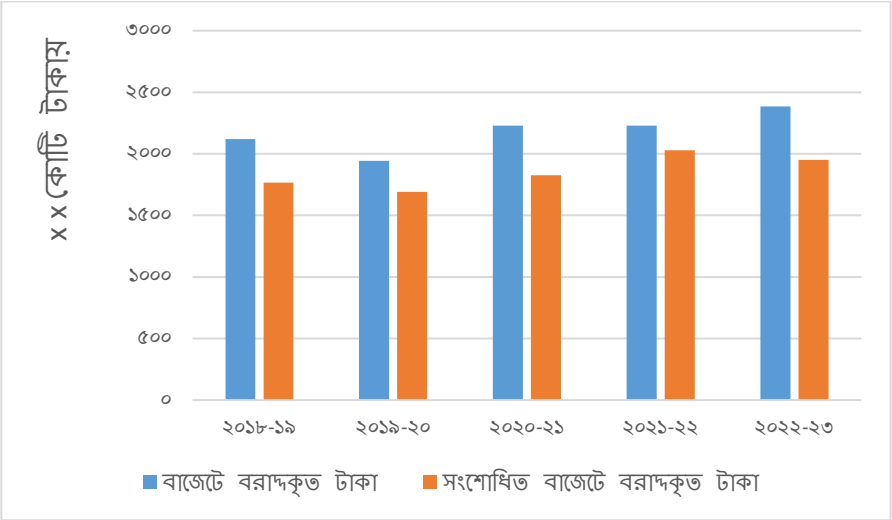

টেবিল ৪.২৩: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি (২০২২-২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		মন্তব্য	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	৩৯	.৭৮৬৫	০	০	০	৩৯	.৭৮৬৫
ভূমি মন্ত্রণালয় (মাঠ পর্যায়ের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন)	৩৬	৪০১.৪৩	০	০	০	৩৬	৪০১.৪৩

৪.৭ জরিপ

ছবি ৪.৭: সচিব ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তম্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপীল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণ শেষে চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের সমাপ্তি ঘটে।

বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, জবাবদিহি এবং গণমুখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান জরিপ কার্যক্রমও আধুনিক এবং তথ্য-প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর GNSS (Global Navigation Satellite System)/ ETS (Electronic Transfer Station) মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিধায় চলমান ডিজিটাল জরিপকে ‘‘বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (Bangladesh Digital Survey)’’ সংক্ষেপে BDS নামে নামকরণ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ । এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে

সাংবৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তন্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপিল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণ শেষে চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৬৫ সালে এস.এ রেকর্ডের ভিত্তিতে আর,এস জরিপ শুরু হয়। আর.এস জরিপ ৬টি বৃহত্তর জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ) সার্কিট পদ্ধতিতে অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে শুরু হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ৭টি মৌজা ব্যতীত ২২৯৮০টি মৌজার আর.এস জরিপ কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ১ম ধাপে ১০টি এবং ২য় ধাপে ০৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অধিন বিভিন্ন জোনের বিভিন্ন মৌজায় মোট ৩৮১ (তিনশত একাশি) টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলারের মান নির্ণয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। ময়মনসিংহ (ভালুকা) – গাজীপুর (শ্রীপুর) এবং জামালপুর (ইসলামপুর) - বগুড়া (সারিয়াকান্দি) জেলার আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ পিলার স্থাপনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে উভয় জেলার প্রশাসনকে বুঝিয়ে দেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ/আসাম/ত্রিপুরা/মেঘালয় (ভারত) আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৪টি সেক্টরে বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের মোট ৪৮৬ টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার পূনর্নির্মাণ এবং ৪৭১টি পিলার মেরামতসহ সর্বমোট ৯৫৭ টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার পূনর্নির্মাণ/মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অধিন বিভিন্ন জোনের বিভিন্ন মৌজায় মোট ৩৮১ (তিনশত একাশি) টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলারের মান নির্ণয় কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪.৮ অধিগ্রহণ

জনসাধারণের প্রয়োজন বা জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।

ছবি ৪.৮: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৩৮ তম সভা

১৯ জুন ২০২৩ সালে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১৩৮ তম সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, প্রত্যাশী সংস্থা এবং জমির পরিমাণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ৪.২৪: স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের জন্য চুড়ান্ত অনুমোদনকৃত

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের তারিখ
১	২	৩

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের তারিখ
১	"গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কলের বাজার বাইপাস হতে মেঘডুবি, কোদাব হয়ে মাবুখান (টঙ্গী-কালীগঞ্জ রাস্তা) বিসি/ আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং উভয় পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণের জন্য আর, এস বিভিন্ন দাগে সর্বমোট ১০.৮১৫৬ একর ভূমি (সংশোধিত) অধিগ্রহণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৮/১২/২০২১
২	"গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ হতে দক্ষিণ ছায়াবিথী-বাঙ্গালগাছ-নীলেরপাড়া-ইছালীব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য আরএস বিভিন্ন দাগে সর্বমোট ১১.৯৬৫১ একর ভূমি (সংশোধিত) অধিগ্রহণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন।	২০/১২/২০২১ খ্রি:
৩	"গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর রাণী বিলাসমনী স্কুল থেকে সদর হাসপাতা-ভারারুল চৌরাস্তা হয়ে কলের বাজার পর্যন্ত রাস্তা বিসি/আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং উভয় পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণের জন্য জয়দেবপুর, ভোড়া, আদাবৈ, ভারারুল, রাহাপাড়া ও মেঘডুবী মৌজার আরএস বিভিন্ন দাগে সর্বমোট ২১.২৭৪ একর ভূমি (সংশোধিত) অধিগ্রহণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৮/১২/২০২১ খ্রি:
৪	"গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্তকরণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইছালীব্রিজ থেকে পুবাইল কলেজ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য বিভিন্ন মৌজায় আর এস বিভিন্ন দাগে সর্বমোট ১২.৮৬৭৫ একর ভূমিঅধিগ্রহণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৭/০৩/২০২২ খ্রি:
৫	India-Bangladesh Friendship Pipeline (IBFPL) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নীলফামারী সদর উপজেলায় দক্ষীণপাড়া, গোড়গ্রাম, কিসামত উত্তর গোড়গ্রাম মৌজায় মোট০.৩০৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত	৩১/০৩/২০২২ খ্রি:
৬	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণের অংশ হিসেবে রংপুর জেলাধীন তারাগঞ্জ উপজেলার ০৮টি মৌজায় ২৮.২১৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৮/১২/২০২১ খ্রি:
৭	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণের অংশ হিসেবে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন (সন্তোষপুর) মৌজায় ৪.২৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	২০/১২/২০২১ খ্রি:
৮	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণের অংশ হিসেবে নিলফামারী জেলাধীন ০৬টি মৌজায় ১৬.৩২৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	২০/১২/২০২১ খ্রি:
৯	ঢাকা ওয়াসা "উত্তরা এলাকায় পয়:শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার তুরাগ থানার ধউর নলভোগ মৌজায় ৫২.৩০১৪ (বায়ান্ন দশমিক তিন শূন্য এক চার) একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৬/০৩/২০২১ খ্রি:
১০	সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II এলেঙ্গা-হাটিকামরুল রংপুর মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সড়ক উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন চড়িয়াশিকার ধোপাকান্দি এবং হাটিকামরুল মৌজার সর্বমোট ১৬.১৪৭৫ একর একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৬/০২/২০২২ খ্রি:
১১	সাসেক সড়ক সংযোগপ্রকল্প-II এলেঙ্গা-হাটিকামরুল রংপুর মহাসড়ক ৪লেনে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিতশীর্ষক প্রকল্পের সড়ক উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্প	০৬/০২/২০২২ খ্রি:

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পত্রের তারিখ
	ব্যবস্থাপক-৩ এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জ জেলার উল্ল্যাপাড়া উপজেলাধীন চড়িয়াশিকার মৌজার সর্বমোট ১৬.৪৭৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	
১২	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণের অংশ হিসেবে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন ২৪টি মৌজায় ২৭.৮৮৭৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্তঅনুমোদন।	২৩/০১২০২২ খ্রি:
১৩	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণের অংশ হিসেবে গাইবান্ধা জেলার ৩১ টি মৌজায় ৫৮.৩৯৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	২৩/০১/২০২২ খ্রি:
১৪	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ও আনষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণের অংশ হিসেবে রংপুর জেলার ১৮টি মৌজায় ৪৪.০৯০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৩/০২/২০২২ খ্রি:
১৫	“বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ ও ভূ-উপরিস্থ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ” প্রকল্পের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন ১৭টি মৌজায় ১৮.৯৮২০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৩/০৬/২০২৩
১৬	সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন “সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)- ধুনট (সোনামুখি) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬.১৪৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৫/০৬/২০২৩
১৭	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী স্থাপনের জন্য রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানাধীন বড়বনগ্রাম মৌজায় এবং পবা থানাধীন বাজেসিলিন্দা ও বারইপাড়া মৌজাস্থিত মোট ৬৭.৬৭৯২ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	২০/০৫/২০২৩
১৮	ময়মনসিংহ জোনের ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন “মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৬টি মৌজায় ৬৩.৭৪৭০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	০৯/০৩/২০২৩
১৯	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য সোনারগাঁও উপজেলাধীন দশদোনা, ভট্টাচার্য্য চক, চর অর্জ্জুন্দি, নবিনগর ও চাইরদোনা মৌজায় আর. এস বিভিন্ন দাগে ২.১২০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন।	১৭/০৪/২০২২
২০	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প” (বাপাউবো অংশ)-এর আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার ডাকুয়ার হাওর উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে ৭৫.৮৯১৭ একর ভূমি চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত	০৩/০৭/২০২২
২১	পটুয়াখালী ইপিজেড স্থাপনের জন্য ৪১৩.০৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৬/০৭/২০২২

৪.৯ উন্নয়ন

৪.৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সার্বিক চিত্র:

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ছবি ৪.৯: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ভূমিমন্ত্রী

২৪ আগস্ট, ২০২২ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার সময় সারদেশে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে ম্যানুয়াল দাখিলা প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

টেবিল ৪.২৫: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র:সা:)	আরএডিপিতে বরাদ্দ (প্র:সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২৪)	৯১৭.৯৪ (-)	৩০.০০ (-)
২	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)(১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	১২.০৪৮ (৭.৮৭৭)	৩.৩৯ (২.৪৬)
৩	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩)	৭১২.৭২ (-)	৮৭.০০ (-)
৪	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)	৩৮৩.৫০ (৩০৫.৪০)	১৬৩.৩৩ (১৪৩.৩৩)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র:সা:)	আরএডিপিতে বরাদ্দ (প্র:সা:)
৫	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৬)	১১৭৪.৫৩	১০০.০০
৬	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১২১২.৫৫	৮.০০
৭	মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	৩৩৭.৬০	৪০.০০
		৪৭৫০.৮৯ (৩১৩.২৮)	**৪৩১.৭২ (১৪৫.৭৯)**

চার্ট ৪.৮: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা

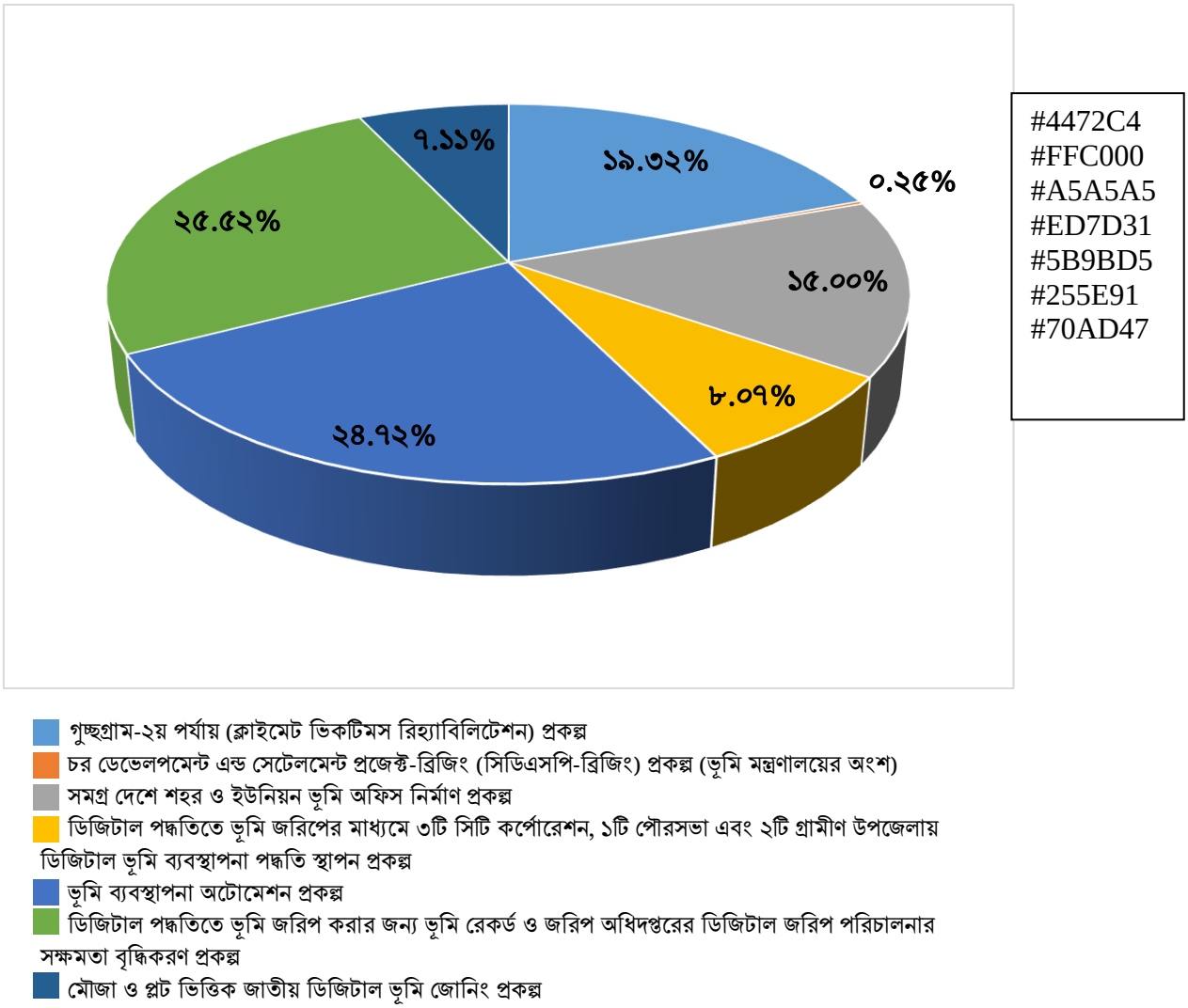

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.২৬: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্র. নং	অর্থ বছর	আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)			ব্যয় ও শতকরা হার (কোটি টাকা)		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১.	২০১৮-১৯	৪৭৭.২৪	-	৪৭৭.২৪	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)	-	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)
২.	২০১৯-২০	৪৩৫.৭৭	৭৩.০৯	৫০৮.৮৬	৩৬১.৭৯ (৮৩.০২%)	-	৩৬১.৭৯ (৭১.১০%)
৩.	২০২০-২১	৫১৯.৭৫	৬.৯০	৫২৬.৬৫	৩৮৮.৪১ ৭৪.৭৩%	২.৭৫ ৩৯.৮৫%	৩৯১.১৬ ৭৪.২৭%
৪.	২০২১-২২	৫৮৩.৮৭	৫৩.৬১	৬৩৭.৪৮	৪৭৭.৮৬৫	৬.৯০৫	৪৮৪.৭৭ (৭৬.০৪%)
৫.	২০২২-২৩	২৮৫.৯৩	১৪৫.৭৯	৪৩১.৭২	১৬৬.৪১ (৫৮.২০%)	৪.৫৪ (৩.১১%)	১৭০.৯৬ (৩৯.৬০%)

চার্ট ৪.৯: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক হার

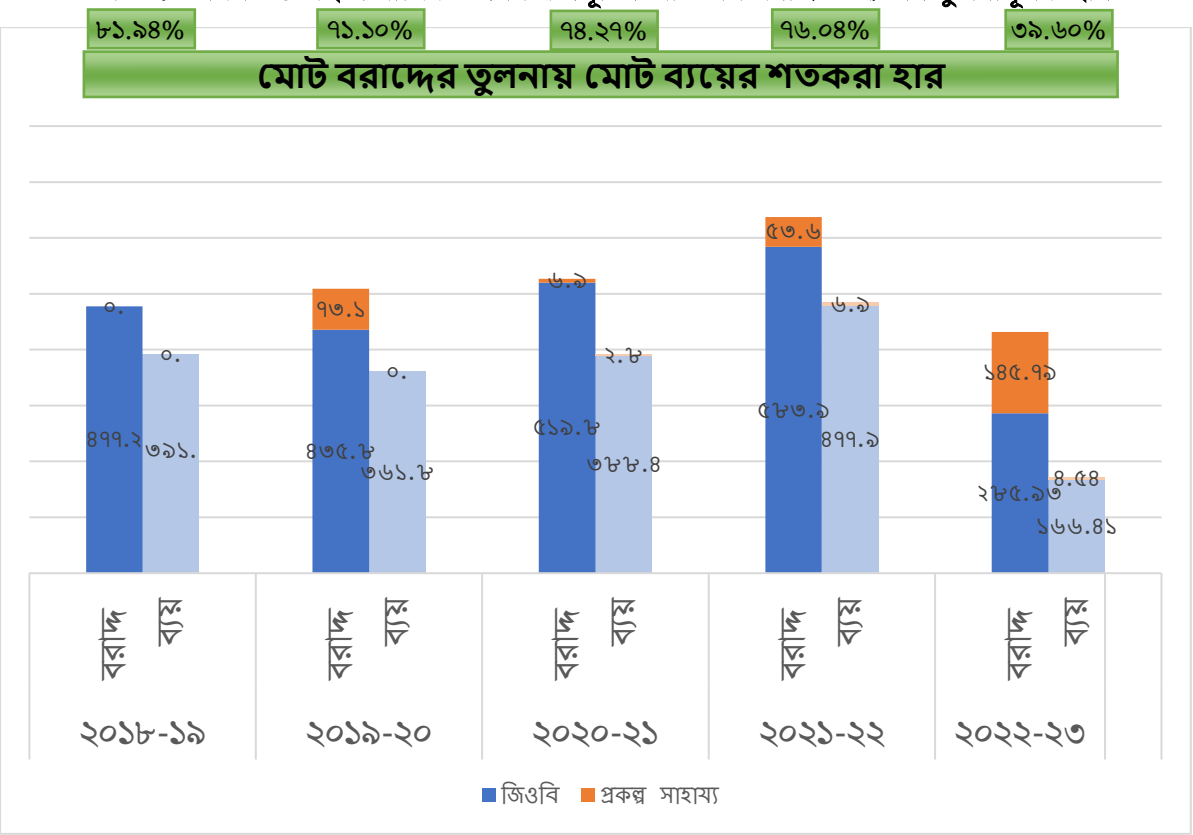

২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) আওতায় ৪৩১.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি খাতে ২৮৫.৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১৪৫.৭৯ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন/২৩ পর্যন্ত ১৭০.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৩৯.৬%।

টেবিল ৪.২৭: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বছরের জুন ২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুন ২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২৪)	৯১৭.৯৪ (-)	৩০.০০ (-)	২৪.৩৫ (-)	৮৫২.৯৪ (-)
২	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)(১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	১২.০৪৮ (৭.৮৭৭)	৩.৩৯ (২.৪৬)	১.৫২ (০.৭৬)	৮.৩২ (৫.৩৫)
৩	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩)	৭১২.৭২ (-)	৮৭.০০ (-)	৬৯.৬৩ (-)	৬১২.৬৭ (-)
৪	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)	৩৮৩.৫০ (৩০৫.৪০)	১৬৩.৩৩ (১৪৩.৩৩)	৫.৬০ (৩.৭৮)	১৬.৯৩ (৮.৮৫)
৫	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৬)	১১৭৪.৫৩	১০০.০০	৩৪.৫৭ (-)	১৮০.৮৬ (-)
৬	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)	১২১২.৫৫	৮.০০	১.৫০ (-)	৩.৩৫ (-)
৭	মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	৩৩৭.৬০	৪০.০০	৩৩.৭৯ (-)	৬৯.৪৪ (-)

চার্ট ৪.১০: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়)

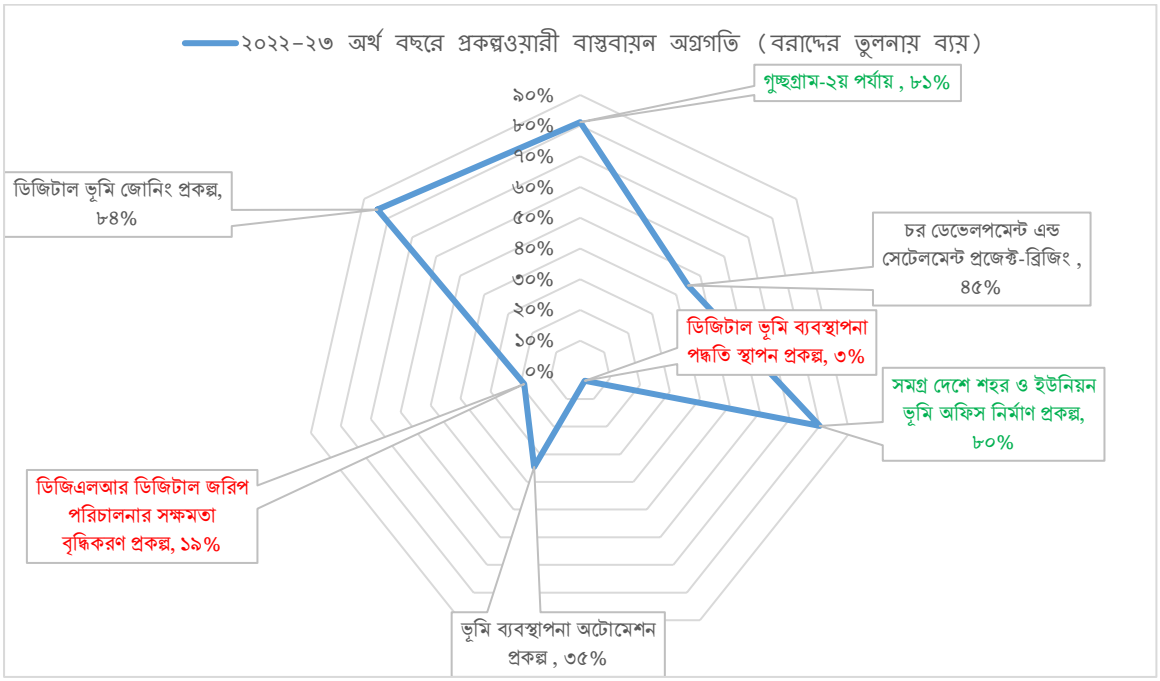

ছবি ৪.১০: ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা

৫ আগস্ট ২০২২ ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপী এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৪.৯.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি:

৪.৯.২.১ গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প

প্রকল্পের দাপ্তরিক নাম: **গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২৩)**

ছবি ৪.৯: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চল সহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষে দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারি খাস জমিতে হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম 'পোড়াগাছা' । পরবর্তীতে 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ১-এর আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫৬৪৭টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প- ২ এর আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯১৭.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর'১৫ হতে জুন' ২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৪৬,২০৬টিটি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন/২৩ পর্যন্ত সারা দেশে ১৫১০টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৪৪,৪৯৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

টেবিল ৪.২৮: ২০২২-২৩ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহেবিলিটেশন) প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যাদি:
১	বাস্তবায়নকাল	০১ অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২৩
২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	সরকারী খাস জমিতে বসতভিটা ও ঘরবাড়ী নির্মাণ করে ভূমিহীন ও ঠিকানাবিহীন পরিবারদের পুনর্বাসন করা, পুনর্বাসিত পরিবারদের প্রশিক্ষণ প্রদান , ক্ষুদ্র ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে স্বাবলম্বী করণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।
৩	প্রকল্প এলাকা	তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতিত সমগ্র বাংলাদেশ।
৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৯১৭.৯৪লক্ষ টাকা (নয়শত একচল্লিশ কোটি একাশি লক্ষ ত্রিশ হাজার)
৫	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৭০২৬৮.৪৩ লক্ষ (সাতশত দুই কোটি আটষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র

(খ) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে ন্যূনতম ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রতি ৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকূপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৭৮ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টিলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি ‘মাল্টিপারপাস হল’ নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে ফলদ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও লিঙ্গ সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারি করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়, জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়। নির্মিত গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- জলবায়ু দুর্গত ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ৫০,০০০টি পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন;
- বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদী ভাঙ্গনের ফলে দুর্গত পরিবারকে ন্যূনতম ০.১৫ একর সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ইকোভিলেজে ০.০৪ একর থেকে ০.০৮ একর বসত ভিটাসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে রেজিস্ট্রি কবুলিয়ত প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
- পুনর্বাসিত পরিবারের-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদানসহ পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান;
- পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;
- প্রত্যন্ত এলাকায় পুনর্বাসিত/পুনর্বাসিতব্য গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

(ঘ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

- সরকারি খাস জমিতে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের লক্ষ্যে কাবিখার আওতায় মাটির কাজ সম্পন্ন করণ;
- প্রতি পরিবারের জন্য ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫ রিং বিশিষ্ট স্যানিটারি ল্যাটিন নির্মাণ, পরিবার প্রতি নির্মাণ ব্যয়, ১,৫০,০০০টাকা -/;
- ৩০ বা তদূর্ধ্ব পরিবার বিশিষ্ট গুচ্ছগ্রামে ৯৯০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ;
- নিরাপদ সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন;
- প্রতি পরিবারকে একটি করে উন্নত চুলা প্রদান;
- আশে পাশে বিদ্যুৎ লাইন থাকা সাপেক্ষে প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বিআরডিবি'র মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমূহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (মাটিরকাজ) সম্পাদন;
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বসত ভিটা উঁচুকরণ, পুকুরখনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ;
- এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২০ পর্যন্ত)

টেবিল ৪.২৯: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	অর্জন(ক্রমপুঞ্জিত)
০১।	গ্রামের সংখ্যা	১২৭৮টি	২৪	১৪১	৫৪৭	১৯৮	৩১	২০০	১২১	৩০	-
		অর্জন	২৪	১৪১	৫৪৭	১৯৮	৩১	২০০	১২১	৩০	১৫১০
০২।	গৃহ, ল্যাট্রিন, রান্নাঘর	৪৬২০৬ টি	৮০০	৪৫৫০	২২৬৮৪	৭২৩৩	১০৬৯	৩০৮৫	৪৫২৪	৫৮৯	-
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	২২৬৮৪	৭২৩৩	১০৬৯	৩০৮৫	৪৪৯৪	৫৮৯ (জুন,২৩ পর্যন্ত)	৪৪৪৯৩ (জুন,২৩ পর্যন্ত)
০৩।	মাল্টিপারপাস হল	২৬৪ টি	১২	৫০	৯১	৯৫	১৬	০	০	০	
		অর্জন	১২	৫০	৯১	৯৫	১৬	০	০	০	২৬৪
০৪।	নলকূপ স্থাপন	৫৪০১টি	১৫১	৫৭৪	৩১৮২	১৩৫০	১৪৪	০	০	০	
		অর্জন	১৫১	৫৭৪	৩১৮২	১৩৫০	১৪৪	০	০	০	৫৪০১
০৫।	ক্ষুদ্রঋণ	১০,০০০ পরিবার	৭৪৩	২৬৯৭	২৫৫৮	১০৬৪	২৯৩৮	০	০	০	
		অর্জন	৭৪৩	২৬৯৭	২৫৫৮	১০৬৪	২৯৩৮	০	০	০	১০০০০
০৬।	আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	২৭০০	১১৬২	-	৫৩৩৮	০	০	০	
		অর্জন	৮০০	২৭০০	১১৬২	-	৫৩৩৮	০	০	০	১০০০০
০৭।	বৃক্ষরোপণ	৩৩,৯৪৯ পরিবার	৮০০	৪৪৪০	১৩৯৫৮	৯০৬৮	৫৬৩৩	০	০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৪৪০	১৩৯৫৮	৯০৬৮	৫৬৩৩	০	০	০	৩৩,৯৪৯
০৮।	উন্নত চুলা	৩৩,৯৪৯ পরিবার	৮০০	৪৪৪০	১৩৯৫৮	৯০৬৮	৫৬৩৩	০	০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৪৪০	১৩৯৫৮	৯০৬৮	৫৬৩৩	০	০	০	৩৩,৯৪৯
০৯।	কবুলিয়ত দলিল	৩৭,২৯৩ পরিবার	৮০০	৪৫৫০	২২৬৮৪	০	০	৬৬৭২	০	৫০০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	২২৬৮৪	০	০	৬৬৭২	০	-	৩৪,৯০৭ (মে, ২৩ পর্যন্ত)
১০।	বিদ্যুতায়ন	১১৯ গ্রাম	৯	৮	২৮	৪৪	৩০	০	০	০	
		অর্জন	৯	৮	২৮	৪৪	৩০	০	০	০	১১৯
১১।	ঘাটলা নির্মাণ	১১১ টি	৩	১৮	৪০	৫০	০				
		অর্জন	৩	১৮	৪০	৫০	০	০	০	০	১১১
১২।	গোসলখানা	২৭৪টি	০	৫৪	৯৮	১০০	২২	০	০	০	
		অর্জন	০	৫৪	৯৮	১০০	২২	০	০	০	২৭৪

(ঙ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৯১৭.৯৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় আরএডিপিতে ৩০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'২৩ মোট আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৩৫ কোটি টাকা (আরএডিপি বরাদ্দের ৮১.১৭%) এবং জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৮৫২.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৩.০%।

(চ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৫১০টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৪৪৪৯৩টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(চ) ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.৩০: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	অর্থায়ন (কোটি টাকায়)
১	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-১	জুলাই '৮৮- জুন '৯৮	১০৮০টি	৪৫৬৪৭	জিওবি এবং ইসি (৮৭.৫৩)
২	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	জুলাই'৯৮- ডিসেম্বর'০৮	৪২৭টি	২৫৩৮৫	জিওবি এবং ইসি (১৬৫.৯৫)
৩	গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি)	জানুয়ারি'০৯ সেপ্টেম্বর'১৫	২৫৪টি	১০৭০৩	জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল জেডিসিএফ) (১৮৪.০৮)
৪	গুচ্ছগ্রাম -২য় পর্যায় (সিভিআরপি)	অক্টোবর/১৫-জুন/২০২৪(প্রস্তাবিত)	১৫১০টি	৪৪৪৯৩	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) খরচ ৯১৭.৯৪ কোটি টাকা
		সর্বমোট:	৩২৭১টি গ্রাম	১,২৬,২২৮ পরিবার	

টেবিল ৪.৩১: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম
১	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সানিয়াজান
		লালমনিরহাট সদর	হিরামানিক১-
			হিরামানিক২-
২	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	কুট ভাজনী বালাসুতি (ছিটমহল)
৩	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	বৈরচুনা সিরাইল
৪	দিনাজপুর	কাহারোল	বাগপুর২-
		পার্বতীপুর	রিফিউজিপাড়া১-
৫	রংপুর	পীরগাছা	জুয়ান১ -
		গঙ্গাচড়া	আরজি জয়দেব
৬	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	সালাইপুর
৭	ফরিদপুর	ফুরিদপুর সদর	কবিরপুর৫-

ছবি ৪.১০: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন

৩ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

ছবি ৪.১১: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর

১৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত সুন্দরপুর গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী (তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী) সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। গুচ্ছ গ্রামের বসবাসরত ১২০ টি পরিবারের মাঝে জমির দলিল তুলে দিচ্ছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী

চিত্র ৪.১২: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

চিত্র ৪.১৩ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর

চিত্র ৪.১৪: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর

চিত্র ৪.১৫: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

৪.৯.২.২ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প

প্রকল্পের দাপ্তরিক নাম: **চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)**

ছবি ৪.১৬: সিডিএসপি-বি প্রকল্পে ভূমিহীন পরিবারের খতিয়ান বিতরণী অনুষ্ঠানে ভূমি সচিব

১৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প- ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) এর উদ্যোগে ভূমিহীন পরিবারের মাঝে বন্দোবস্তকৃত প্রায় তিন শত একর কৃষি খাস জমির খতিয়ান বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ।

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পটির পূর্বের ৪টি ফেইজের (১৯৯৪ হতে ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত) সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় (এ পর্যন্ত ৩৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৪৪,০০০ একর খাস জমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম সমাপ্ত) ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন ৩ বছর মেয়াদি সিডিএসপি ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। । ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটি ২০২২ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশে ৬০০০ ভূমিহীন পরিবার ৭,০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত পাবে। ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাধীন উপকূলীয় চরাঞ্চলের উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও সমাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। একই সাথে উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৪

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চল বিশেষত উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;

(২) উপকূলীয় চরাঞ্চলের ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(১) নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাধীন উপকূলীয় চরাঞ্চলের উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ;

(২) উড়ির চরে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করণে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

(৩) ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LRMS) সফটওয়্যারটির জিআইএস ভিত্তিক উন্নয়ন।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ড

১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, সংসদ সদস্য বেগম আয়েশা ফেরদৌস-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ডিসেম্বর' ১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩,৫০৮ টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ১৭,৫৬০ একর কৃষি খাস জমি বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পে জিওবি ও আরপিএ খাতে প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১২০৪.৭৭ লক্ষ টাকার (জিওবি- ৪১৭.০৬ ও আরপিএ- ৭৮৭.৭১) বিপরীতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৮৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ, ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৮৩২.০০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৯.০%। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপি' তে সর্বমোট ৩৩৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি খাতে বরাদ্দ ৯৩.০০ লক্ষ টাকা, আরপিএ খাতে বরাদ্দ ২৪৬.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দের বিপরীতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ১৫২.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা আরএডিপি বরাদ্দের ৪৪.৮৪%।

(ঙ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

২০২২-২৩ অর্থবছরে জুন পর্যন্ত ৪৮১২ টি ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে, জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে ৩৯৬৬টি, কবুলিয়াত সম্পাদন হয়েছে ২৮৬০টি, কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ২৮৫৬টি এবং খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে ২৭৬১টি। ভৌত অগ্রগতি ৪৬%।

৪.৯.২.৩ সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের দাপ্তরিক নাম: **সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩)**

ছবি ৪.১৭: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। দেশের ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিসের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সকল ভূমি মালিককে ভূমি হালনাগাদ সংক্রান্ত কাজে আবশ্যিক ভাবে ভূমি অফিসে যেতে হয়। দেশের বিদ্যমান ভূমি অফিস গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় ভূমি অফিসের সেবা প্রদান কার্যক্রম সন্তোষজনক করা সম্ভব নয়। অনেক ভূমি অফিস (পুরনো তহসিল অফিস) কাজের অনুপযোগী। ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ে এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল ইউনিয়নে ভূমি অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে দেশের সকল মহানগর, পৌরসভা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করে।

আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভূমি অফিসের সেবা প্রদান দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ তথা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংযোজিত নতুন অফিস ভবন প্রয়োজন। সমগ্র দেশে ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়- ৭১৫.৪৭ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অফিসের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ভূমি অফিসের ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ।

- ৯৯৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং ভূমি রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা বৃদ্ধি করা।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

৯৯৮ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং ভূমি রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণে সুবিধা বৃদ্ধি করা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন ও বাজেট

সমতল এলাকায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট। ২ তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা, এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট আয়তনের ৩ তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা (নিচ তলা খালি), ব্যয় ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ।

(ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা ও নির্মাণ সামগ্রী

১০৩৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১-তলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি অফিসে ২টি অফিসকক্ষ, ১টি রেকর্ড রুম, বারান্দায় ১টি অপেক্ষমাণ এলাকা, ৩টি টয়লেট (১টি সংযুক্ত এবং ২টি পুরুষ ও মহিলা) এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য একটি সিঁড়ি থাকবে।রেকর্ড রুমের তিনদিকে কোন জানালা থাকবে না এবং একদিকে দুই ফিট উচ্চতায় লোহার শক্ত গ্রিল দেওয়া হবে। ভবনটি আরসিসি কলামের ফ্রেম স্ট্রাকচার হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আরসিসি কাজে পাথরকুচি ব্যবহার করা হবে। জানালা ও ফ্যানলাইটে থাই এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হবে।

(চ) প্রকল্প কম্পোনেন্ট

প্রকল্পের নিম্নলিখিত ২(দুই) টি উপাদান রয়েছে- (ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূমি অফিস সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) সহযোগিতায় ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ।

(ছ) ভূমি অফিস স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্টাফদের চাহিদা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিষয় নির্ধারণ করবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা ও সেবার মান বাড়ানোসহ পেশাগত ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাৎসরিক ভিত্তিতে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতি ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন করে মোট ৩০০ (তিনশত) টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি ভূমি অফিসে প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

(জ) ভূমি অফিসের অবকাঠামো নির্মাণ

সমতল এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫(একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ২ (দুই) তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ (এক) তলা এবং উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ (একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ৩ (তিন) তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ (দুই) তলা (নিচ তলা খালি) ভবন নির্মাণ করা হবে। মহানগর ও পৌর এলাকায় বিশেষ স্থাপত্য নকশা মাধ্যমে অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে।

(ঝ) প্রকল্প ভৌত অগ্রগতি

জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১০৪৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। মামলা ও নদীভাঙনজনিত সমস্যার জন্য ০৭টির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। সে অনুযায়ী ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৩৩%।

(ঞ) আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পটির মাধ্যমে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১০৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ১০৪৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। জুন'২০২৩ পর্যন্ত ৬১২.৬২ কোটি ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮৬.০% প্রায়।

৪.৯.২.৪ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প

ইনফোগ্রাফ ৪.১: ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প

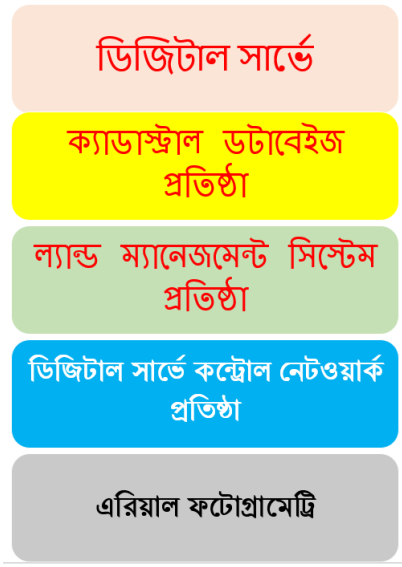

প্রকল্পের দাপ্তরিক নাম: **ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)**

(ক) প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি

জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপস ও খতিয়ান প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক সার্ভে প্রযুক্তি যথা, গ্লোবাল ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (জিএনএসএস), স্যাটেলাইট ইমেজারী, Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/ সার্ভে ড্রোন, ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিন (ইটিএস) ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন। জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, ভূমি বিবাদ হ্রাস, ভূমি রাজস্ব বর্ধিতকরণ এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, দ্রুত ও উন্নত ভূমি তথ্য সেবা সকল ভূমি মালিকের মাজে পৌঁছে দেওয়া।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

১. ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৬ টি স্থানে ৫৮৯ টি মৌজায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ (মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড) সম্পন্নকরণ;

২. ডিজিটাল রেকর্ড ডাটার সাথে মৌজা ম্যাপ ও মিউটেশন রেকর্ডের সমন্বয় করে ক্যাডাস্ট্রাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৩. সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সেটেলমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগর মধ্যে ল্যান্ড ডাটা বেইজ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা । এজন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস (জেডএসও), উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস (এএসও অফিস), জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(ঘ) প্রত্যাশিত সুফল

(১) ভূমি জরিপ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেট ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে;

(২) ভূমি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় ভূমি মালিকগণ তাদের প্রত্যাশিত তথ্য সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারবে;

(৩) মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ডের মধ্যে লিংকেজ প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় রেকর্ড দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট প্লট দেখা যাবে;

(৪) ভূমি বিবাদ হ্রাস পাবে ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ হবে;

(৫) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে;

(৬) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

(৭) নগর পরিকল্পনা ও এর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি ডাটা আদান প্রদান করা যাবে।

(ঙ) প্রকল্প এলাকা

৩টি সিটি কর্পোরেশন: নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী

১টি পৌরসভা: মানিকগঞ্জ এবং

২টি গ্রামীণ উপজেলা: ধামরাই উপজেলা এবং কুষ্টিয়া সদর উপজেলা

(চ) প্রকল্প ব্যয়

সর্বমোট: ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা

জিওবি: ৭৮.০৯ কোটি টাকা

প্রকল্প সাহায্য: ৩০৫.৪০ কোটি টাকা

৪.৯.২.৫ ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প

প্রকল্পের দাপ্তরিক নাম: **ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)**

ইনফোগ্রাফ ৪.২: ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ (ডিজিটাল বাংলাদেশ) গঠনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি সংক্রান্ত সমন্বিত সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার নাম ‘‘ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প”। গত ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন” শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। একটি সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নত মানের ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সফটওয়্যার তৈরি করে ও তা মাঠ পর্যায়সহ ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল অফিসে বাস্তবায়ন করা এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্প ব্যয় ১১,৯৭০৩.১৮ লক্ষ (এগারশত সাতানব্বই কোটি তিন লক্ষ আঠারো হাজার) টাকা।

প্রকল্পটি এই অর্থবছরে চালু হওয়ায় অফিস ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই অর্থবছরে প্রকল্পের পরিচালকসহ, একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া দুইজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। একজন ভূমি ব্যবস্থাপনা (ডোমেইন) বিশেষজ্ঞ। অপরজন প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ। এছাড়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পে সরাসরি জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সচল রাখতে এ প্রকল্প হতে মোট ৫২,৩১,৯৯,৭৮০/- টাকা এই অর্থবছরে ছাড় করা হয়। জরুরী প্রয়োজনে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়।

(খ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

সার্বিকভাবে এ প্রকল্প ভূমি সেবার মান বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। প্রকল্পে প্রত্যাশিত ফলাফল পাবে নাগরিকগণ, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। নাগরিকদের জন্য প্রকল্পটি একটি আধুনিক (ডিজিটালাইজড), স্বচ্ছ ও স্বয়ংক্রিয় ভূমি ব্যবস্থাপনা উপহার দিবে। ইলেকট্রনিক রাজস্ব আদালত প্রতিষ্ঠা পাবে এবং ইহা ভূমি সংক্রান্ত মামলা কমাবে। ফলে দেওয়ানি আদালত ও রাজস্ব আদালতে মামলা জট

কমে আসবে। ভূমির মালিকানা/স্বত্বের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে এবং ভূমির দাগের ইতিবৃত্ত জানা যাবে ফলে একটি স্বচ্ছ ভূমি বাজার প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সার্বিকভাবে এ প্রকল্প সমন্বিতভাবে ভূমি প্রশাসনের সকল সেবা পরিকাঠামোকে জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে পারবে। সার্বিকভাবে যে ফলাফল বয়ে নিয়ে আনবে তা নিম্নরূপ:

নাগরিকদের জন্য সুবিধা:

- ভূমি সংক্রান্ত যে কোন সেবা পাওয়ার জন্য সেবাগ্রহীতা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন;
- অনলাইন পেমেন্টে গেটওয়ের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য ফি লেনদেন করা যাবে এবং এসএমএস/ই-মেইলের মাধ্যমে প্রমাণকের নিশ্চয়তা জানতে পারবেন;
- জনগণ ভূমি নিবন্ধন, নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ (রেকর্ড সংশোধন), মৌজা ম্যাপ/চিটা নকশা প্রাপ্ত অনলাইনে প্রাপ্ত হবেন;
- নামজারি-জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ (মিউটেশন) প্রক্রিয়া সহজ ও সরল হবে; (ওয়ারিশ মোতাবেক হিস্যা নিশ্চিত হবে)
- ভূমি মালিকানা/স্বত্বের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে;
- ভূমির দাগের ইতিবৃত্ত জানা যাবে;
- অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্য, ক্ষতিপূরণ অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং সহজ ও সরল হবে;
- রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার অনলাইন উপাত্ত ভান্ডার হবে এবং সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে;
- খাসজমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে হবে;
- সায়রাত মহাল ইজারা ব্যবস্থাপনা ই-টেন্ডারের মাধ্যমে হবে ফলে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত হবে;
- জনগণের দুর্ভোগ ও হয়রানি কমবে;
- বাংলাদেশের যে কোন ভূমির বিস্তারিত ইতিবৃত্ত অনলাইনে পাওয়া যাবে;

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা:

- ভূমি অফিস ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ইলেকট্রনিকিলি যুগপদভাবে কাজ করবে;
- ভূমি নিবন্ধন তথ্য ও মৌজা ম্যাপের চিটা নকশা সহকারে খতিয়ান সরবরাহ করা যাবে;
- আধুনিক এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অফিস ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে;
- ভূমি সংক্রান্ত সকল ধরণের হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে;
- বাস্তব সময় ভিত্তিতে সকল রেজিস্টার অর্থাৎ সিস্টেমের সকল অঙ্গ (মডিউল) হালনাগাদকরণ হবে;
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়বে;
- ভূমি উন্নয়ন করসহ অন্যান্য ফি অনলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হবে ফলে রাজস্ব আদায় ৩-৪ গুন বৃদ্ধি পাবে;
- জনগণের কাছে সরকারের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি হবে;
- বেতন কাঠামো ব্যবস্থাপনাসহ অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়বে;
- সিস্টেম থেকে উপজাত হিসেবে "নির্ভুল ভূমি ডাটা ব্যাংক" তৈরি হবে;
- ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রম ড্যাশ বোর্ড এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয় এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বাস্তবসময় ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করতে পারবেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সুবিধা:

- ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংক্রান্ত সেবা পরিচালনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- জনবান্ধব সেবা দানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত হবে।

(গ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

কারিগরিধর্মী এ প্রকল্পের আওতায় ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবাকে একটি ছাতার নিচে এনে তা পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করা হবে। সকল ধরণের ভূমি সেবা সনাক্তকরণের মাধ্যমে সেগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপ এবং গ্রুপগুলোকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্ত করে প্রতিটি ক্লাস্টারভিত্তিক একটি করে সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। সকল সফটওয়্যারকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা হবে যেন নাগরিকগণ একটি জায়গা থেকেই সকল ধরণের ভূমি সেবাপ্রাপ্ত হতে পারেন।

এ সফটওয়্যারগুলো কাস্টমাইজড করার জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে। ১ম দুই বছরে সফটওয়ারগুলো প্রণয়ন করা হবে। ৩য় বছরে সফটওয়ারগুলো ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, ঐ বিভাগের অন্তর্গত একটি করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঐ জেলার অর্ন্তগত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সকল উপজেলা ভূমি অফিস, সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে টেস্টিং করা হবে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভূমি মন্ত্রণালয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) কার্যালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উক্ত সফটওয়ারের কার্যকারিতা যাচাই/পরীক্ষা করা হবে। প্রকল্পের ৪র্থ ও ৫ম বছরে সমন্বিত সফটওয়ারটি সারা দেশে চালু করা হবে।

(ঘ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

"ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ১,১৭৪,৫৩.১৮ (এক হাজার একশত চুয়াত্তর কোটি তিপান্ন লক্ষ আঠার হাজার) টাকা । ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি'তে মোট বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট খরচ ৩৪.৫৭ কোটি টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৩৪.৫৭%। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮০.৮৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৫.৪০%।

(ঙ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

ভূমি ব্যবস্থাপনার সেবাসমূহ অটোমেশনে আওতায় আনতে ভূমির প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের (রেজিস্টার-২ হোল্ডিং এর ডাটা, পুরাতন নামজারির ডাটা, রেকর্ডরুমের ডাটা, খাস জমির ডাটা, সায়রাত মহালের ডাটা) ডাটাবেজ প্রস্তুতের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত রেজিস্টার-২ হোল্ডিং এন্ট্রিকৃত ডাটার সংখ্যা ৪,১১,৬২,১৭৮ টি, পুরাতন নামজারির ডাটা এন্ট্রি ৫২,৮০,২৮৫ টি, এবং রেকর্ডরুমের ডাটা এন্ট্রি সংখ্যা ১৫,৩৫,৩২৩ টি (৭ টি জেলা)।

৪.৯.২.৬ ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের দাপ্তরিক নাম: **ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫)**

ইনফোগ্রাফ ৪.৩: ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

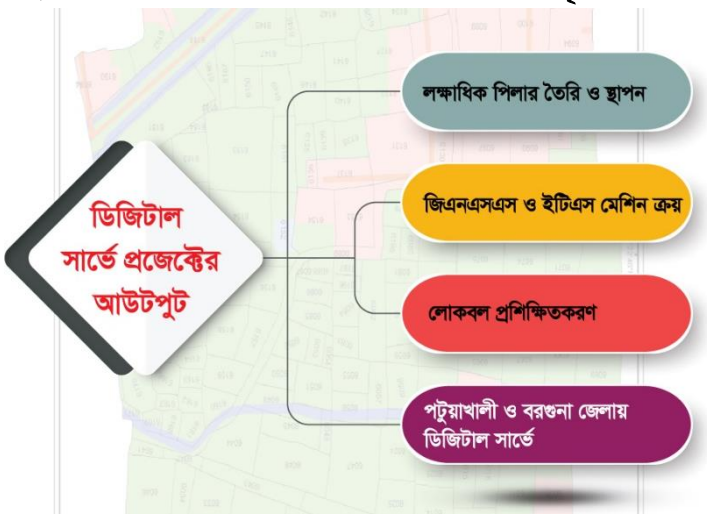

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

এ প্রকল্পের মাধ্যমে (ক) পটুয়াখালী জেলার ৮টি এবং বরগুনা জেলার ৬টি সহ ১৪টি উপজেলার ডিজিটাল মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা; (খ) ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায় ৪৭০টি উপজেলায় সকল আরএস খতিয়ান, মৌজাম্যাপ স্ক্যানিং, স্কেলিং, ভেক্টরাইজিং, জিইওডেটিক সার্ভে এর মাধ্যমে জিওরেফারেনসিং করে ডিজিটাল মৌজাম্যাপ প্রস্তুত করা; (গ) Digital Land Surveying System (DLSS) প্রতিষ্ঠা করা; এবং (ঘ) ১০০ জন ToT এবং ২৪৬৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১৪/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১২.৫৪৮৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা হিসেবে সারাদেশে ৪৫৯টি ও ঢাকা মহানগরীর ১১টিসহ মোট ৪৭০টি উপজেলা (৩টি পার্বত্য জেলা, এ্যাকসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প, ইডিসিএফ প্রকল্প, পলাশ ও সাভার উপজেলা ব্যতীত) উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- "ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রবর্তনের অংশ হিসাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার ০৮টি এবং বরগুনা জেলার ০৬টি উপজেলাসহ মোট ১৪টি উপজেলার ভূমি জরিপ করার মাধ্যমে ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা;

- সমগ্রদেশের ০৩% এলাকা; সুবিধাভোগী-পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সকল ভূমি মালিকগণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ভূমি ব্যবহার করে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা কারী ব্যক্তি ও সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- ০৩টি পার্বত্য জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় "ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রবর্তনের অংশ হিসাবে ৪৭০টি উপজেলায় (ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত 'ডিএলএমএস' প্রকল্পভুক্ত ০৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলাসহ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সকল সর্বশেষ প্রকাশিত আর,এস(রিভিশনালসার্ভে) মৌজাম্যাপ এর 'মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প' হতে প্রাপ্ত Digitized কপিকে Geodetic Surveying এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মান দ্বারা Geo-referencing করে ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা;
- সুবিধাভোগী-প্রকল্প এলাকার সকল ভূমি মালিকগণ, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ভূমি ব্যবহার করে সবধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনাকারী ব্যক্তি ও সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল ল্যান্ডসার্ভেয়িং সিস্টেম (DLSS) প্রতিষ্ঠাকরা, যা জনগণের প্রজাস্বত্ত্বের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং জমিতে মালিকানার আস্থা সুরক্ষিত রাখবে;
- আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করণের জন্য ১০০জন টিওটি (ট্রেনিংঅবদি ট্রেনার)সহ মোট ২৪৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের বিষয়ে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- সারোদেশে ৭০৫০ টি Geodetic Control Point এবং ২৫৩২৬০ টি GPS Pillar বসানোর পরিকল্পনা আছে।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

বর্ণিত প্রকল্প এর আওতাভুক্ত উপজেলা ও রেভিনিউ সার্কেল সংখ্যা ৪৭০টি (৬১টি জেলার ৪৫৯টি উপজেলা ও ঢাকা মহানগরীর ১১টি রাজস্ব সার্কেল)। ৩২টি উপজেলা (০৩ পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা, ০৩টি সিটি কর্পোরেশন - নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং ০২টি গ্রামীণ উপজেলা - ঢাকা জেলার ধামরাই ও কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলা, জামালপুর জেলার সদর উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা এবং নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা) এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয়।

(ঘ) প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ও আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৮.০ কোটি টাকা। জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১.৫০ কোটি টাকা। জুন ২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩.৩৫ কোটি টাকা।

৪.৯.২.৭ মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প

প্রকল্পের দাপ্তরিক নাম: **মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)**

ইনফোগ্রাফ ৪.৪: ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

"মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প" -টি মোট ৩৩৭.৬০০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৯ μ ০৯ μ ২০২০ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পটি সমগ্র দেশের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, "মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প" -টির আওতায় ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত মৌজা শিট এর স্কেন কপি এবং ডিজিটাইজড কপির ওপর কোন নির্দিষ্ট এলাকার রিমোট সেন্সিং ইমেজ সংগ্রহ পূর্বক তা প্রক্ষেপণ করে মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ডিজিটাইজড ভূমি জোনিং মানচিত্র প্রণয়ন করত: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এটি প্রধানত: প্রশাসনকে ভূমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। ভূমি অটোমেশন প্রকল্পের প্লট নাম্বার এবং প্লট ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাদি ডিজিটাইজড ভূমি জোনিং মানচিত্রে সন্নিবেশিত করা হবে বিধায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ভূমি প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এই তথ্য ব্যবহার করে অপ্রতুল ভূমি সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহার করে দেশের ভূমি সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য:

- ভূমির গুণাগুণ অনুযায়ী ভূমিকে প্লটওয়ারী কৃষি, আবাসন, বাণিজ্যিক, পর্যটন ও শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সারাদেশে মৌজা ও প্লটভিত্তিক ডাটা বেইজ প্রণয়ন;

- ভূমি জোনিং ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজন এবং সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রচার-প্রচারণা চালানো।
- ভূমি জোনিং বিষয়ক কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক 'ইউনিট' গঠন।

সুবিধা:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সমগ্র দেশে ডিজিটাল ভূমি জোনিং ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অপ্রতুল ভূমি সম্পদের অনুকূল ও বিচক্ষণ ব্যবহার করে দেশের ভূমি সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে;
- প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের দুই ফসলী ও তিন ফসলী কৃষি জমি চিহ্নিত করা হবে। ফলে কৃষি জমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়তি হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণী ভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে;
- প্রকল্পটি প্রধানত: কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনকে ভূমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে;
- প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক দর্শন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

(ঘ) প্রকল্পের মূল কার্যাবলী

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নিকট হতে ১,৩৮,৪১২ টি মৌজা ম্যাপ শিট সংগ্রহ ও স্ক্যান করা;
- স্ক্যানকৃত মৌজা ম্যাপ সমূহ ডিজিটাইজড/ সফটকপি প্রণয়ন করে জিওরেফারেন্সিং করা;
- ক্রয়ের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ করা;
- সংগ্রহীত স্যাটেলাইট ইমেজ এর ওপর, ইমেজ প্রসেসিং, ইমেজ ক্লাসিফিকেশন, ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ প্রণয়ন ও ডাটাবেইজ তৈরি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে প্রাপ্ত ল্যান্ড ইউজ সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিজিটাল মৌজা ম্যাপে প্রতিস্থাপন করে "মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতকরণ;
- মাঠ পর্যায় হতে বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা;
- স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্যের সাথে মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই করা;
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা;
- সংগৃহীত তথ্য অধিকতর যাচাই বাছাই ও পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা।
- কোন এলাকার ভূমি জোনিং সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন না হওয়া পর্যন্ত কোন সংশোধন বিষয়ে প্রকল্পকে অবহিত করণের জন্য মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব প্রদান;
- প্রকল্পের তথ্যাবলী ডিএলআরএস এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ও ভূমি অটোমেশন প্রকল্পের সাথে Linkage স্থাপন করা:
- ভূমি জোনিং বিষয়ক কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব পেশ করা;
- চূড়ান্তভাবে ভূমি জোনিং ম্যাপ, প্রতিবেদন মুদ্রণ ও দাখিল করা।

(ঙ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌথ অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের ১,৩৮,৪১২টি মৌজা ম্যাপ শীট ক্রয় করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৯৬,৮৩৮টি স্ক্যান করা হয়েছে এবং বাকি গুলোর কাজ চলমান রয়েছে;
- সারাদেশের মৌজা ম্যাপসমূহ ডিজিটাইজকরণ কাজে নিয়োজিত ফার্ম ৩৪৬০০টি মৌজা ম্যাপ শীট ডিজিটাইজ করে দাখিল করেছে;
- Mobile APP Android version Google play store এ পাবলিশ করা হয়েছে;
- Mobile App ios এর Development version পাওয়া গেছে;
- ৫টি উপজেলা (গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, যশোর জেলার অভয়নগর, সিলেটের জৈন্তাপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়াচর) ডিজিটাইজড মৌজাম্যাপ শীট জিওরেফারেন্সিং এবং ল্যান্ডইউজ স্যাটেলাইট ইমেজ সহ ওয়েব ম্যাপিং এবং মোবাইল অ্যাপস এ ভিজুয়ালাইজড করা হয়েছে;
- স্যাটেলাইট ইমেজ ও ল্যান্ডইউজ ক্লাসিফিকেশন (land use data) কাজের ৮০% ইমেজ পাওয়া গেছে এবং সারাদেশের ৭০% Ground Control Point (GCP) সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৫০টি উপজেলার স্যাটেলাইট ইমেজের অর্থো রেক্টিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে।

(চ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৩.৭৯ কোটি টাকা অর্থ ব্যয় হয়েছে যা শতকরা হিসেবে ৮৪.৫০%। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৯.৪৪ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ২০.৫৭%

পঞ্চম অধ্যায়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

৫.১ ভূমিকা

সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আধুনিক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতিতে মূলত সরকারি কার্যক্রমকে 'পদ্ধতি নির্ভর' হতে 'ফলাফল নির্ভর' করা হয়েছে।

ছবি ৫.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর

০৩ জুলাই ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থেকে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ-এর নিকট হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত মোট সংযুক্ত স্কোর: **৬৮.২ / ১০০**

ছবি ৫.২: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখে জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ-এর নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ভূমি ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ছবি ৫.৩: শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদযাপনের

১৮ অক্টোবর, ২০২২ ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ-এর নেতৃত্বে সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে দিয়ে 'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' উদযাপনের কর্মসূচি পালন করে ভূমি মন্ত্রণালয়।

ছবি ৫.৪: পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে সকালে ভূমি সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ-এর নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ গণকর্মচারীবৃন্দ ভূমি ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর

৬.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড

৬.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

১৩ই আগস্ট ১৭৭২ সনে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'বোর্ড অব রেভিনিউ'। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সনে ''বোর্ড অব রেভিনিউ'' বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব অফিসসমূহ তদারকি ও পরিদর্শনের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ 'ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের' অধীন একজন ভূমি সংস্কার কমিশনার (যুগ্মসচিব) এবং চার বিভাগের জন্য চার জন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারকে (উপসচিব) দেয়া হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এ্যাক্ট, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালের শেষদিকে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ মোতাবেক তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড নামে দুটি পৃথক বোর্ড সৃষ্টি করা হয়।

৬.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- **রূপকল্প**(Vision) - দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা
- **অভিলক্ষ্য(Mission)** - দক্ষ, স্বচ্ছ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধবসেবা নিশ্চিতকরণ

৬.১.৩ ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রধান কর্মদায়িত্ব

- সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন
- ভূমি রাজস্ব/ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, আদায় এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির
- জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বাজেট ব্যবস্থাপনা(বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ)
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন,তত্ত্বাবধানও পরিবীক্ষণ
- বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি

৬.১.৪ ভূমি সংস্কার ২০২২-২৩ এ প্রধান কর্মকান্ড

- ২০২৩ সালের মাসের মধ্যে সারা দেশের উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারি রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভূমি সংস্কার বোর্ডে মোট ৬৯টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়ের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সর্বমোট ১৪৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তাগণ ৪৭৫টি ভূমি অফিস পরিদর্শন করেন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ কর্তৃক অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের হোল্ডিং সংখ্যা ৬৯.৯৩ লক্ষ।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ কর্তৃক ই-মিউটেশনের মাধ্যমে নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন নিষ্পত্তিকৃত সংখ্যা: ৯৫ লক্ষ।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এর আওতাভুক্ত ঢাকা নওয়াব এস্টেট থেকে ২,৯১,৪৫,৭৮৬.৩৩ (দুই কোটি একানব্বই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা তেত্রিশ পয়সা) এবং ভাওয়াল রাজ এস্টেট থেকে ১,৫৭,৬৮,২৩১/- (এক কোটি সাতান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকা লীজমানি হিসেবে আদায় করা হয়।
- ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের (ক) ই-মিউটেশন System (খ) Budget Management System (গ) Employee Information Management System সকল উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চালু রয়েছে। অন্যান্য মডিউলসমূহের মধ্যে (ক) Land Development Tax Management System (খ) Mutation Review Management System (গ) Rent Certificate Management System ও (ঘ) Misc. Case Management System এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।

ছবি ৬.১: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রীকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি রেকর্ড ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান সোলেমান খান

৬.২ ভূমি আপীল বোর্ড

৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি

মানুষ মাত্রই কোন না কোন ভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে আমাদের কৃষি নির্ভরশীল দেশে ভূমির গুরুত্ব আরো বেশী। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সংকট দিনদিন প্রকটতর হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইনের জটিলতা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সুদীর্ঘকাল ধরে এতদাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুখ্য ভিত্তি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত গভীরভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনর সাথে সম্পৃক্ত। এর রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য।

অতীতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে মূলত কর আদায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বুঝাতো। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে শুধু কর আদায়কেই বুঝায় না বরং ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে গণমানুষের ভোগান্তি হ্রাসসহ ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। তদানীন্তন ভারতের অংশ হিসাবে এদেশে সর্ব প্রথম ১৭৭৬ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক "বোর্ড অব রেভিনিউ" গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই বোর্ডের অধীনে সিভিল সার্ভিস সদস্যরা রাজস্ব বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতেন এবং "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তখন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে কালেক্টর এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সানে "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন জমিদারী প্রথা, নবাব, রাজা ও মহারাজাদের কার্যক্রম ১৭৯৩ সনের স্থায়ী বন্দোবস্ত রেগুলেশন মতে নিয়ন্ত্রিত হতো। যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বোর্ড অব রেভিনিউ কাজ করতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ বহালের পর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজস্ব বিষয়ক প্রায় সকল আইন বাতিল হয়। এছাড়া ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ ও হাট-বাজার ইজারা তারিখ/সন প্রদান পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ায় এবং "বোর্ড অব রেভিনিউর" গুরুত্ব কম বিবেচিত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ নির্বাহী দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা নিরসনকল্পে ১৯৮০ এর দশক অনুরূপ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ১৯৮১ সনের ১৩ নং আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালের শেষ দিকে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সানের ১৬ মার্চ ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি আপীল বোর্ড ও ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে দুটি বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

ভূমি রাজস্ব মামলায় জনগণের সুবিচার প্রাপ্তি, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৮৯) এর মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ পরবর্তী জাতীয় সংসদে পাস হয় ও ৩১ মে, ১৯৮৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ (আইন নং ২৪, ১৯৮৯) নামে অভিহিত হয়। এভাবেই ভূমি আপীল বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

৬.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- বাদী/বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ ও দলিলপত্র পরীক্ষা পূর্বক বিরোধ নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান;
- যথা সম্ভব শুনানির দিন কম ধার্য করে স্বল্প সময়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারিক সুবিধা প্রদান;
- মামলা নিষ্পত্তির পর স্বল্পতম সময়ে বাদী/বিবাদীকে আদেশের কপি প্রদান;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগাত নিরীহ জনগণের ভোগান্তি লাঘব করা;
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়াই সেবা পৌঁছে দেয়া।

৬.২.৩ কার্যাবলী

- ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়);
- নামজারি জমাখারিজ মামলা;
- সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
- ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
- ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
- খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
- পি.ডি.আর. এ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা;
- অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা;
- ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত);
- অধস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অণুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ দান;এবং
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬.২.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক ৫৯১ টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগন কর্তৃক অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-গণসহ ৮২ জন কর্মকর্তাকে নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ভূমি সেবা সংক্রান্ত বিচারিক মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০১ (এক)টি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আদালত/অফিস; ০৫ (পাঁচ)টি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস;
- ১৯ (উনিশ)টি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস পরিদর্শন করা হয়েছে।

ছবি ৬.২: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রীকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি আপীল বোর্ডের সদস্য

৬.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের

৬.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সাল হতে ভূমি রেকর্ড দপ্তর Department of Land Record নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয় ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে। ১৯৫৩ সালে বর্তমান অবস্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এর অফিস প্রধান ছিলেন একজন উপসচিব এবং ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একজন যুগ্ম-সচিব এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিবগণ এ অধিদপ্তরের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

৬.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- **রূপকল্প (Vision)** - জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা।
- **অভিলক্ষ্য (Mission)** - দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

৬.৩.৩ কার্যাবলী

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
- প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
- পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন ।
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিসিএস (প্রশাসন), (পুলিশ), (বন), (রেলওয়ে) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন।

৬.৩.৪ ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন

- ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণঃ জোনাল সেটেলমেন্ট এবংদিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে প্রচলিত (ম্যানুয়াল পদ্ধতির) জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালীসহ ১৫টি জোনে জরিপ কাজ চলমান আছে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের কেরানীগঞ্জ, সাভার, পলাশ, সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর ও গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান রয়েছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে।

- ডিজিটাল জরিপ পরিচালনা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার ইটবাড়ীয়া মৌজায় ড্রোনের মাধ্যমে ডিজিটাল জরিপের পরীক্ষামূলক কাজ চলমান আছে। উক্ত মৌজার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হলে পরবর্তীতে DPP সংশোধন সাপেক্ষে পটুয়াখালী জোনের পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১৪টি উপজেলার কম বেশী ৮৬২টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু করা হবে। তাছাড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলার ৩২টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ড্রোনের মাধ্যেম ডিজিটাল জরিপের কাজ করা হবে।
- Economic Development Cooperation Fund (EDCF) দক্ষিণ কোরিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Establishment of Digital Land Management System (EDLMS) প্রকল্পটি ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা ও ২টি গ্রামীণ উপজেলায় Plot to Plot জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। গত ০৬ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উক্ত প্রকল্পের কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।
- অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার এর ব্যবহারঃ অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যারে স্ট্যাটিক ম্যাপ (Static Map) সংযোগসহ খতিয়ান প্রণয়নের জন্য যে, যে বিষয়/মডিউল অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডায়ানামিক ম্যাপ (Dynamic Map) সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সিস্টেমটি ১৯টি জোনে চলমান ডিজিটাল জরিপ কাজে সফলতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেটেলমেন্ট প্রেসে ৫.৩৭ লক্ষ খতিয়ান এন্ট্রি করা হয়েছে এবং ৬.৩৯ লক্ষ খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে।
- ২০১৭ সাল হতে মার্চ ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ১,২৭,৩৪,১২৩টি খতিয়ান এবং ৬৫,১৪০টি ম্যাপ সফট বিডি লিমিটেড-কে ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। যা সেটেলমেন্ট প্রেসের সার্ভারে সংরক্ষিত আছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট এবং ০১টি দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশনের অধীনে পরিচালিত জরিপ কর্মসূচীভূক্ত ৪১,১৮৯টি মৌজার মধ্যে ডিজিটাল জরিপের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ৩০০টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করা, ১১১টি মৌজার ৭৮,৩১৩টি খতিয়ানের ডিজিটাল মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০০৭টি মৌজার ৫,৭৯,৮৪৫টি খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশনা শেষে গেজেট জারী করা হয়েছে। ৪,১১৩টি মৌজার ২১,৯২,১৭৮টি খতিয়ানের স্বত্বলিপি সকল স্তরের কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। জরিপের বিভিন্ন স্তরের ৪৩৬৫টি মৌজার কার্যক্রম চলমান আছে।
-

টেবিল ৬.১: 'আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ

	সেক্টরের নাম	পিলার সংখ্যা		
		মেরামত	মেরামত	মেরামত
০১।	**বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টর**	৯৪	৫৮	১৫২
	বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টর	২৬৮	৫৬	৩২৪
	বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টর	৭৯	৩১৩	৩৯২

ছবি ৬.৩: ভুমি মন্ত্রণালয় ও ভুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রীকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মোযাজ্জেম হোসেন

ছবি ৬.৪: বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সীমানা পরিদর্শনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের মহাপরিচালক/পরিচালক পর্যায়ে যৌথ সীমানা পরিদর্শনের কার্যবিবরণী যৌথ স্বাক্ষর :

৬.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

৬.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৭ সালে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দফায় কর্মসূচির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর। শুরুতে গণভবন, শেরেবাংলানগর, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচির মেয়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" কে স্থায়ী রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" ০১-০৬-১৯৯৩ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়ে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামকরণ হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ভবন ৩/এ নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫ এ পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এর নিজস্ব ভবন, নীলক্ষেত, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৬.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- ভিশন: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন।
- মিশন: ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত মানবসম্পদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৬.৪.৩ কার্যাবলী

১) উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/এলএ/শিক্ষা ও আইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পদায়নের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।এটি৩০ (ত্রিশ) দিন মেয়াদী কোর্স হিসেবে অনুমোদিত আছে।

৩) ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপারগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৪) ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৫) বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা ও/ কর্মচারীগণের (কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নামজারি সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৬) বেসিক কম্পিউটার কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর / সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৭) জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে "ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৬.৪.৪ ২০২২-২৩ কার্যক্রম

- উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১৫৪জন, বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১৯৩জন, ভূমি অধিগ্রহণ কোর্সে ৩৩, বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ৪০জন, মৌলিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স ১১৪ জন, বেসিক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্সে ৮৯জন, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ১১৫জন, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা অবহিতকরণ কোর্স ১৪১জন, বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার্স কোর্স ২৫৮, বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সে ১১২০জন, জেলা পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স ৩৬০জন, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এর আলোকে জেলায় প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৭২জন সহ মোট ৩৪৮৯জন বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

ছবি ৬.৫: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রীকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মো: আরিফ।

৬.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর

৬.৫.১ পটভূমি

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায় এবং মধ্য স্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষণার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ওয়ারী অডিটকার্য পরিচালনার ব্যাপারে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক অপারগতা প্রকাশ করলে তৎকালীন বোর্ড অব রেভিনিউ ও রাজস্ব বিভাগ, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এবং অর্থ বিভাগ এর সাথে পরামর্শক্রমে অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৬.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision): দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission): দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি যথাযথ খাতে জমা প্রদান, অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয় রোধ করা এবং সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

৬.৫.৩ কার্যাবলী

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত অফিসসমূহের অর্থবছরওয়ারী আয়-ব্যয় এর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করে থাকে:

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ ;

২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ ;

৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ ;

৪. ভূমি আপীল বোর্ড ;

৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ;

৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ; এবং

৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রম।

\

৬.৫.৪ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পযার্য়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্বখাতভূক্ত ৫০০৭টি অফিসের নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন শেষে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২৪৭টি রিপোর্ট দাখিল করা হয়। উক্ত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমান বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ:

টেবিল ৬.২: ২০২২-২৩ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ	রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ
১.	ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	৩,৯৭,৫৯,১২৬/-	২৭,৭৯,৯৩,৭৩১/-
২.	খুলনা বিভাগ, খুলনা	২৩,০১,৪৫২/-	১৭,৬৯,৫৯৯/-
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	২৬,১১,৬৯৯/-	৯,৪০,৮৭৫/-
৪.	সিলেট বিভাগ, সিলেট	২,৯২,২৬৯/-	৬,১৪,২০৬/-
৫.	রংপুর বিভাগ, রংপুর	৭১,৫০,১১১/-	২,২৮,৫৯০/-
৬.	বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	২৪,১৫,৬৮৫/-	৬২,০০০/-
৭.	ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ	১৯,৪৩,৬৭৮/-	১১,৯৮,৭৪৩/-
৮.	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	১,৪৬,৫৫,১৩১	২,৬৪,৪৫০/-
৯.	**সর্বমোট=**	**৭,১১,২৯,১৫১/-**	**২৮,৩০,৭২,১৯৪/-**

ছবি ৬.৬: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)র দপ্তরের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রীকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) জনাব মোঃ মশিউর রহমান ।

বিবিধ কার্যক্রমের ফটোগ্যালারি

ছবি ৭.১: চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা
২৯ মে ২০২৩ তারিখে ভূমিমন্ত্রী চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন

ছবি ৭.২: 'ভূমি ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ...' শীর্ষক সংলাপ
০২ মার্চ ২০২৩ তারিখে ভূমিমন্ত্রী 'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' উদ্যোগে আয়োজিত 'ভূমি ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও নাগরিক অধিকার' শীর্ষক এক সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ছবি ৭.৩: ১৩৩তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কোর্স
৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখে ভূমিমন্ত্রী ১৩৩তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন

ছবি ৭.৪: বিএসআরএফ সংলাপ
১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সচিবালয়ে গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সচিবালয় বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে সংলাপে ভূমিমন্ত্রী

ছবি ৭.৫: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকারের সেমিনার
১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নেটজ বাংলাদেশ আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকারের সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমিমন্ত্রী

ছবি ৭.৬: সম্পত্তি কর ব্যবস্থার পরিধি... বিষয়ক সংলাপ
২৪ মে ২০২৩ তারিখে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশে সম্পত্তি কর ব্যবস্থার পরিধি ও অবস্থা' নীতি সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমিমন্ত্রী

ছবি ৭.৭: মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে ভূমি সচিবের অভিনন্দন

ছবি ৭.৮: ৪র্থ উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স-এর সমাপনী

ছবি ৭.৯: নাগরিক ভূমি সেবা বিষয়ক সভা

ছবি ৭.১০: প্রশাসনিক সভা

পরিশিষ্ট ক

Allocation of Business of Ministry of Land

1[30] MINISTRY OF LAND

1. Rights in and over land and water and laws regarding land tenure excluding management of tank and other closed fisheries up to the area of 20 acres and fisheries which are under development scheme and such other fisheries which will be included in future in the development scheme of the Ministry of Fisheries and Livestock.
2. State acquisition and management.
3. Transfer, alienation of Government land, devolution of land by escheat and otherwise.
4. Constitution, organisation, jurisdiction and power of land procedure in rent and revenue courts and fees taken therein.
5. Disposal of Government land and alienation of land revenue.
6. Residences of officers employed in Settlement and Khasmahal work.
7. Demarcation of boundaries.
   [2][7A. Repairs and maintenance of boundary marks.]
8. Assessment and collection of land revenue and rents.
9. Maintenance of land records, survey for revenue purpose and record-of-rights and survey and settlement operations.
10. Management of government land.
11. Waste land.
12. Court of Wards and encumbered and attached estates.
13. Revenue sales.
14. Certificate procedure under Public Demands Recovery Act.
15. Land revenue, tauji and accounts.
16. Road and public works cess, education cess and local rates.
17. Alluvial lands.
18. Establishments relating to settlement, khasmahal, partition and road cess, and local rates, valuation and revaluation offices.
19. Loans to land holders and other notables.
20. Treasury troves, escheats and revenue agents.
21. Recovery of loans.
22. State purchase operation.
23. Requisition and compulsory acquisition of land.
24. Reclamation and colonisation of waste land in general.
25. Pre-1947 compensation claims.
26. Vested and non-resident property.
27. Unclassed state forest.

28. Miscellaneous revenue matters not administered by any other Ministry/Division.
29. Secretariat administration including financial matters.
30. Administration and control of sub-ordinate offices and organisations under this Ministry.
31. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry
32. All laws on subjects allotted to this Ministry.
33. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
34. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

1Amended vide S.R.O. No. 231-law/2008-CD-4/5/2008, Dated 24 July 2008.

[2] Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/16/89-Rules (Part-2)/106, Dated 23 September 1999.

পরিশিষ্ট খ

Ministry Of Land in SDG Mapping

Ministry Of Land's Responsibility in achieving SDG as per SDG Mapping designed by the General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning Commission and endorsed by SDGs Implementation and Monitoring Committee, Prime Minister's Office.

Ministry of Land is one of the 'Co-Lead' ministries in achieving the following target:

- 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

Ministry of Land is an 'Associate Ministry' in achieving the following targets:

1. 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
2. 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
3. 2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
4. 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws
5. 9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

6. 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
7. 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
8. 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
9. 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
10. 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
11. 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
12. 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development

পরিশিষ্ট গ

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ

১। ভূমি মন্ত্রণালয় - minland.gov.bd

(ক) জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd

(খ) ভূমি অধিকার প্রতিকার ব্যবস্থাপনা - hotline.land.gov.bd

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম - www.facebook.com/minland.gov.bd

(ঘ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভূমিসেবা - www.facebook.com/land.gov.bd

২। ভূমি সংস্কার বোর্ড - www.lrb.gov.bd

৩। ভূমি আপীল বোর্ড - www.lab.gov.bd/

৪। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর - www.dlrs.gov.bd

৫। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - www.latc.gov.bd

৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর - www.coa-revenue.gov.bd

*জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো – 'land.gov.bd' এর এন্ড্রয়েড এপ '**ভূমিসেবা (VumiSeba)**' গুগল প্লে স্টোরে আছে।

** জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd এ ই-নামজারি ও আর এস খতিয়ান সহ যাবতীয় ভূমি সেবা সমূহ পাওয়া যায়।

ভূমি সেবা হটলাইন: ১৬১২২ (বিদেশ থেকে +৮৮০ ৯৬১২৩ ১৬১২২)

স্মার্ট ভূমিসেবা

ভূমিসেবা পেতে ১৬১২২ নম্বরে কল করুন

অথবা ভিজিট করুন land.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ